CMYK

CMYK

ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA গৌরবের ৭২ তম বছর

Founder : J.C.Paul ■ Former Editor : Paritosh Biswas

JAGARAN ■ 72 Years ■ Issue-187 ■ 7 April, 2026 ■ আগরতলা ৭ এপ্রিল, ২০২৬ ইং ■ ২৩ চৈত্র, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ, মঙ্গলবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

মুখ্য নির্বাচন কমিশনারকে অপসারণ প্রস্তাব খারিজ সংসদে

অভিজিৎ রায় চৌধুরী

নয়াদিল্লি, ৬ এপ্রিল।। প্রধান নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমারকে অপসারণের দাবিতে আনা প্রস্তাব খারিজ করে দিলেন রাজ্যসভার চেয়ারম্যান ও লোকসভার স্পিকার। তৃণমূল কংগ্রেস এবং তাদের ইন্ডিয়া ব্লকের শরিকদের উদ্যোগে আনা এই প্রস্তাব দুই সদনেই গৃহীত হয়নি, যা বিরোধীদের জন্য বড় ধাক্কা বলে মনে করা হচ্ছে।

গত ১২ মার্চ জমা দেওয়া ওই প্রস্তাবে সংবিধানের ৩২৪(৫) ধারা এবং ১২৪(৪) ধারার উল্লেখ করা হয়েছিল। পাশাপাশি, প্রধান নির্বাচন কমিশনার ও অন্যান্য নির্বাচন কমিশনার (নিয়োগ, পরিষেবা শর্ত ও কার্যকাল) আইন, ২০২৩ এবং বিচারপতি (তদন্ত) আইন, ১৯৬৮-এর বিধানও উল্লেখ করা হয়। সমস্ত দিক "সতর্ক ও নিরপেক্ষভাবে" পর্যালোচনা করার পর, সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষরা বিচারপতি (তদন্ত) আইন, ১৯৬৮-এর ধারা ৩ অনুযায়ী তাঁদের ক্ষমতা প্রয়োগ করে প্রস্তাব গ্রহণ করতে অস্বীকার করেন। ফলে, প্রধান নির্বাচন কমিশনারকে অপসারণের লক্ষ্যে বিরোধীদের আনুষ্ঠানিক প্রক্রিয়া শুরুর উদ্যোগ প্রাথমিক স্তরেই থমকে গেল। এই সিদ্ধান্তের বিষয়ে সদস্যদের আনুষ্ঠানিকভাবে অবহিত করেন রাজ্যসভার সচিব-জেনারেল পি. সি. মোদি এবং লোকসভার সচিব-জেনারেল উৎপল কুমার সিং।

কলকাতা নিয়ে পাক্ প্রতিরক্ষামন্ত্রীর হুমকি খতিয়ে দেখছে কেন্দ্র

মোদির নীরবতা নিয়ে মমতার প্রশ্ন

নয়াদিল্লি, ৬ এপ্রিল (আইএএনএস)।। পাকিস্তানের প্রতিরক্ষামন্ত্রী খাজা আসিফ-এর কলকাতা সংক্রান্ত মন্তব্যকে ঘিরে সতর্ক হয়েছে ভারতের নিরাপত্তা সংস্থাগুলি। তাঁর মন্তব্যের পেছনে সন্ত্রাসবাদ উসকে দেওয়ার উদ্দেশ্য থাকতে পারে বলে সন্দেহ করা হচ্ছে। আসিফ সতর্ক করে বলেন, ভারত যদি কোনও 'ফলস ফ্ল্যাগ অপারেশন' চালায়, তবে পাকিস্তানের প্রতিক্রিয়া কলকাতা পর্যন্ত পৌঁছবে। উল্লেখ্য, 'ফলস ফ্ল্যাগ অপারেশন' বলতে এমন গোপন অভিযান বোঝায়, যা অন্য পক্ষের ওপর দোষ চাপানোর উদ্দেশ্যে পরিচালিত হয়।

নিরাপত্তা বিশেষজ্ঞদের মতে, এই ধরনের মন্তব্যের মাধ্যমে পাকিস্তান একদিকে আত্মরক্ষামূলক অবস্থান নিতে চাইছে, অন্যদিকে ভারতকে আগ্রাসী হিসেবে তুলে ধরার চেষ্টা করছে। এক উচ্চপদস্থ আধিকারিক জানান, পাকিস্তান কোনও রকম উসকানিমূলক পদক্ষেপ নিলে ভারত তার জবাব দেবে, যেমন অতীতে অপারেশন সিঁদুর-এর সময় দেওয়া হয়েছিল। অন্য এক আধিকারিকের মতে, আসিফের কলকাতা প্রসঙ্গটি পশ্চিমবঙ্গ-এর চলতি নির্বাচনের প্রেক্ষাপটেও গুরুত্বপূর্ণ। তিনি আশঙ্কা প্রকাশ করেন, হারকত-উল-জিহাদ আল-ইসলামি এবং জামাত-উল-মুজাহিদিন বাংলাদেশ-এর মতো জঙ্গি সংগঠনকে হামলার জন্য উসকানো হতে পারে, যাতে ভোট প্রক্রিয়া ব্যাহত হয়।

গোয়েন্দা সূত্রের দাবি, এই ধরনের সংগঠনগুলি পশ্চিমবঙ্গ ও অসম-এ হামলার চেষ্টা চালাতে পারে বলে ইঙ্গিত মিলেছে।

এছাড়া, ভারত ও বাংলাদেশ-এর মধ্যে সাম্প্রতিক সময়ে ঘনিষ্ঠ সহযোগিতা বাড়ায় পাকিস্তান অস্বস্তিতে রয়েছে বলেও মনে করা হচ্ছে। দুই দেশ সীমান্ত নিরাপত্তা ও সন্ত্রাস দমনে যৌথভাবে কাজ করছে। অধিকারিকদের মতে, পাকিস্তান চায় এই অঞ্চলে অস্থিরতা তৈরি করে ভারত-বাংলাদেশ সম্পর্কের অবনতি ঘটাতে। একই সঙ্গে আন্তর্জাতিক স্তরে ভারতকে আগ্রাসী হিসেবে তুলে ধরার চেষ্টাও চলছে। এক সিনিয়র আধিকারিক বলেন, "কলকাতার সরাসরি উল্লেখ বড়সড় কোনও পরিকল্পনার ইঙ্গিত হতে পারে। ভারতকে অভিযুক্ত দেখিয়ে হামলার যুক্তি তৈরি করার চেষ্টা হচ্ছে।" সূত্রের দাবি, পাকিস্তান অভ্যন্তরীণভাবে তেহরিক-ই-তালিবান পাকিস্তান, বালোচিস্তান লিবারেশন আর্মি-সহ একাধিক জঙ্গি গোষ্ঠীর চাপে রয়েছে। এর পাশাপাশি লস্কর-ই-তৈবা-এর মতো সংগঠনগুলিকে সক্রিয় রাখার চেষ্টাও চলছে। অধিকারিকদের মতে, ভারতের বিরুদ্ধে বড় ধরনের হামলা চালিয়ে জঙ্গি সংগঠনগুলির মনোবল বাড়ানোই

☛ ৫ এর পাতায় দেখুন

ধর্মনগর উপনির্বাচনে প্রস্তুতি চূড়ান্ত

ভোট কেন্দ্র ৫৫টি, ভোটার ৪৬,১৪২ জন

নিজস্ব প্রতিনিধি, ধর্মনগর, ৬ এপ্রিল।। আগামী ৯ এপ্রিল ৫৬-ধর্মনগর বিধানসভা কেন্দ্রের উপনির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। ঐদিন সকাল ৭টা থেকে বিকাল ৫টা পর্যন্ত ভোটারগণ তাদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করবেন। ভোট গণনা করা হবে আগামী ৪মে সকাল ৮টা থেকে। ভোটগ্রহণ এবং ভোট গণনার জন্য সব ধরণের প্রস্তুতি চূড়ান্ত করা হয়েছে। আজ রাজ্যের মুখ্য নির্বাচন আধিকারিকের কার্যালয়ে আয়োজিত এক সাংবাদিক সম্মেলনে একথা জানান রাজ্যের মুখ্য নির্বাচন আধিকারিক ব্রিজেশ পান্ডে। ধর্মনগর বিধানসভা কেন্দ্রের উপনির্বাচনে ৬ জন প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন।

সাংবাদিক সম্মেলনে মুখ্য নির্বাচন আধিকারিক জানান, ৫৬-ধর্মনগর বিধানসভা কেন্দ্রের উপনির্বাচনে বিজেপি প্রার্থী জহর চক্রবর্তী, আইএনসি প্রার্থী চয়ন ভট্টাচার্য, সিপিআই (এম) প্রার্থী অমিতাভ দত্ত, আমরা বাঙালী দলের প্রার্থী বিভাস রঞ্জন দাস, এসইউসিআই (সি) দলের প্রার্থী সঞ্জয় চৌধুরী এবং নির্দল প্রার্থী ব্রজলাল দেবনাথ প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন। এই কেন্দ্রের ভোটার রয়েছেন ৪৬, ১৪২ জন। এর মধ্যে মহিলা ভোটার ২৩,৭৫৮ জন এবং পুরুষ ভোটার ২২,৩৮৪ জন। সার্ভিস ভোটার রয়েছেন ৯১ জন। এর মধ্যে পুরুষ ভোটার ৮৮ জন এবং মহিলা ভোটার ৩ জন। এই বিধানসভা কেন্দ্রে ভোটগ্রহণ কেন্দ্র রয়েছে ৫৫টি। এর মধ্যে নগর এলাকায় ভোট গ্রহণ কেন্দ্র রয়েছে ৩২টি এবং গ্রামীণ এলাকায় ২৩টি। মুখ্য নির্বাচন আধিকারিক জানান, ভোট গ্রহণ কেন্দ্রগুলির মধ্যে মডেল পোলিং স্টেশন রয়েছে ১১টি। শুধুমাত্র মহিলা পরিচালিত ভোট গ্রহণ কেন্দ্র রয়েছে ১১টি, দিব্যাঙ্গজন পরিচালিত ভোট গ্রহণ কেন্দ্র রয়েছে ২টি। তাছাড়া যুব পরিচালিত ভোট গ্রহণ কেন্দ্র রয়েছে ২টি।

সাংবাদিক সম্মেলনে মুখ্য নির্বাচন আধিকারিক জানান, ভোট গ্রহণের উদ্দেশ্যে ভোট কর্মীগণ পিএমশ্রী ধর্মনগর গভর্নমেন্ট গার্লস এইচ এস স্কুল থেকে রওনা হবেন। এই স্কুলেই স্ট্রং রুম তৈরী করা হয়েছে এবং এখানেই ৪ মে ভোট গণনা করা হবে। উপনির্বাচন উপলক্ষ্যে সাধারণ অবজারভার, পুলিশ অবজারভার এবং এক্সপেনডিচার অবজারভার ধর্মনগরে অবস্থান করছেন। যোগাযোগের জন্য জেনারেল

☛ ৫ এর পাতায় দেখুন

বিজেপির কাছে আগে জাতি কংগ্রেসের কাছে হল পরিবার ঃ মোদি

গুয়াহাটি, ৬ এপ্রিল(আইএএনএস)।। কংগ্রেসের বিরুদ্ধে বংশানুক্রমিক রাজনীতির অভিযোগ তুলে তীব্র আক্রমণ শানালেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। অসমের হোজাইয়ে এক জনসভায় তিনি বলেন, যেখানে ভারতীয় জনতা পার্টি 'জাতি প্রথম' নীতিতে বিশ্বাসী, সেখানে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস 'পরিবারই প্রথম' নীতিতে পরিচালিত।

নাম না করেই নেহরু-গান্ধী পরিবারকে নিশানা করে তিনি বলেন, কংগ্রেস এখনও দিল্লির একটি "রাজপরিবার"-এর স্বার্থেই বেশি মনোযোগী। তাঁর দাবি, অসমেও কংগ্রেসের নেতৃত্ব একটি নির্দিষ্ট পরিবারের চারপাশে ঘোরে।

মোদী বলেন, বিজেপি উন্নয়ন ও সুশাসনের মাধ্যমে মানুষের জীবনমান উন্নত করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। "জাতি প্রথম" ও "মানুষই প্রথম" নীতিতেই দল কাজ করে বলেও তিনি উল্লেখ করেন।

দুর্নীতির প্রসঙ্গ টেনে তিনি দাবি করেন, কংগ্রেসের ওই "রাজপরিবার"-এর সদস্যরা বিভিন্ন মামলায় জামিনে রয়েছেন, যা দলের বিশ্বাসযোগ্যতা নিয়ে প্রশ্ন তোলে।

কংগ্রেস শাসিত রাজ্যগুলির উদাহরণ

☛ ৫ এর পাতায় দেখুন

বিজেপি মথার সংঘর্ষে উত্তপ্ত পূর্ব মহুরীপুর

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৬ এপ্রিল ।। ফের রাজনৈতিক উত্তেজনা ছড়াল রাজ্যে। পূর্ব মহুরীপুর ভুরাতলি কেন্দ্রের অন্তর্গত ঋষ্যমুখ বিধানসভার ধনঞ্জয়নগরের শ্যামলী বাজার এলাকায় বিজেপি ও মথা সমর্থকদের মধ্যে সংঘর্ষের অভিযোগ উঠেছে।

জানা যায়, ওই এলাকায় বাড়ি বাড়ি প্রচার কর্মসূচিতে বেরিয়েছিলেন বিজেপির কর্মী ও নেতৃত্ব। সেই সময় মথা সমর্থকদের তরফে তাদের উপর আক্রমণ চালানো হয় বলে অভিযোগ ওঠে। অভিযোগ অনুযায়ী, বিজেপি কর্মীদের লক্ষ্য করে ইট-পাটকেল ছোঁড়া হয়।

☛ ৫ এর পাতায় দেখুন

প্রধানমন্ত্রী তারেকের সঙ্গে ভার্মার সাক্ষাৎ, দ্বিপাক্ষিক সহযোগিতায় জোর

ঢাকা, ৬ এপ্রিল ।। বাংলাদেশে নিযুক্ত ভারতের হাইকমিশনার প্রণয় ভার্মা সোমবার প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন। বৈঠকে দুই দেশের উন্নয়ন অগ্রাধিকারের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে বিভিন্ন ক্ষেত্রে জনমুখী সহযোগিতা জোরদার করার বিষয়ে আলোচনা হয়েছে।

আলোচনায় জনস্বাস্থ্য, আর্থিক অন্তর্ভুক্তি, নারীর ক্ষমতায়ন, গ্রামীণ উন্নয়ন, দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য ও বিনিয়োগ, ব্যবসা সহজীকরণ, প্রযুক্তিগত অংশীদারিত্ব এবং বিদ্যুৎ ও জ্বালানি সহযোগিতা সহ বিস্তৃত ক্ষেত্র নিয়ে মতবিনিময় করা হয়। হাইকমিশনার প্রণয় ভার্মা উল্লেখ করেন,

☛ ৫ এর পাতায় দেখুন

এডিসির জনগণ বিজেপিমুখী মন্ত্রী রতন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৬ এপ্রিল ।। বিরোধী দল জয়ী হলে আবার তারা বঞ্চনার মিথ্যা অভিযোগ তুলবে এতে বার বার ক্ষতি হচ্ছে জনজাতিদের। তাই ভোট দেওয়া উচিত ডাবল ইঞ্জিন পরিচালিত সরকার কে। তাহলে জনজাতীদের সামগ্রী উন্নয়ন সাধিত হবে। ১৪নং বোধজংনগর---ওয়াকিনগর কেন্দ্রের ২০ নং বুথের চাকমাপাড়া এলাকায় নির্বাচনী সভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে এই কথা বলেন মন্ত্রী রতন লাল নাথ।

তিনি বলেন আঞ্চলিক রাজনৈতিক দল দীর্ঘস্থায়ী হয় না,

☛ ৫ এর পাতায় দেখুন

তৃণমূল কংগ্রেস আর মথার মধ্যে নীতিগত পার্থক্য নেই ঃ মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৬ এপ্রিল ।। উন্নয়নের নিরিখে মানুষ এখন ভারতীয় জনতা পার্টিতে যোগদান করতে চাইছেন। ভারতীয় জনতা পার্টির নীতি আগে দেশ, পরে পার্টি এবং শেষে ব্যক্তি কিন্তু তিপ্রা মথা সিপিএমের মতো দলগুলোতে আগে ব্যক্তি কিংবা পার্টি,পরে দেশ। এবারের এডিসি নির্বাচনে তিপ্রা মথাকে শূণ্যের কোটায় পৌঁছে দিতে হবে। তৃণমূল কংগ্রেস আর তিপ্রা মথা পার্টির মধ্যে নীতিগত কোন পার্থক্য নেই। আসন্ন এডিসি নির্বাচনকে সামনে রেখে আজ উত্তর জেলার দশদা বাজারে ভারতীয় জনতা পার্টি মনোনীত প্রার্থী শৈলেন্দ্র নাথের সমর্থনে আয়োজিত এক

☛ ৫ এর পাতায় দেখুন

নিজেদের মধ্যে হিংসা ও মারামারি থেকে বিরত থাকার আহ্বান প্রদ্যোতের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৬ এপ্রিল ।। জনজাতিরা নিজেদের মধ্যে হিংসায় জড়িয়ে পড়লে তা একসময় তামাশায় পরিণত হবে। এই ধরনের ঘটনা রাজ্যের ভাবমূর্তি নষ্ট করে। এডিসি নির্বাচনের মুখে পাহাড়ি এলাকায় একাধিক হিংসাত্মক ঘটনার খবর সামনে আসতেই জনজাতিদের উদ্দেশ্যে সামাজিক মাধ্যমে শান্তির বার্তা দিলেন। তিপরা মথার প্রাক্তন সুপ্রিমো তথা এমডিসি প্রদ্যোত কিশোর দেববর্মণ। তিনি স্পষ্টভাবে আহ্বান জানিয়েছেন, নিজেদের মধ্যে হিংসা ও মারামারি থেকে বিরত থাকতে।

সামাজিক মাধ্যমে প্রদ্যোত কিশোর বলেন, সত্যিই

☛ ৫ এর পাতায় দেখুন

জনগনের টাকার আদ্যশ্রাদ্ধ করছে পুর পরিষদ বীরজিৎ

নিজস্ব প্রতিনিধি, কৈলাসহর, ৬ এপ্রিল ।। কৈলাসহর পুর কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে জনস্বার্থে মামলা করতে যাচ্ছেন কৈলাসহর ৫৩ বিধানসভার বিধায়ক বিরজিৎ সিনহা। আজ এক সাংবাদিক সম্মেলনে এমনটাই জানান তিনি। ২০২০-২১ সালে অর্থ বৎসরে কৈলাসহর বাজারের সবজী ব্যবসায়ীদের সুবিধার্থে একটি বাজার শেড নির্মাণ করার সিদ্ধান্ত নেয় পুর পরিষদ।

তৎকালীন সময়ে সবজি ব্যবসায়ীদের সাথে কথাবার্ত বলে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। বিএডিপি ফান্ডের টাকায় তার প্রায় ৯৫ শতাংশ নির্মাণ

☛ ৫ এর পাতায় দেখুন

রাজ্যে আইনের শাসন কার্যত তলানিতে ঃ মানিক সরকার

নিজস্ব প্রতিনিধি, ধর্মনগর, ৬ এপ্রিল ।। আসন্ন ৯ তারিখ ধর্মনগর বিধানসভা কেন্দ্রের উপনির্বাচনকে সামনে রেখে জোরকদমে প্রচারে নেমেছে রাজনৈতিক দলগুলি। এরই অংশ হিসেবে সোমবার ধর্মনগরে সিপিআইএম প্রার্থী অমিতাভ দত্তের সমর্থনে আয়োজিত হয় এক বিশাল পদযাত্রা ও নির্বাচনী সভা। কর্মসূচির প্রধান আকর্ষণ ছিলেন রাজ্যের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী ও সিপিআইএম নেতা মানিক সরকার।

সকাল প্রায় ১১টা নাগাদ ধর্মনগরের নোয়াপাড়া এলাকায় অবস্থিত সিপিআইএম পার্টি অফিস থেকে শুরু হয় সুবিশাল র‍্যালি। মিছিলে অংশ নেন বিপুল সংখ্যক দলীয়

☛ ৫ এর পাতায় দেখুন

জ্বালানি নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণে অঙ্গীকারবদ্ধ কেন্দ্র

হরমুজ প্রণালী দিয়ে জাহাজ চলাচলে জোর কূটনৈতিক তৎপরতা

নয়াদিল্লি, ৬ এপ্রিল।। পশ্চিম এশিয়ায় চলমান সংঘাতের মধ্যেও দেশের জ্বালানি নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে কেন্দ্রীয় সরকার নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে বলে জানানো হয়েছে সরকারি সূত্রে। জ্বালানি চাহিদা পূরণ ও সরবরাহ স্বাভাবিক রাখতে একদিকে যেমন কূটনৈতিক প্রচেষ্টা জোরদার করা হয়েছে, তেমনই আন্তর্জাতিক মঞ্চেও সক্রিয় ভূমিকা নিচ্ছে ভারত।

সরকার জানিয়েছে, হরমুজ প্রণালী দিয়ে জ্বালানি বহনকারী জাহাজগুলোর নিরাপদ, বাধাহীন ও অবাধ চলাচল নিশ্চিত করতে ধারাবাহিকভাবে প্রচেষ্টা চালানো হচ্ছে। একইসঙ্গে সংঘাত পরিস্থিতি দ্রুত প্রশমনের লক্ষ্যে সংযম ও আলোচনার পথেই জোর দেওয়া হয়েছে। জাতিসংঘ (ইউএন) এবং আন্তর্জাতিক সামুদ্রিক সংস্থা (আইএমও)-সহ বিভিন্ন আন্তর্জাতিক মঞ্চে ভারত বাণিজ্যিক জাহাজ চলাচল ও সমুদ্রচারীদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার পক্ষে সওয়াল করেছে। পাশাপাশি, উপসাগরীয় অঞ্চলে বসবাসরত প্রায় ১ কোটি ভারতীয় নাগরিকের সুরক্ষাও সরকারের অগ্রাধিকারের তালিকায় রয়েছে।

সরকারি তথ্য অনুযায়ী, প্রধানমন্ত্রী পশ্চিম এশিয়া ও উপসাগরীয় অঞ্চলের একাধিক দেশের নেতাদের সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগ করেছেন। ইরান, সংযুক্ত আরব আমিরাত, সৌদি আরব, কাতার, কুয়েত, বাহরাইন, ওমান ও জর্ডানের পাশাপাশি ইসরায়েল, যুক্তরাষ্ট্র, ফ্রান্স, মালয়েশিয়া এবং

☛ ৫ এর পাতায় দেখুন

CMYK

CMYK

Page 1.pmd 1 07-04-2026, 00:57

জাগরণ
আগরতলা,৭ এপ্রিল , ২০২৬ ইং
২৩ চৈত্র, মঙ্গলবার, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ

পরিবেশের ভারসাম্যে ভয়াবহ সংকট

ভারতের কম্পট্রোলার অ্যান্ড অডিটর জেনারেল এর সাম্প্রতিক এক রিপোর্টে ভয়াবহ চিত্র উঠিয়া আসিয়াছে।রিপোর্ট অনুযায়ী, জম্মু ও কাশ্মীরের মোট ৬৯৭টি হ্রদের মধ্যে ৫১৮টি হয় সম্পূর্ণ বিলীন হইয়া গিয়াছে অথবা আশঙ্কাজনকভাবে সংকুচিত হইয়াছে।৩১৫টি হ্রদ সরকারি রেকর্ড থেকে পুরোপুরি হারাইয়া গিয়াছে।২০৩টি হ্রদ তাহাদের আগের আয়তন হারাইয়াছে।১৯৬৭ সালের তুলনায় এই কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে হ্রদের মোট আয়তন প্রায় ২,৮৫১ হেক্টর কমিয়া গিয়াছে।পরিবেশবিদদের মতে, এই সংকটের পেছনে মূলত মানুষের তৈরি কারণগুলোই দায়ী। জলাভূমি ভরাট করিয়া কৃষিকাজ এবং ঘরবাড়ি বা বাণিজ্যিক ভবন নির্মাণ।শহরের আবর্জনা এবং বর্জ্য সরাসরি জলাশয়ে ফেলা।পাহাড়ি এলাকার গাছ কাটিয়া ফেলায় ধস এবং পলি জমে হ্রদগুলো ভরাট হইয়া যাইতেছে।অনিয়মিত বৃষ্টিপাত এবং তাপমাত্রা বৃদ্ধি হ্রদগুলোর স্বাভাবিক পানি চক্রকে ব্যাহত করিতেছে।এই বিপুল সংখ্যক হ্রদ হারাইয়া যাওয়ায় কাশ্মীর উপত্যকা এক দীর্ঘমেয়াদী সংকটের মুখে পড়িয়াছে। জলাভূমিগুলো প্রাকৃতিক ”স্পঞ্জ” বা বাফার হিসেবে কাজ করে যাহা অতিরিক্ত বৃষ্টির পানিজল ধরিয়া রাখে। এগুলি হারাইয়া যাওয়ায় ২০১৪ সালের মতো ভয়াবহ বন্যার ঝুঁকি অনেক বাড়িয়া গেছে।বহু পরিযায়ী পাখি এবং জলজ উদ্ভিদ তাহাদের বাসস্থান হারাইয়াছে।ভূগর্ভস্থ জলের স্তর নিচে নামিয়া যাইতেছে , যাহা পানীয় জল এবং সেচের ওপর প্রভাব ফেলিতেছে।বর্তমান সরকার অবশ্য এই পরিস্থিতি মোকাবিলায় কিছু উদ্যোগ নিয়াছে। প্রায় ১,৮১০টি ছোট-বড় জলাশয়কে নতুন করিয়া চিহ্নিত করিয়া সেগুলোকে সংরক্ষণের আওতায় আনিবার পরিকল্পনা করা হইয়াছে। এর মধ্যে ওুলার , ডাল এবং হোকেরসার এর মতো গুরুত্বপূর্ণ জলাভূমিগুলোতে ড্রেজিং বা পলি অপসারণের কাজ চলিতেছে।তবে যে গতিতে এই হ্রদগুলো হারাইয়াছে, তাহা পুনরুদ্ধার করা হিমালয় অঞ্চলের পরিবেশগত নিরাপত্তার জন্য এখন এক বিশাল চ্যালেঞ্জ। জলাভূমি রক্ষা না করিলে ”ভূ-স্বর্গ” খ্যাত কাশ্মীরের বাস্তুতন্ত্র অপূরণীয় ক্ষতির সম্মুখীন হইবে।

জম্মু ও কাশ্মীরের পরিবেশ নিয়া আরও উদ্বেগ বাড়াইল সাম্প্রতিক এক চাঞ্চল্যকর রিপোর্ট। সমীক্ষায় উঠিয়া আসিয়াছে, মোট ৬৯৭টি হ্রদের মধ্যে ৫১৮টি হয় সম্পূর্ণ হারাইয়া গিয়াছে, নয়তো এতটাই সঙ্কুচিত হইয়াছে যে সেগুলিকে আর পুনরুদ্ধার করা প্রায় অসম্ভব।দীর্ঘ সময় ধরিয়া তথ্য বিশ্লেষণ করিয়া তৈরি এই রিপোর্টে স্পষ্টভাবে বলা হইয়াছে, ১৯৬৭ থেকে ২০২০ সালের মধ্যে অন্তত ৩১৫টি হ্রদ পুরোপুরি বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে। এর পিছনে মূল কারণ হিসাবে উঠিয়া আসিয়াছে লাগাতার দখলদারি, দ্রুত শহর বিস্তার এবং জমির ব্যবহার বদলের প্রবণতা। এই পরিস্থিতিকে বড় ধরনের পরিবেশগত সঙ্কট হিসেবে চিহ্নিত করা হইয়াছে। বিশেষজ্ঞদের মতে, এখনই কার্যকর পদক্ষেপ না নিলে ভবিষ্যতে এই সঙ্কট আরও ভয়াবহ রূপ নিতে পারে।রিপোর্টে কয়েকটি নির্দিষ্ট জলাশয়ের নামও উল্লেখ করা হইয়াছে। সেগুলি সম্পূর্ণ শুকিয়ে গিয়ে কার্যত 'অদৃশ্য' হইয়া গিয়াছে। এর মধ্যে রহিয়াছে রাখ-এ-আর্থ, সেথেরগুন্ড নাম্বাল, মারহামা, দেবপুরসর, মেহতান, চাঁদারগড় নাম্বাল এবং গালওয়াল তালাও। এই পরিস্থিতির জন্য মূলত মানবসৃষ্ট কারণকেই দায়ী করা হইয়াছে। জলাভূমিগুলিকে কৃষিজমি, বসবাসের জায়গা বা বাণিজ্যিক প্রকল্পে রূপান্তর করিবার প্রবণতা এই বিপর্যয়ের প্রধান কারণ বলিয়া উল্লেখ করা

হইয়েছে।একইসঙ্গে উপত্যকায় বড় হ্রদগুলির সংরক্ষণেও গাফিলতির অভিযোগ উঠিয়াছে। অপরিশোধিত নিকাশি জল সরাসরি হ্রদে পড়া এবং দায়িত্বপ্রাপ্ত সংস্থাগুলির অকার্যকারিতা পরিস্থিতিকে আরও জটিল করিয়াছে। দেখা গিয়াছে, মোট বিলুপ্ত হওয়া ৩১৫টি হ্রদের মধ্যে ২৩৫টি রাজস্ব ও কৃষি দপ্তরের আওতায় ছিল। আর ৮০টি বন দপ্তরের তত্ত্বাবধানে ছিল। অথচ মাত্র ছয়টি গুরুত্বপূর্ণ হ্রদকে ঘিরিয়াই মূলত কাজ হইয়াছে। বাকিগুলি কার্যত অবহেলিত থাকিয়া গিয়াছে। এই প্রেক্ষিতে একটি একক ও বিশেষায়িত সংস্থা গঠনের সুপারিশ করা হইয়াছে, যাহাতে হ্রদ সংরক্ষণ ও পুনরুদ্ধার কার্যক্রম এক ছাতার নিচে আনিয়া দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়া যায়।

এদিকে আরেকটি সাম্প্রতিক বৈজ্ঞানিক সমীক্ষায় কাশ্মীর হিমালয়ের পাঁচটি উচ্চভূমির হ্রদকে অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ বলিয়া চিহ্নিত করা হইয়াছে। অতিবৃষ্টি বা মেঘভাঙা বৃষ্টির মতো ঘটনায় এই হ্রদগুলি থেকে আকস্মিক বন্যা নামিতে পারে, যাহা নিচু এলাকার জন্য ভয়াবহ বিপদ ডাকিয়া আনিতে পারে। এই পরিস্থিতিতে পরিবেশবিদদের সতর্কবার্তা, এখনই কঠোর পদক্ষেপ না নিলে কাশ্মীরের প্রাকৃতিক ভারসাম্য মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হইবে, যাহার প্রভাব পড়িবে সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রার উপরও।

ভোটের আগে কড়া নজরদারি, ৬৫০ কোটিরও বেশি নগদ ও সামগ্রী বাজেয়াপ্ত ইসির

নয়াদিল্লি, ৬ এপ্রিল(আইএএনএস) : আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনকে অবাধ ও সুষ্ঠু করতে নজরদারি আরও কড়া করেছে নির্বাচন কমিশন। রবিবার কমিশন জানায়, এখনও পর্যন্ত ৬৫০ কোটিরও বেশি টাকার অবৈধ নগদ, মদ, মাদক, মূল্যবান ধাতু ও বিভিন্ন ফ্রিবি বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে।

কমিশনের তথ্য অনুযায়ী, ২৬ ফেব্রুয়ারি ইলেকট্রনিক সিজার ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম (ইএসএমএস) চালু হওয়ার পর থেকে মোট বাজেয়াপ্তের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ৬৫১.৫১ কোটি টাকা।

উল্লেখ্য, ১৫ মার্চ অসম, কেরল, পুদুচেরি, তামিলনাড়ু ও পশ্চিমবঙ্গসহ বিভিন্ন রাজ্যের বিধানসভা নির্বাচনের সূচি ঘোষণা করে নির্বাচন কমিশন। এরপরই কঠোরভাবে মডেল কোড অফ কন্ডাক্ট (এমসিসি) কার্যকর করা হয়।

নজরদারি জোরদার করতে ৫,১৭৩টিরও বেশি ফ্লাইং স্কোয়াড মোতায়েন করা হয়েছে, যারা ১০০ মিনিটের মধ্যে অভিযোগের জবাব দিতে সক্ষম। পাশাপাশি ৫,২০০-র বেশি স্ট্যাটিক সার্ভেইলেন্স টিম (এসএসটি) গুরুত্বপূর্ণ এলাকায় তল্লাশি ও নজরদারি চালাচ্ছে।

রাজ্যভিত্তিক হিসাবে পশ্চিমবঙ্গে সর্বাধিক ৩১৯ কোটি টাকার সামগ্রী বাজেয়াপ্ত হয়েছে। এরপর রয়েছে তামিলনাড়ু (১৭০ কোটি), অসম (৯৭ কোটি), কেরল (৫৮ কোটি) এবং পুদুচেরি (৭ কোটি)।

বাজেয়াপ্ত সামগ্রীর মধ্যে সবচেয়ে বেশি রয়েছে মাদক, যার মূল্য প্রায় ২৩০ কোটি টাকা। এছাড়া ফ্রিবি ও অন্যান্য প্রলোভনের সামগ্রীর পরিমাণ ২৩১.০১ কোটি টাকা।

মদের ক্ষেত্রেও বড়সড় অভিযান চালানো হয়েছে২৯.৬৩ লক্ষ লিটার মদ (মূল্য প্রায় ৭৯.৩ কোটি টাকা) বাজেয়াপ্ত হয়েছে। নগদ উদ্ধার হয়েছে ৫৩.২ কোটি টাকা এবং মূল্যবান ধাতু বাজেয়াপ্ত হয়েছে প্রায় ৫৮ কোটি টাকার।

নির্বাচনকে হিংসামুক্ত, ভয়মুক্ত ও প্রলোভনমুক্ত রাখতে কমিশন বিভিন্ন রাজ্যের মুখ্যসচিব, ডিজিপি ও শীর্ষ আধিকারিকদের সঙ্গে একাধিক বৈঠক করেছে এবং কড়া নজরদারির নির্দেশ দিয়েছে।

তবে একইসঙ্গে কমিশন জানিয়েছে, এই নজরদারির ফলে সাধারণ মানুষের যেন কোনও অসুবিধা না হয়, সেদিকেও নজর রাখা হচ্ছে। অভিযোগ নিষ্পত্তির জন্য জেলা পর্যায়ে গ্রিভ্যান্স কমিটি গঠন করা হয়েছে।

এছাড়া, নির্বাচনী আচরণবিধি লঙ্ঘনের অভিযোগ জানাতে নাগরিক ও রাজনৈতিক দলগুলিকে 'সি-ভিজিল' অ্যাপ ব্যবহারের আহ্বান জানিয়েছে নির্বাচন কমিশন।

বাংলায় যেভাবে প্যাডেল স্টিমার চালু হয়েছিল

সাইয়েদা আক্তার

যোগাযোগ ব্যবস্থা যখন এখনকার মত গতিশীল ছিল না, সে সময় ঢাকার বাদামতলী ঘাট থেকে রোজ সন্ধ্যায় ছেড়ে যেত কমলা রঙয়ের বিশালাকৃতি প্যাডেল স্টিমার। একে রকেট নামে চেনেন অধিকাংশ মানুষ, তাতে চেপে দেশ-বিদেশে গেছেন বহু মানুষ। তৎকালীন পূর্ব বাংলার দক্ষিণাঞ্চলের মোংলা থেকে কলকাতা পর্যন্ত যেত অতিকায় সে জলযান। এসব প্যাডেল স্টিমার বা রকেটে যাতায়াত ছিল নিরাপদ আর আরামদায়ক, ফলে চাকরি- ব্যবসা-ভ্রমণসহ নানাবিদ প্রয়োজনে তাতে চলাচল করতেন বহু মানুষ।

কেবল যাতায়াত ব্যবস্থা সহজ আর আরামদায়ক করাতেই ভূমিকা রাখেনি রকেট - কমলা রংয়ের বিশাল রকেটকে নিয়ে বাংলা সাহিত্য আর সঙ্গীতেও চর্চা কম হয়নি।

বাংলায় সবসময়কার জনপ্রিয় গানগুলোর একটি - "ওরে নীল দরিয়া", সেটি "সারেং বৌ" নামে কালজয়ী এক সিনেমার গান। বাড়িতে ফেলে আসা স্ত্রীর জন্য জাহাজের চালক বা সারেংয়ের তীব্র আবেগ আর আকুলতা যেন গানটিতে ফুটে উঠেছিল।

তবে রোমান্টিকতার দিন ফুরিয়েছে বহুদিন আগেই, নদীর নাব্যতা কমে যাওয়াসহ নানা সংকটে রকেটের জনপ্রিয়তা কমে গিয়েছিল সাম্প্রতিক বছরগুলোতে।

সর্বশেষ তিনটি প্যাডেল স্টিমারের বহর নিয়ে শতবর্ষেরও বেশি পুরনো এসব নৌযানের সেবা ২০২২ সালে সাময়িকভাবে বন্ধ হয়। তারপর আর স্টিমারগুলো একেবারেই চালু করেনি কর্তৃপক্ষ। যদিও ২০২৩ সালের এক ঈদে চালু করা হয়েছিল কয়েকদিনের জন্য, তবে তা স্থায়ী হয়নি।

কিন্তু এই প্যাডেল স্টিমার চালু হয়েছিল কবে আর কীভাবে?

প্যাডেল স্টিমারের যাত্রার গল্প আঠার শতকের শেষের দিকে, ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসকদের হাত ধরে এ অঞ্চলে স্টিমার বা জাহাজ চলাচল শুরু হয়।

শুরুতে এ অঞ্চলে চালু হয়েছিল প্যাডেল স্টিমার। এসব জাহাজে জ্বালানি হিসেবে এক সময় কয়লা ব্যবহার করা হত। কয়লা থেকে উৎপন্ন হওয়া স্টিম বা বাষ্পে এই নৌযান চলত বলে এর নাম হয় স্টিমার।

প্যাডেল স্টিমারে নৌযানের দুই পাশে বড় বড় চাকা বা প্যাডেল থাকত বলে এর নাম প্যাডেল স্টিমার। এই প্যাডেলের কারণেই এটি দ্রুতগতি সম্পন্ন নৌযান ছিল। যে সময় এসব জাহাজ নদীতে নেমেছিল, সেসময় অন্য নৌযানের চাইতে এগুলো অনেক বেশি দ্রুত গতিতে চলত, যে কারণে লোকের মুখে মুখে এর নাম হয়ে যায় রকেট।

পরবর্তীতে আনুষ্ঠানিকভাবেই একে সবাই রকেট স্টিমার বলে ডাকতে শুরু করে।

কালের পরিক্রমায় পরবর্তীতে স্টিমারের নকশায় পরিবর্তন করে চাকা পেছনে নিয়ে যাওয়া হয়। বাংলাদেশের জাতীয় জ্ঞানকোষ বাংলাপিডিয়ায় বলা হয়েছে, আঠারোশো শতকের গোঁড়ার দিকে ভারতের জলপথে স্টিমারের প্রচলন শুরু হয়।

সেই সাথে তখন কলকাতায় বেসরকারি খাতে জাহাজ নির্মাণ প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠতে থাকে।

শুরুর দিকে মেসার্স কিড অ্যান্ড কোম্পানি নামের একটি বেসরকারি প্রতিষ্ঠান ১৮২৩ সালে প্রথম যাত্রীবাহী স্টিমার "ডায়না" দিয়ে হুগলী নদীতে পরিবহন ব্যবস্থা চালু করে।

এরপর ইন্ডিয়ান জেনারেল স্টিম নেভিগেশন কোম্পানি গঙ্গায় একটি স্টিমার সার্ভিস চালু করেছিল। তবে ইস্ট ইন্ডিয়া রেলওয়ের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় টিকতে না পেরে, অচিরেই সেটি বন্ধ হয়ে যায়। পরে তারা ব্রহ্মপুত্র নদে ভিন্ন একটি সার্ভিস চালু করে।

এসব স্টিমার মূলত যাত্রী পরিবহনের জন্যই ব্যবহার হত। কিন্তু উত্তর আসামের চা ধীরে ধীরে বিদেশের বাজারে প্রতিষ্ঠা লাভ করতে থাকলে, তৎকালীন সরকার ১৮৪৭ সালে কলকাতা ও গৌহাটির মধ্যে একটি নতুন রুটে বা পথে স্টিমার সার্ভিস চালু করে বলে বাংলাপিডিয়া উল্লেখ করেছে। এরপর ১৮৬২ সালে স্টিমারে করে কলকাতা থেকে মূলত এখনকার বাংলাদেশ অংশে যাত্রী এবং পণ্য পরিবহনের কাজ শুরু হয়।

বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌ-পরিবহণ কর্তৃপক্ষ বিআইডব্লিউটিএ'র একজন সাবেক সচিব সৈয়দ মনোয়ার হোসেন বিবিসিকে বলেছেন, ওই সময় কোলকাতা থেকে সুন্দরবনের ভেতর দিয়ে, চাঁদপুর হয়ে নারায়ণগঞ্জে পৌঁছাত প্রথম চালু হওয়া প্যাডেল স্টিমার।

পরবর্তীতে কোলকাতা থেকে আসামের করিমগঞ্জ পর্যন্ত যাওয়ার একটি এবং কোলকাতা থেকে গঙ্গা ও ব্রহ্মপুত্রের সংযোগস্থল বর্তমান বাংলাদেশের রাজবাড়ি জেলার গোয়ালন্দ পর্যন্ত পৌঁছানোর আরেকটি রুটে স্টিমার সার্ভিস চালু হয়। গোয়ালন্দ পর্যন্ত যাওয়ার রুটটি চালু হয় ১৮৭০ সালে এবং সেসময় ইস্টার্ন বেঙ্গল রেলওয়ে চালু হয়ে যাওয়ায় তখন কলকাতা থেকে ঢাকায় যাতায়াতের সাধারণ মাধ্যমে পরিণত হয় এই সার্ভিস।

প্রথমে কলকাতা থেকে ট্রেনে চেপে গোয়ালন্দ পৌঁছে একজন যাত্রী গোয়ালন্দ থেকে স্টিমারে চড়তেন, সেটি ঢাকা হয়ে পৌঁছাত নারায়ণগঞ্জ।

একই সাথে যাত্রী এবং পণ্য পরিবহনের সহজ রুট বলে গোয়ালন্দ তখন বড় ব্যবসায়িক কেন্দ্রে পরিণত হয় বলে উল্লেখ করেছেন বিআইডব্লিউটিএর সাবেক কর্মকর্তা মি. হোসেন। নদী প্রধান অঞ্চলে সহজ, নিরাপদ এবং সুলভ ভাড়ার কারণে স্টিমার দ্রুত জনপ্রিয় হয়ে ওঠে এবং সে জনপ্রিয়তা বহাল ছিল বহু বছর। এমনকি ১৯৭১ সালে বাংলাদেশ স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে আত্মপ্রকাশ করার পরও অভ্যন্তরীণ নৌপরিবহণে স্টিমার সার্ভিস জনপ্রিয় ছিল, যদিও তা সাম্প্রতিক দশকগুলোতে ধরে রাখা যায়নি।

যেভাবে বাংলাদেশে স্টিমারের যাত্রা বন্ধ হয় সর্বশেষ ২০২২ সালে রকেট সেবা সাময়িকভাবে বন্ধ করার পর বিআইডব্লিউটিসির মুখপাত্র মোঃ নজরুল ইসলাম মিশা বিবিসিকে বলেছেন, যাত্রী সংকট এবং আর্থিক লোকসান সামাল দিতে না পারার কারণে স্টিমার সার্ভিস সাময়িকভাবে বন্ধ করেছে কর্তৃপক্ষ। সর্বশেষ বিআইডব্লিউটিসির বহরে তিনটি প্যাডেল স্টিমার ছিল। তিনটি স্টিমারের একটি পিএস মাহসুদের বয়স ৯৪ বছর, ১৯২৮ সালে কলকাতার গার্ডেন রিচ ওয়ার্কশপে এই প্যাডেল স্টিমারটি নির্মাণ করা হয়।

দেশীয় প্যাডেল স্টিমার বহরের মধ্যে সবচেয়ে বড় দুটি স্টিমারের একটি পিএস মাহসুদ।

এছাড়া বহরের বাকি দুইটি স্টিমার পিএস লেপচা ১৯৩৮ সালে এবং পিএস টার্ন ১৯৫০ সালে কলকাতার গার্ডেন রিচ শিপইয়ার্ডে নির্মিত হয়। বিআইডব্লিউটিএর সাবেক কর্মকর্তা মি. হোসেন বলেছেন, এক সময় বিআইডব্লিউটিসির বহরে ১৫টির মত প্যাডেল স্টিমার ছিল। সেই বহর তৈরি হয়েছিল, ১৯৬৫ সালে পাক- ভারত যুদ্ধের সময় তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে ভারতের সরকারি ও বেসরকারি খাতে চলা রকেট স্টিমারগুলোকে নিয়ন্ত্রণে নেয় তৎকালীন ন্যাশনাল শিপিং কর্পোরেশন। এই প্রতিষ্ঠানটিই ১৯৭২ সালে বিআইডব্লিউটিসিতে রূপান্তরিত করা হয়। এসব স্টিমারে আশির দশক পর্যন্ত জ্বালানি হিসেবে কয়লা ব্যবহার করা হত। কিন্তু ১৯৮৩ সালে কয়লার পরিবর্তে ডিজেল ইঞ্জিনে রূপান্তরিত হয় এগুলো। বাংলাদেশের এসব স্টিমারে চেপে নদী ভ্রমণ করেছেন ব্রিটেনের প্রয়াত রানি দ্বিতীয় এলিজাবেথ। ১৯৬১ সালে তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তানে সফরের সময় তিনি রকেটে চড়েন। এ ছাড়া বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, মহাত্মা গান্ধী, হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী, যুগোস্লাভিয়ার রাষ্ট্রপ্রধান মার্শাল টিটোসহ দেশ-বিদেশের বরেণ্য বহু অতিথি এই জলযানে চেপে বাংলাদেশের সৌন্দর্য উপভোগ করেছেন। প্রায় দুই বছর আগে ২০২২ সালে বন্ধের সময় বিআইডব্লিউটিসি প্যাডেল স্টিমার পিএস মাহসুদ, পিএস লেপচা এবং পিএস টার্ন -এই তিন জাহাজকে রাষ্ট্রীয় ঐতিহ্য হিসেবে ঘোষণা করে।

সেসময় প্রতিষ্ঠানটির একজন কর্মকর্তা মি. ইসলাম বিবিসিকে বলেছিলেন, এখন একটি মাত্র জাহাজ পিএস মাহসুদ "ন্যাশনাল ক্রুজ" হিসেবে রাষ্ট্রীয় অতিথিদের ভ্রমণের কাজে ব্যবহারের জন্য সংরক্ষণ করা হয়েছে।

বাকি দুইটি স্টিমার চার্টার্ড অর্থাৎ বেসরকারি পর্যটনের জন্য ভাড়া দেয়ার পরিকল্পনা করেছে বিআইডব্লিউটিসি।

সর্বশেষ রকেট স্টিমার ঢাকা থেকে বাগেরহাটের মোরেলগঞ্জ পর্যন্ত যেত আর পথে চাঁদপুর, বরিশাল, ঝালকাঠি, কাউখালী, হুলারহাটসহ বেশ কয়েকটি স্টেশন বা ঘাটে থামত।

তার আগে ২০১৯ সালের এপ্রিলে নাব্যতা-সংকটের কারণে ঢাকা থেকে খুলনা পর্যন্ত যাওয়ার রুট বন্ধ হয়ে যায়।

ভারতে যেভাবে আলোচনার 'ঝড়' তৈরি করেছে ইলন মাস্কের 'গ্রক'

সৌতিক বিশ্বাস

কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা বা এআই-কে কাজে লাগিয়ে যেসব চ্যাটবট তৈরি করেছে বিভিন্ন টেক কোম্পানি, এগুলোর কাছে নানা প্রশ্নের উত্তর খোঁজার চেষ্টা করেন ব্যবহারকারীরা। কোনো একটা প্রশ্ন করার পর ইন্টারনেটে প্রাপ্ত তথ্য-উপাত্ত ঘেঁটে একটা উত্তর দেয় এসব অ্যাপ। তবে উত্তর দেওয়ার সময় যদি ঠাট্টা করারও চেষ্টা থাকে ওই চ্যাটবটের ?

বন্ধুরা যেমন মজার ছলে অনেক সময় কথার উত্তর দেয় সেরকম চেষ্টা করে ভারতে আলোচনার "ঝড়" তৈরি করেছে ইলন মাস্কের সংস্থা এক্সএআই এর তৈরি করা চ্যাটবট "গ্রক"।

এক্স (সাবেক টুইটারে) প্ল্যাটফর্মে বিল্ট-ইন সুবিধায় যুক্ত করা হয়েছে এই চ্যাটবট, অর্থাৎ এটি এক্স থেকে সরাসরি ব্যবহার করা যায়।

"গ্রক" ডেভেলপকারী সংস্থা এক্সএআই এর দাবি, গ্রকের তীব্র "রসবোধ" রয়েছে। আর "গ্রক-৩" হলো এই চ্যাটবটের সাম্প্রতিকতম উপডেট। একটি প্রশ্নের সূত্র ধরে ভারতের ডিজিটাল পরিসরে হঠাৎই "গ্রক" নিয়ে অনেক কথা হচ্ছে। সেই প্রশ্নটা জানতে চাওয়া হয়েছিল সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম এক্স-এর "টোকা" নামে এক অ্যাকাউন্ট থেকে।প্রশ্নটা জটিল কোনো বিষয়ে ছিল না। "টোকা" অ্যাকাউন্ট ব্যবহারকারী 'গ্রক'কে বলেছিলেন- 'এক্স-এ আমার ১০জন বেস্ট মিউচুয়ালের একটা তালিকা বানিয়ে দাও'। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে মিউচুয়াল বলতে বোঝায়, যে অ্যাকাউন্টগুলো একে অন্যকে "ফলো" করে এবং একে অন্যের পোস্টে "কমেন্ট", "লাইক", "শেয়ার" ইত্যাদি করে। প্রশ্নের জবাব দিতে দেরি হওয়ায় "টোকা" অ্যাকাউন্ট ব্যবহারকারী ততক্ষণে ধৈর্য্য হারিয়ে ফেলেন। তার মুখ থেকে দু-একটা বেফাঁস কথা বেরিয়ে যায়। "গ্রক" এর পাল্টা জবাবও দেয়। উত্তর দেওয়ার সময় এক্স অ্যাকাউন্টে দশজন মিউচুয়ালের তালিকা দেওয়ার পাশাপাশি হিন্দিতে বেশ কয়েকটা নারীবিদ্বেষী বা অপমানসূচক শব্দও জুড়ে দেয় "গ্রক"। পরে অবশ্য বিষয়টাকে লঘু করতে "গ্রক" লেখে- 'আমি মজা করছিলাম, তবে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলেছিলাম।' এআই চ্যাটবটের ওই প্রতিক্রিয়া অন্যদের নজর এড়িয়ে যায়নি। দুই মিলিয়ন ভিউ পেয়েছে তার সেই প্রতিক্রিয়া।

এক্স হ্যান্ডেলের অন্যান্য ব্যবহারকারীরাও একই পথ অনুসরণ করেন। 'গ্রক'কে উসকে দেওয়ার জন্য নানান রকম প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করতে থাকেন তারা।

আর তাতেই আগল খুলে যায়। ক্রিকেটের গসিপ, রাজনৈতিক রটনা, বলিউড ড্রামা — সব কিছু নিয়েই এক্স হ্যান্ডেলের ব্যবহারকারী ভারতীয়রা তাকে প্রশ্ন করতে থাকেন। "গ্রক"ও সেই সমস্ত প্রশ্নের উত্তর দিতে থাকে- অকপটে, নিজের শৈলীতে। সম্প্রতি ভারতে "ডিজিটাল সেনসেশন" (চাঞ্চল্য সৃষ্টিকারী) হয়ে উঠেছে এই চ্যাটবট। অনেকেই একে বর্ণনা করেছেন "ফিল্টারহীন" এবং অনেকটা "উন্মত্ত" চ্যাটবট হিসেবে। গত বছরই ইলন মাস্ক গ্রককে "বিশ্বের সবচেয়ে মজাদার" এআই বলে সম্বোধন করেছিলেন। এদিকে, গ্রকের সঙ্গে রসিকতায় মেতে থাকাদের তালিকা ক্রমশ দীর্ঘ হতে থাকে। আইন আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীও এই রসিকতায় যোগ দেয়। দিল্লি পুলিশের টুইটার অ্যাকাউন্ট থেকে 'গ্রক'কে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল- সে কি কখনও ট্র্যাফিক টিকিট (ট্রাফিক আইন ভাঙার জন্য চালান) পায়নি? এর উত্তরে প্রথমে গ্রক চুপ করে ছিল। কিন্তু ব্যবহারকারীরা ক্রমাগত চাপ দিতে থাকেন। সেই সময় এর উত্তরে "গ্রক" জবাব দেয়, 'হা হা, দিল্লি পুলিশ জিজ্ঞাসা করছে কেন আমি কখনও চালান পাই না- আমি একটা ডিজিটাল এআই, দিল্লির ড্রাইভার নই!' 'আমি লাল আলো ভেঙে এগিয়ে যাই না বা আমার হেলমেটটা ভুলে যাই না। তবে যারা কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ব্যবহার করে ১৯টা ক্যামেরার সাহায্যে প্রকৃত আইন লঙ্ঘনকারীদের ধরে, তাদের প্রতি আমার শ্রদ্ধা। রাস্তা নিরাপদ রাখুন!' দুই বছর আগে (তখনও এই চ্যাটবট লঞ্চ হয়নি) মি. মাস্ক এমন একটা চ্যাটবট আনার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন যা "তীক্ষ্ণ" এবং "অপরিশোধিত"। একইসঙ্গে জানিয়েছিলেন, "ওপেনএআই", "মাইক্রোসফট" এবং "গুগল"-এর মতো প্রতিদ্বন্দ্বীদের তৈরি চ্যাটবট থেকে এই চ্যাটবট থেকে একেবারে আলাদা হবে।

"গ্রক"-এর এই "শৈলী"র বেশিরভাগটাই "দ্য হিচহাইকারস গাইড টু দ্য গ্যালাক্সি" থেকে নেওয়া। "দ্য হিচহাইকারস গাইড টু দ্য গ্যালাক্সি" কিন্তু "সাই-ফাই অ্যাবসারডিটি" (কল্পবিজ্ঞান ও অযৌক্তিকতার মিশেল) এবং হাস্যরসের মিশেল হিসেবে বিখ্যাত ছিল। মূলত রেডিও শো হিসেবে এর যাত্রা শুরু হয়েছিল, তুমুল জনপ্রিয়তার কারণে ক্রমে বই, টেলিভিশন শো এমনকি চলচ্চিত্রও তৈরি হয় এন ওপর। "গ্রক" সম্পর্কে ভারতের বিশেষজ্ঞদের কাছে জানতে চেয়েছিল বিবিসি। ভারতের শীর্ষস্থানীয় ফ্যাক্ট-চেকার অল্ট নিউজের প্রতিষ্ঠাতা প্রতীক সিনহা বলেছেন, 'গ্রক বেশ কিছু সময় ধরে রয়েছে। কিন্তু ভারতে এখন হঠাৎ জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে এর কারণ, এটা এখন একটা নতুন খেলনায় পরিণত হয়েছে।' "গ্রক"-এর "আনফিল্টারড" উত্তরকে ঘিরে আলোচনার মাঝেই আরও একটা ঘটনা ঘটে। এই চ্যাটবট নরেন্দ্র মোদীর ক্ষমতাসীন ভারতীয় জনতা পার্টির (বিজেপি) সমালোচকদের কাছে দ্রুত প্রিয় হয়ে ওঠে। শুরু হয়ে যায় রাজনৈতিক প্রশ্নের "সুনামি"। এমনই এক প্রশ্নের উত্তরে "গ্রক" প্রধান বিরোধী দল কংগ্রেসের নেতা রাহুল গান্ধীকে "নরেন্দ্র মোদীর চাইতে বেশি সৎ" বলে ঘোষণা করে বসে। তার সঙ্গে জুড়ে দেয়- "আমি কাউকে ভয় পাই না।" একটা প্রশ্নের জবাবে "গ্রক" লেখে "প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার দিক থেকে রাহুল গান্ধী মোদীর চেয়ে এগিয়ে।"

এমনকি নরেন্দ্র মোদীর সাক্ষাৎকার নিয়েও মন্তব্য করেছে। "গ্রক" দাবি করেছে ওই সাক্ষাৎকার 'প্রায়শই স্ক্রিপ্টেড মনে হয়।' এক্স মাধ্যমের একজন ব্যবহারকারী তাকে জিজ্ঞাসা করেছিল "গ্রক"-এর কারণে বিজেপি 'সমস্যায় পড়েছে' কি না। উত্তরে ওই চ্যাটবট জানায়- 'এটা একটা বড় বিতর্কের জন্ম দিয়েছে - কেউ পক্ষপাতিত্বের জন্য আমাকে তিরস্কার করছে, অন্যরা আবার উল্লসিত।' এই প্রসঙ্গে, বিবিসির পক্ষ থেকে বিজেপির অমিত মালব্যর সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে, তিনি কোনোরকম মন্তব্য করতে রাজি হননি। ইতিমধ্যে, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর সমালোচক ও ভারতের উদারপন্থিরা গ্রকের 'সাহসী বক্তব্যে'র মাঝে "উদযাপনের রসদ" খুঁজে পেয়েছেন। অনেকে অভিযোগ তুলেছেন, ভারতে হিউম্যান রাইটস ওয়াচের মতো সংগঠনগুলোর "বাকস্বাধীনতা অবরুদ্ধ করা হয়েছে"। যুক্তরাষ্ট্রের ভ্যান্ডারবিল্ট বিশ্ববিদ্যালয়ে অবস্থিত গবেষণা প্রতিষ্ঠান "ফিউচার অফ ফ্রি স্পিচ"-এর সাম্প্রতিক প্রতিবেদনে বাকস্বাধীনতার সমর্থনে থাকা ৩৩টা দেশের তালিকায় ২৪তম স্থানে রয়েছে ভারত। নরেন্দ্র মোদী এবং বিজেপি অবশ্য ধারাবাহিকভাবে এই সমস্ত প্রতিবেদনকে খারিজ করে বাকস্বাধীনতা খর্ব করার অভিযোগকে অস্বীকার করে এসেছেন। অল্ট নিউজের মি. সিনহা এই প্রসঙ্গে বলেছেন,'গ্রক নতুন এক বিদ্রোহী। গ্রককে প্রশ্ন করলে কেউ সমস্যায় পড়বে না। দক্ষিণপন্থিরাও রাহুল গান্ধীকে নিয়ে প্রশ্ন তুলেছে। তারপর এটা একটা প্রতিযোগিতামূলক ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। এটা মোটেও আশ্চর্যজনক নয়।' 'কংগ্রেস না বিজেপি- কে ভালো? এমন প্রশ্নের উত্তরে রাজনৈতিকভাবে সঠিক উত্তর দেওয়ার জন্য প্রোগ্রাম করা হয়েছে অন্যান্য চ্যাটবটগুলোকে। গ্রকের সেই জাতীয় ফিল্টারের অভাব রয়েছে বলে মনে হয় এবং এটা বিতর্কিত বিষয়গুলোর সরাসরি মোকাবিলা করতে ভয় পায় না।'

প্রযুক্তি নীতি বিষয়ক ওয়েবসাইট মিডিয়ানামা.কম-এর প্রতিষ্ঠাতা-সম্পাদক নিখিল পাহওয়া মনে করেন- 'ভারতে গ্রকের বক্তব্য নিয়ে যে আলোচনা চলছে তা অতিরঞ্জিত।' 'এআই মৌলিকভাবে "গার্বেজ ইন, গার্বেজ আউট"-এর ওপর ভিত্তি করে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত। অর্থাৎ যে ডেটা তাকে দেওয়া হয় তার ওপর গুরুত্ব দিয়ে সে জবাব দেয়, তিনি ব্যাখ্যা করেছেন। 'যেহেতু গ্রক এক্সকে ভিত্তি করে প্রশিক্ষিত, তাই স্বাভাবিকভাবেই সেখানে পাওয়া কথোপকথনের সুর এবং নিদর্শনগুলোকে প্রতিফলিত করে। যার মধ্যে রয়েছে উদ্ভট প্রতিক্রিয়া এবং গালিগালাজ যা আমরা ইতিমধ্যে দেখতে পাচ্ছি।' তিনি আরও বলেছেন, এটা কিন্তু আদর্শের বিষয় নয়। জবাবে সে যা বলছে সেই আউটপুটের সঙ্গে সম্পর্ক রয়েছে তাকে যা ইনপুট দেওয়া হয়েছে সেগুলোর। 'বিবিসি বৃহস্পতিবার যখন 'গ্রক'কে জিজ্ঞাসা করে যে এক্স হ্যান্ডেলে কে সবচেয়ে বেশি "মিসইনফরমেশন" (সঠিক নয় এমন তথ্য) ছড়ায়, তার উত্তরে ওই চ্যাটবট জানায়-'এক্সে প্রকাশিত সাম্প্রতিক মনোভাব ও রিচ দেখে (ইলন) মাস্ককে একজন শক্তিশালী প্রতিযোগী মনে হয় বটে, তবে আমি এখনই তাকে শিরোপা দিতে পারি না।' মিশিগান বিশ্ববিদ্যালয়ের সোশ্যাল মিডিয়ার রাজনৈতিক ব্যবহার নিয়ে পড়াশোনা করছেন জয়জিৎ পাল। তিনি জানিয়েছেন, নির্দিষ্ট মতাদর্শ সম্পন্ন একজন রাজনীতিবিদ বা সেলিব্রিটির বিপরীতে একটা চ্যাটবট তখনই পক্ষপাতদুষ্ট হয় যদি তাকে সেইভাবে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয় বা তাকে যে তথ্য দেওয়া হয়েছে তা কোনো নির্দিষ্ট দৃষ্টিভঙ্গিকে সমর্থন করে।

তবে কোনো চ্যাটবট ভীষণরকমভাবে পক্ষপাতদুষ্ট হয়ে পড়লে তার প্রতিযোগিতামূলক দিকটা হারিয়ে যাওয়ার ঝুঁকি থেকে যায়। তিনি বলেছেন, 'গ্রকের ক্ষেত্রে বলতে গেলে, এটা উদারপন্থিদের সুড়সুড়ি দিচ্ছে। কারণ এই প্ল্যাটফর্মের সর্বাধিক প্রভাবশালী কণ্ঠস্বর ডানপন্থি ঘেঁষা এবং যারা উদারপন্থি যুক্তিগুলো প্রত্যাখ্যান করে।' 'তবে এটা যে বৃহত্তর তথ্যের ওপর ভিত্তি করে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত, সেটা সম্ভবত বিশ্ব সম্পর্কে আরও ভারসাম্যপূর্ণ দৃষ্টিভঙ্গি উপস্থাপন করতে পারে এবং প্রায়শই সেটা ওই পরিসরে উপস্থিত উচ্চকণ্ঠগুলোর বিরোধী।'

সাম্প্রতিক রিপোর্ট অনুযায়ী, ভারতের তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রণালয় ইতিমধ্যেই "গ্রক"-এর বিরুদ্ধে "অনুপযুক্ত" ভাষার ব্যবহার এবং 'বিতর্কিত প্রতিক্রিয়া'র অভিযোগ তুলে এক্স-এর সঙ্গে যোগাযোগ করেছে। 'গ্রক'কে নিয়ে এই শোরগোলকে অবশ্য কেউ কেউ ক্ষণস্থায়ী বলে মনে করছেন। যেমন মি. সিনহার মতে 'মানুষ খুব শিগগিরই বিরক্ত হয়ে উঠবে এবং এই পুরো ব্যাপারটাই স্বল্পস্থায়ী হবে।' যদিও "গ্রক"-এর "আনফিল্টারড" (অপরিশোধিত) প্রকৃতি ইঙ্গিত দিচ্ছে যে আপাতত এটা থাকছে।

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

6-04-26.pmd 1 06-04-2026, 22:59

তিপ্রা মথা প্রার্থী রুনিয়েল দেববর্মার নির্বাচনী প্রচার শুরু। ছবি নিজস্ব।

আসন্ন বিধানসভা ভোটে অস্তিত্ব রক্ষার লড়াইয়ে কংগ্রেস ও বাম শিবির

নয়াদিল্লি, ৬ এপ্রিল(আইএএনএস): এ মাসে চারটি রাজ্য ও একটি কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে অনুষ্ঠিত হতে চলা বিধানসভা নির্বাচনে দেশের একসময়ের দুই শক্তিশালী রাজনৈতিক শক্তিভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস এবং বাম দলগুলিঅস্তিত্ব রক্ষার কঠিন লড়াইয়ের মুখে পড়েছে।

রাজনৈতিক বিশ্লেষক ও বিভিন্ন রিপোর্ট অনুযায়ী, তামিলনাড়ু এবং পশ্চিমবঙ্গএই দুই গুরুত্বপূর্ণ রাজ্যে কংগ্রেস বা বাম দলগুলির এককভাবে ক্ষমতায় ফেরার সম্ভাবনা খুবই ক্ষীণ।

তামিলনাড়ুতে তারা শাসক দ্রাবিড় মুন্নেত্র কাঝগম-এর জোটসঙ্গী হিসেবে লড়ছে। অন্যদিকে পশ্চিমবঙ্গে কোনও দলই প্রধান শক্তি হিসেবে উঠে আসার অবস্থায় নেই।

তবে কিছুটা সম্ভাবনা রয়েছে কেরল ও অসম-এ। কেরলে কংগ্রেস নেতৃত্বাধীন ইউনাইটেড ডেমোক্র্যাটিক ফ্রন্ট এবং বামেদের লেফট ডেমোক্র্যাটিক ফ্রন্টএই দুই জোটের মধ্যে দীর্ঘদিন ধরেই ক্ষমতার পালাবদল হয়েছে।

কমিউনিস্ট পার্টি অব ইন্ডিয়া (মার্কসবাদী) নেতৃত্বাধীন এলডিএফ ১৯৮০, ১৯৮৭, ১৯৯৬, ২০০৬, ২০১৬ এবং ২০২১ সালে জয় পেয়েছে। বিশেষত ২০২১ সালে টানা দ্বিতীয়বার ক্ষমতায় ফিরে ৪০ বছরের রেওয়াজ ভেঙেছিল তারা।

অন্যদিকে, কংগ্রেস নেতৃত্বাধীন ইউডিএফ ১৯৮২, ১৯৯১, ২০০১ এবং ২০১১ সালে জয়ী হয়েছে। ফলে আগামী ৪ মে ফলাফল নির্ধারণ করবে এলডিএফ কি টানা তৃতীয়বার ক্ষমতায় ফিরতে পারবে, নাকি ইউডিএফ প্রত্যাবর্তন ঘটাবে।

সাম্প্রতিক বছরগুলোতে কংগ্রেস একাধিক রাজ্যে ধাক্কা খেয়েছেছত্তিশগড়, রাজস্থান-এ ক্ষমতা হারানো থেকে শুরু করে হরিয়ানা ও মহারাষ্ট্র-এ পরাজয়সব মিলিয়ে দলটি কঠিন সময়ের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে। এমনকি দিল্লি-তেও তারা উল্লেখযোগ্য ফল করতে পারেনি। দলের পুনরুত্থানের প্রচেষ্টায় সামনে রয়েছেন রাহুল গান্ধী এবং প্রিয়াঙ্কা গান্ধী। ফলে এই নির্বাচনে ভালো ফল করা দলের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

বামেদের ক্ষেত্রেও পরিস্থিতি একই রকম চ্যালেঞ্জপূর্ণ। পশ্চিমবঙ্গ ও ত্রিপুরা-তে ক্ষমতা হারানোর পর কেরলই তাদের শেষ শক্ত ঘাঁটি হিসেবে রয়ে গেছে।

অন্যদিকে অসমে মূল লড়াই হচ্ছে ভারতীয় জনতা পার্টি নেতৃত্বাধীন জোট এবং কংগ্রেসের মধ্যে। কংগ্রেস এখানে পুনরুজ্জীবনের আশায় লড়াই করছে, যেখানে গৌরব গগৈ-এর নেতৃত্বে ঘুরে দাঁড়ানোর চেষ্টা চলছে।

তবে দলত্যাগ, সাংগঠনিক দুর্বলতা এবং সংখ্যালঘু ভোটে বিভাজনবিশেষত বদরুদ্দিন আজমল-এর নেতৃত্বাধীন অল ইন্ডিয়া ইউনাইটেড ডেমোক্র্যাটিক ফ্রন্ট-এর সঙ্গে জোট ভাঙার প্রভাবকংগ্রেসের জন্য বড় চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

সব মিলিয়ে, আসন্ন নির্বাচন কংগ্রেস ও বাম দলগুলির ভবিষ্যৎ রাজনৈতিক অবস্থান নির্ধারণে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হতে চলেছে।

প্রতিষ্ঠা দিবসে ১৩.৪ কোটি কর্মীকে শুভেচ্ছা কেন্দ্রীয় মন্ত্রীদের, জনসংঘ থেকে বিশ্বমঞ্চে বিজেপির উত্থান স্মরণ

নয়াদিল্লি, ৬ এপ্রিল(আইএএনএস): ভারতীয় জনতা পার্টি-র ৪৭তম প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষে দলের ১৩.৪ কোটি কর্মীকে শুভেচ্ছা জানালেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রীরা। এদিন তাঁরা জনসংঘ থেকে শুরু করে বর্তমান সময়ে দলের উত্থানের ইতিহাসও স্মরণ করেন।

কেন্দ্রীয় মন্ত্রী পিয়ুষ গোয়েল বলেন, ''বিশ্বের বৃহত্তম রাজনৈতিক দলের ৪৭তম প্রতিষ্ঠা দিবসে ১৩.৪ কোটি কর্মীকে জানাই শুভেচ্ছা। গত ৭৫ বছরে প্রবীণ নেতা ও কর্মীদের কঠোর পরিশ্রমে এই সংগঠন গড়ে উঠেছে, যার শিকড় রয়েছে ভারতীয় জনসংঘ-এর সময় থেকে।''

তিনি শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি, দীনদয়াল উপাধ্যায় এবং অটল বিহারী বাজপেয়ী-সহ একাধিক নেতার প্রতি শ্রদ্ধা জানান, যাঁরা দলের আদর্শিক ভিত্তি গড়ে তুলেছিলেন।

গোয়েল আরও বলেন, ১৯৮০ সালে মুম্বইয়ে বাজপেয়ীর নেতৃত্বে বিজেপির প্রতিষ্ঠা হয় এবং সেই সময়ের সঙ্গে তাঁর ব্যক্তিগত স্মৃতিও জড়িয়ে রয়েছে।

অন্যদিকে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী নিতিন গডকরি বলেন, ''দশক কয়েক আগে ভারতীয় জনতা পার্টি গঠনের সময় রাম জেঠমালানি ও শান্তি ভূষণের মতো বিশিষ্ট নেতারা উপস্থিত ছিলেন। দেশের বিভিন্ন প্রান্তের নেতারা দলের আদর্শ ও সংবিধান নিয়ে আলোচনা করেছিলেন।''

এছাড়া কেন্দ্রীয় মন্ত্রী জ্যোতিরাদিত্য সিন্ধিয়া এই দিনটিকে জাতীয় উন্নয়নের অঙ্গীকার পুনর্ব্যক্ত করার দিন হিসেবে উল্লেখ করেন। তিনি বলেন, ''প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী-র নেতৃত্বে দল 'বিকশিত ভারত ২০৪৭'-এর লক্ষ্যে কাজ করছে।''

উল্লেখ্য, ১৯৮০ সালের ৬ এপ্রিল প্রতিষ্ঠিত হয় বিজেপি। জনতা পার্টির ভাঙনের পর অটল বিহারী বাজপেয়ী-কে প্রথম সভাপতি করে দলটি আত্মপ্রকাশ করে। পরবর্তীকালে সারা দেশে সাংগঠনিক শক্তি বৃদ্ধি করে বিজেপি ভারতের অন্যতম প্রধান রাজনৈতিক শক্তি হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছে।

'অশিক্ষিত গুজরাতি' মন্তব্য ঘিরে বিতর্ক খার্গেকে তীব্র আক্রমণ বিজেপির

গান্ধীনগর/নয়াদিল্লি, ৬ এপ্রিল(আইএএনএস): কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খার্গে-র 'অশিক্ষিত গুজরাতি' সংক্রান্ত মন্তব্যকে কেন্দ্র করে রাজনৈতিক বিতর্ক তীব্র হয়েছে। বিজেপি নেতারা এই মন্তব্যের কড়া সমালোচনা করেছেন।

কেরলের ইডুক্কিতে এক জনসভায় খার্গে বলেন, কেরলের মানুষ শিক্ষিত ও সচেতন, তাই তাঁদের বিভ্রান্ত করা সম্ভব নয়, তবে গুজরাত বা অন্যত্র ''অশিক্ষিত'' মানুষদের বিভ্রান্ত করা যায়এই মন্তব্য ঘিরেই বিতর্কের সূত্রপাত।

এর জবাবে কেন্দ্রীয় ক্রীড়ামন্ত্রী ও পোরবন্দর সাংসদ মনসুখ মাণ্ডাভিয়া কংগ্রেসকে গুজরাত-বিরোধী মানসিকতার অভিযোগে আক্রমণ করেন। তিনি বলেন, ''গুজরাত ও গুজরাতিদের প্রতি কংগ্রেসের নেতিবাচক মনোভাব নতুন নয়।''

তিনি আরও অভিযোগ করেন, ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস অতীতে সর্দার বল্লভভাই পটেল-এর অবদান উপেক্ষা করেছে এবং নর্মদা বাঁধ প্রকল্প আটকে দেওয়ার চেষ্টা করেছে।

গুজরাতের মুখ্যমন্ত্রী ভূপেন্দ্র পটেল এই মন্তব্যকে ''অত্যন্ত আপত্তিকর ও দুর্ভাগ্যজনক'' বলে আখ্যা দেন। তিনি বলেন, ''এই ধরনের মন্তব্য শুধু ছয় কোটি গুজরাতির অপমান নয়, বরং মহাত্মা গান্ধী ও সর্দার পটেলের পবিত্র ভূমির মর্যাদাকেও আঘাত করে।''

তিনি আরও বলেন, গুজরাত সবসময় দেশগঠন ও উন্নয়নে অগ্রণী ভূমিকা নিয়েছে এবং ভবিষ্যতেও তা বজায় রাখবে।

রাজ্যের উপমুখ্যমন্ত্রী হর্ষ সঙ্ঘভি-ও খার্গের মন্তব্যের তীব্র সমালোচনা করে বলেন, ''কেন কংগ্রেসের গুজরাতের প্রতি এত ঘৃণা?''

তিনি এই মন্তব্যকে গুজরাতবাসীর অপমান বলে উল্লেখ করে বলেন, ''গুজরাতের সচেতন মানুষ অতীতেও এই ধরনের মনোভাব প্রত্যাখ্যান করেছে এবং ভবিষ্যতেও করবে।''

উল্লেখ্য, কেরলের নির্বাচনী প্রচারে খার্গে বিজেপি ও লেফট ডেমোক্র্যাটিক ফ্রন্টউভয়কেই আক্রমণ করতে গিয়ে এই মন্তব্য করেন, যা বিভিন্ন রাজ্যে রাজনৈতিক উত্তেজনা আরও বাড়িয়ে তুলেছে।

অসমের মুখ্যমন্ত্রীকে ঘিরে কংগ্রেসের অভিযোগ 'ভিত্তিহীন', পাল্টা আক্রমণ সোনোয়ালের

ডিব্রুগড়, ৬ এপ্রিল(আইএএনএস): অসমের মুখ্যমন্ত্রীকে ঘিরে কংগ্রেসের তোলা বিদেশি সম্পত্তি ও যোগসূত্রের অভিযোগকে ''ভিত্তিহীন'' বলে তীব্র আক্রমণ করলেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী সর্বানন্দ সোনোয়াল।

তিনি বলেন, ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস এই ধরনের অভিযোগ তুলে ''নোংরা রাজনীতি'' করছে এবং এটি তাদের হতাশার বহিঃপ্রকাশ।

ডিব্রুগড়ে সংবাদমাধ্যমকে সোনোয়াল বলেন, ''এগুলি সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন। কংগ্রেস জানে তারা জমি হারাচ্ছে, তাই এই ধরনের অপপ্রচার চালাচ্ছে।''

উল্লেখ্য, কংগ্রেস নেতা পবন খেরা-সহ একাধিক নেতা অসমের মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা এবং তাঁর পরিবারের বিরুদ্ধে বিদেশি সম্পত্তি ও যোগসূত্রের অভিযোগ তুলেছিলেন, যা শর্মা আগেই অস্বীকার করেছেন।

অসমের রাজনৈতিক পরিস্থিতি নিয়ে আত্মবিশ্বাস প্রকাশ করে সোনোয়াল বলেন, নির্বাচনের প্রক্রিয়া এখনও চলছে, তবে বিজেপির জয় নিশ্চিত।

তিনি বলেন, ''অসমে আমরা জয়ী হব, এটা স্পষ্ট। এখন ভোট ও গণনার প্রক্রিয়া বাকি রয়েছে।''

এদিন প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী অটল বিহারী বাজপেয়ী-র প্রতিও শ্রদ্ধা জানান সোনোয়াল। তিনি বলেন, বাজপেয়ীর আদর্শ ও দর্শনই বিজেপির বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে।

কংগ্রেস সাংসদ গৌরব গগৈ-এর মন্তব্যের প্রতিক্রিয়ায় সোনোয়াল জাতীয় নিরাপত্তার প্রসঙ্গ তুলে বলেন, ''পাকিস্তান আমাদের শত্রু, আমরা কোনওভাবেই তা মেনে নেব না।''সব মিলিয়ে, নির্বাচনের আগে অসমে বিজেপি ও কংগ্রেসের মধ্যে বাকযুদ্ধ ক্রমেই তীব্র হচ্ছে।

অরুণাচলের সরকারি চুক্তি নিয়ে সিবিআই তদন্তের নির্দেশ সুপ্রিম কোর্টের

নয়াদিল্লি, ৬ এপ্রিল(আইএএনএস): অরুণাচল প্রদেশে সরকারি নির্মাণকাজের চুক্তি বণ্টনে অনিয়মের অভিযোগে, মুখ্যমন্ত্রী পেমা খান্ডু-র পরিবারের সদস্যদের যোগসূত্র রয়েছে কিনা তা খতিয়ে দেখতে সুপ্রিম কোর্ট সিবিআই তদন্তের নির্দেশ দিয়েছে।

বিচারপতি বিক্রম নাথ, সন্দীপ মেহতা এবং এন.ভি. অঞ্জারিয়া-র বেঞ্চ সেন্ট্রাল ব্যুরো অব ইনভেস্টিগেশন-কে আগামী দু'সপ্তাহের মধ্যে প্রাথমিক তদন্ত শুরু করার নির্দেশ দেয়।

আদালত জানিয়েছে, ২০১৫ সালের ১ জানুয়ারি থেকে ২০২৫ সালের ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত সরকারি কাজ, টেন্ডার ও চুক্তি বণ্টন এবং বাস্তবায়ন সংক্রান্ত বিষয়গুলি তদন্ত করা হবে। তবে প্রয়োজনে এর বাইরের সময়কালও খতিয়ে দেখা যেতে পারে, বিশেষ করে অর্থের প্রবাহ, সম্পর্কিত পক্ষ ও প্রকৃত মালিকানার সূত্র অনুসন্ধানের ক্ষেত্রে।

এই মামলাটি দায়ের করেছিল সেভ মন রিজিয়ন ফেডারেশন এবং ভলান্টারি অরুণাচল সেনা নামে দুটি সংগঠন।

আদালত সিবিআই-কে নির্দেশ দিয়েছে টেন্ডার প্রক্রিয়া, অনুমোদন, ওপেন টেন্ডার এড়ানোর কারণ, আইনি বিধি মেনে চলা হয়েছে কিনাএসব বিষয় খতিয়ে দেখতে। পাশাপাশি পেমেন্ট, ওয়ার্ক অর্ডার এবং কাজের বাস্তবায়নের নথিও পরীক্ষা করতে বলা হয়েছে।

সুপ্রিম কোর্ট আরও জানিয়েছে, ১৬ সপ্তাহের মধ্যে সিবিআই-কে একটি স্ট্যাটাস রিপোর্ট জমা দিতে হবে, যাতে পূর্ণাঙ্গ তদন্তের প্রয়োজন রয়েছে কিনা তা স্পষ্ট করা হবে।

রাজ্য সরকারকে তদন্তে পূর্ণ সহযোগিতার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে এবং এক সপ্তাহের মধ্যে একজন নোডাল অফিসার নিয়োগ করতে বলা হয়েছে, যিনি সিবিআই-এর সঙ্গে সমন্বয় করবেন।

আদালত স্পষ্ট করে দিয়েছে, সংশ্লিষ্ট কোনও নথিডিজিটাল বা কাগজেনষ্ট বা পরিবর্তন করা যাবে না।

উল্লেখ্য, অভিযোগে বলা হয়েছে প্রায় ১,২৭০ কোটি টাকার সরকারি চুক্তি মুখ্যমন্ত্রীর আত্মীয়দের সঙ্গে যুক্ত সংস্থাগুলিকে দেওয়া হয়েছে। আবেদনকারীদের আইনজীবী প্রশান্ত ভূষণ দাবি করেন, অনেক ক্ষেত্রে নিয়ম না মেনেই টেন্ডার দেওয়া হয়েছে।

এর আগে ২০২৫ সালের ডিসেম্বর মাসে আদালত তদন্তের পরিধি বাড়িয়ে পুরো অরুণাচল জুড়ে প্রয়োগ করার নির্দেশ দেয়, কারণ বিষয়টি শুধুমাত্র একটি জেলার মধ্যে সীমাবদ্ধ নয় বলে পর্যবেক্ষণ করা হয়।

স্ত্রীর পাসপোর্ট নিয়ে ভুয়ো নথি ছড়ানোর অভিযোগ কংগ্রেসের বিরুদ্ধে, পাল্টা আক্রমণে হিমন্ত

গুয়াহাটি, ৬ এপ্রিল(আইএএনএস): আসন্ন নির্বাচনের আগে নিজের স্ত্রীর পাসপোর্ট নিয়ে ভুয়ো নথি ছড়ানোর অভিযোগ তুলে কংগ্রেসকে তীব্র আক্রমণ করলেন অসমের মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা। তিনি অভিযোগ করেন, কংগ্রেস নেতা পবন খেরা কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার সাহায্যে জাল নথি তৈরি করে তাঁর পরিবারকে কালিমালিপ্ত করার চেষ্টা করছেন।

উল্লেখ্য, রবিবার দিল্লিতে এক সাংবাদিক সম্মেলনে খেরা দাবি করেছিলেন, মুখ্যমন্ত্রীর স্ত্রী রিণিকি ভূঞা শর্মা সংযুক্ত আরব আমিরশাহী, অ্যান্টিগুয়া এবং মিশরের পাসপোর্ট ধারণ করেন এবং দুবাইয়ে সম্পত্তি-সহ বিদেশে সম্পদ লুকিয়ে রাখা হয়েছে। তিনি এই অভিযোগে বিশেষ তদন্ত দল গঠনের দাবিও জানান।

সোমবার পাল্টা সাংবাদিক বৈঠকে শর্মা বলে, ''কংগ্রেস নতুন নিম্নস্তরে নেমে গিয়েছে। আমার স্ত্রীর নামে যে পাসপোর্ট দেখানো হয়েছে, তা সম্পূর্ণ ভুয়ো।''

তিনি দাবি করেন, ওই নথিতে বানান ভুল, ফরম্যাটের অসঙ্গতি এবং অকার্যকর কিউআর কোডের মতো একাধিক ত্রুটি রয়েছে, যা থেকে স্পষ্ট এগুলি জাল।

এছাড়া দুবাই নাগরিকত্ব দেওয়ার যে দাবি করা হয়েছে, সেটিও বাস্তবসম্মত নয় বলে মন্তব্য করেন তিনি।

নিজের বক্তব্য প্রমাণ করতে মুখ্যমন্ত্রী জানান, তাঁর দল মাত্র ২৪ ঘণ্টার মধ্যে অনলাইনে প্রায় ৪০ হাজার টাকা খরচ করে তাঁর স্ত্রীর নামে দুটি সংস্থা তৈরি করে দেখিয়েছে, কীভাবে সহজেই ভুয়ো সংস্থা তৈরি করা সম্ভব।

তিনি আরও দাবি করেন, একইভাবে কংগ্রেস সাংসদ গৌরব গগৈ-এর নামেও একটি সংস্থা তৈরি করা হয়েছে উদাহরণ হিসেবে।

কংগ্রেস নেতৃত্বকে নিশানা করে শর্মা বলেন, ''প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তরুণ গগৈ-এর পুত্র এই পর্যায়ে নেমে আসবেন, তা ভাবিনি।''

তিনি অভিযোগ করেন, ভোটারদের বিভ্রান্ত করতে কংগ্রেস পরিকল্পিতভাবে এই ভুয়ো তথ্য ছড়াচ্ছে, তবে মানুষ উন্নয়ন ও কর্মসংস্থানের ভিত্তিতেই ভোট দেবে।

এছাড়া তিনি দাবি করেন, কংগ্রেসের ভেতরের দ্বন্দ্বের কারণেই পবন খেরাকে এই ভুয়ো নথি ব্যবহার করতে ''ব্যবহার'' করা হয়েছে।

'জাতি প্রথম' আদর্শে এগোচ্ছে বিজেপি: প্রতিষ্ঠা দিবসে বার্তা কর্নাটক বিজেপি সভাপতির

দাভানাগেরে, ৬ এপ্রিল (আইএএনএস) : কর্নাটক বিজেপি সভাপতি ও বিধায়ক বি.ওয়াই. বিজয়েন্দ্র সোমবার বলেছেন, লক্ষ লক্ষ কর্মীর নিরলস পরিশ্রমে ভারতীয় জনতা পার্টি আজ দেশ ও রাজ্যে অন্যতম বৃহত্তম রাজনৈতিক দলে পরিণত হয়েছে।

দাভানাগেরের দলীয় কার্যালয়ে প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে তিনি বলেন, "জাতি প্রথম" আদর্শকে সামনে রেখে এবং সমাজের শেষ মানুষের কাছে ন্যায় পৌঁছে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি নিয়ে বিজেপি সারা দেশে বিস্তার লাভ করেছে।

জাতীয় নেতৃত্বের প্রসঙ্গ তুলে তিনি জানান, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী-র দৃঢ় নেতৃত্বে দেশ এগিয়ে চলেছে। তাঁর কথায়, দেশের খাদ্য জোগানো কৃষক এবং সীমান্ত রক্ষাকারী সেনাউভয়েই সমান গুরুত্বপূর্ণ। প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষে সেনাদের সম্মান জানানো হয়েছে বলেও উল্লেখ করেন তিনি।

দলের ইতিহাস স্মরণ করে বিজয়েন্দ্র বলেন, প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী অটল বিহারী বাজপেয়ী এবং বর্ষীয়ান নেতা লালকৃষ্ণ আদবাণী-র অবদান বিজেপিকে শক্ত ভিত্তির উপর দাঁড় করিয়েছে। পাশাপাশি প্রাক্তন সাংসদ মল্লিকার্জুনাপ্পার অবদানও স্মরণ করার আহ্বান জানান তিনি।

কর্নাটকের প্রসঙ্গে তিনি বলেন, প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বি.এস. ইয়েদিয়ুরাপ্পা, প্রয়াত আনন্ত কুমার, ভি.এস. আচার্য-সহ বহু নেতা নিষ্ঠা ও ত্যাগের মাধ্যমে শহর থেকে গ্রাম পর্যন্ত দলকে বিস্তার করেছেন।

তিনি আরও বলেন, বহু প্রবীণ নেতা তাঁদের শরীর, মন ও সম্পদ উৎসর্গ করে দলকে আজকের অবস্থানে নিয়ে এসেছেন।

বিজয়েন্দ্র দাবি করেন, প্রধানমন্ত্রী মোদী ইতিমধ্যেই ২৫টিরও বেশি দেশের সর্বোচ্চ সম্মানে ভূষিত হয়েছেন, যা দেশের জন্য গর্বের বিষয়।

দলীয় কর্মীদের উদ্দেশে তিনি আহ্বান জানান, ঐক্যবদ্ধভাবে নিষ্ঠা ও অঙ্গীকার নিয়ে সংগঠনকে আরও শক্তিশালী করতে হবে।

অনুষ্ঠানে বিধান পরিষদের বিরোধী দলনেতা চালাভাদি নারায়ণস্বামী-সহ একাধিক বিধায়ক, প্রাক্তন বিধায়ক, মন্ত্রী এবং দলের নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

সুস্পষ্ট লক্ষ্য নিয়ে এগোচ্ছে বিজেপি: পবন কল্যাণ

অমরাবতী, ৬ এপ্রিল(আইএএনএস): জাতীয়তাবাদ, সেবা এবং মানুষের প্রতি অটল প্রতিশ্রুতির মূল আদর্শকে সামনে রেখে ভারতীয় জনতা পার্টি সুস্পষ্ট লক্ষ্য ও দৃঢ় উদ্দেশ্য নিয়ে তার যাত্রা অব্যাহত রেখেছেএমনটাই মন্তব্য করলেন অন্ধ্রপ্রদেশের উপমুখ্যমন্ত্রী পবন কল্যাণ।

জনসেনা পার্টি-র নেতা সোমবার বিজেপির ৪৭তম প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষে শুভেচ্ছা জানান। একটি সামাজিক মাধ্যমে পোস্ট করে তিনি প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী, দলের জাতীয় সভাপতি নিতিন নবীন, কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ, রাজ্য বিজেপি সভাপতি পিভিএন মাধব-সহ সকল নেতা ও কর্মীদের শুভেচ্ছা জানান।

পবন কল্যাণ বলেন, প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী অটল বিহারী বাজপেয়ী এবং বর্ষীয়ান নেতা লালকৃষ্ণ আদবাণী-র দূরদর্শী নেতৃত্বে অনুপ্রাণিত হয়ে এবং প্রধানমন্ত্রী মোদীর দৃঢ় নেতৃত্বে শক্তিশালী হয়ে বিজেপি আজ বিশ্বের বৃহত্তম রাজনৈতিক সংগঠন হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছে।

তিনি আরও বলেন, বিজেপির নেতৃত্বাধীন এনডিএ সরকার কঠিন সময়েও দৃঢ় প্রশাসন ও কার্যকর নীতির মাধ্যমে দেশের উন্নয়নের পথে স্থায়ী প্রভাব ফেলেছে।

'বিকশিত ভারত'-এর স্বপ্ন বাস্তবায়নের পথে বিজেপি আরও এগিয়ে যাক এবং দেশকে আরও উন্নতি, সমৃদ্ধি ও বৈশ্বিক নেতৃত্বের দিকে নিয়ে যাকএই কামনাও করেন তিনি।

এদিকে, কেন্দ্রীয় কয়লা ও খনি মন্ত্রী জি. কিষাণ রেড্ডি দলের ৪৭তম প্রতিষ্ঠা দিবসে বিজেপি পরিবারের সকল সদস্যকে শুভেচ্ছা জানান। তিনি বলেন, প্রতিষ্ঠাতা সদস্য এবং অসংখ্য কর্মীর নিঃস্বার্থ ত্যাগ ও নিষ্ঠা দলকে শক্তিশালী করেছে।

হায়দরাবাদের কাচিগুড়ায় নিজের বাসভবনে বিজেপির পতাকা উত্তোলন করেন কিষাণ রেড্ডি।

অন্যদিকে, কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী বন্দি সঞ্জয় কুমার-ও দলের কর্মীদের শুভেচ্ছা জানিয়ে বলেন, ''যে সমস্ত কর্মী কঠোর পরিশ্রম, ত্যাগ ও অঙ্গীকারের মাধ্যমে এই সংগঠনকে শক্তিশালী করেছেন, তাঁদের প্রতি শ্রদ্ধা।''

তিনি আরও বলেন, প্রধানমন্ত্রী মোদীর নেতৃত্বে বিজেপি 'বিকশিত ভারত' ও 'আত্মনির্ভর ভারত'-এর লক্ষ্যে দৃঢ়ভাবে এগিয়ে চলেছে।

তিনি আরও বলেন, বিজেপির নেতৃত্বাধীন এনডিএ সরকার কঠিন সময়েও দৃঢ় প্রশাসন ও কার্যকর নীতির মাধ্যমে দেশের উন্নয়নের পথে
তিনি আরও বলেন, প্রধানমন্ত্রী মোদীর নেতৃত্বে বিজেপি 'বিকশিত ভারত' ও 'আত্মনির্ভর ভারত'-এর লক্ষ্যে দৃঢ়ভাবে এগিয়ে চলেছে।

বকেয়া সহ ১২ দফা দাবিতে গণ-ডেপুটেশনে জুটমিল যৌথ আন্দোলন কমিটি। ছবি নিজস্ব।

হরেকরকম ○ হরেকরকম ○ হরেকরকম

শরীরচর্চা সেরা রচনা

শরীরচর্চা হল যেকোন শারীরিক কার্যক্রম বা শারীরিক ব্যায়াম যা আমাদের দেহের সুস্থতা রক্ষা এবং অনাক্রম্যতা বৃদ্ধিতে সহায়ক। সুস্থ থাকার ক্ষেত্রে শরীরচর্চার বিশেষ ভূমিকা রয়েছে, তা যুগ যুগ ধরে বার বার প্রমাণিত হয়ে এসেছে। হাজার হাজার বছর পূর্ব সময় থেকেই মানবসভ্যতার মধ্যে শরীরচর্চার প্রভাব লক্ষ্য করা যাচ্ছে, যা আজও বর্তমান। আজ এই প্রতিবেদনের মাধ্যমে আমরা শরীরচর্চার বিভিন্ন দিক সম্পর্কে আলোচনা করবো।

শরীরচর্চা কী?

শরীরচর্চা বলতে আমরা সাধারণত যেকোনো শারীরিক সক্রিয়তাকে বুঝি যা শরীরের প্রত্যেক অঙ্গপ্রত্যঙ্গের তথা আমাদের সার্বিক স্বাস্থ্যের উপযুক্ততা বৃদ্ধি করে। আমাদের সুস্বাস্থ্য বজায় রাখার ক্ষেত্রে এর কার্যকর অবদান রয়েছে; যেমন- পেশির শক্তি বৃদ্ধি করা, শারীরিক বলিষ্ঠতা এবং সহনশীলতাকে তীক্ষ্ণ করে তোলা, দৈহিক ওজনের সঠিক পরিমাপ বজায় রাখা তথা শারীরিক ভারসাম্য রক্ষা এবং মনে আনন্দ প্রদান করা ইত্যাদি। এক কথায় বলতে গেলে শরীরচর্চা আমাদের শরীরের বাহ্যিক এবং অভ্যন্তরীণ প্রতিটি অঙ্গপ্রত্যঙ্গকে ক্রমশ গতিশীল করে তোলে, যার ফলে দেহের সকল প্রকার জড়তা থেকে আমরা শরীরকে মুক্ত এবং সুস্থ সবল রাখতে পারি।

শরীরচর্চার প্রকারভেদ- শরীরচর্চা বিভিন্ন প্রকার ভেদ রয়েছে। কেউ কেউ খুব সাধারণ ভাবে শরীরচর্চা করে থাকেন, যেমন হাঁটা, দৌড়ানো, লাপ-ঝাঁপ দেয়া, সাঁতার কাটা, দৌড় খেলা, ব্যায়াম করা এবং যোগ ব্যায়াম করা। আবার অনেকে ফুটবল, লন টেনিস, ক্রিকেট, টেবিল টেনিস, হকি, ব্যাডমিন্টন এবং কাবাডি প্রমুখ খেলাধুলার মধ্য দিয়ে উন্নতমানের শরীরচর্চা করে থাকেন।

শরীর চর্চার উপযুক্ত সময়- শরীরচর্চা এবং ব্যায়ামের উপযুক্ত সময় রয়েছে, সঠিক সময়ে সঠিক শরীরচর্চা পদ্ধতি আপনার সুস্বাস্থ্য বজায় রাখার ক্ষেত্রে উপযোগী। আমাদের মধ্যে প্রায় সকলেই এই বিষয়ে অবগত যে, সকাল এবং বিকাল হল শরীর চর্চার উপযুক্ত সময়। তাছাড়া স্নান করার সময় কিছুক্ষণ সাঁতার দেওয়া উপযুক্ত। ঘুম থেকে ওঠার পর যোগ ব্যায়াম করার উপযুক্ত সময়। ঘুম থেকে উঠে সকালে হাঁটা, এবং বিকেল থেকে সন্ধ্যার সময়কালে হাঁটা বা খেলাধুলা করা স্বাস্থের পক্ষে উপযোগী।

শারীরিক সুস্থতায় শরীরচর্চার প্রভাব- শারীরিক সুস্থতার প্রধান উপায় হলো ব্যায়াম এর মাধ্যমে শরীরচর্চা। ব্যায়াম ছাড়া কোনো মানুষ শারীরিকভাবে সর্বদা সুস্থ থাকতে পারেন না। ব্যায়াম তথা খেলাধুলা শুধুমাত্র দৈহিক বৃদ্ধি ঘটায় যে তা না, আমাদের মনেরও উন্নতি সাধন করে; কারণ, মন ছাড়া দেহ একা কখনো চলতে পারে না।

দেহ হল মনের আধার, তাই শরীরচর্চার মাধ্যমে দেহের সকল অঙ্গপ্রত্যঙ্গের উন্নতি হওয়ার মধ্য দিয়ে মনের উন্নতিও হয়। আমদের মন কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্রের মাধ্যমে কাজ করে অর্থাৎ মস্তিষ্ক দ্বারা সবকিছু পরিচালিত হয়, আর মানবদেহের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ অংশ হল মস্তিষ্ক। আমাদের দেহের বিভিন্ন অঙ্গের মধ্যে পারস্পরিক সমন্বয় না থাকলে আমাদের দেহ অচল হয়ে পড়ে এবং কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্রের প্রভাবে কাজের সমন্বয় সাধন ঘটে। আর ব্যায়াম এসকল অঙ্গের সুষম উন্নতি সাধন করে।

রোগ প্রতিরোধে শরীরচর্চার প্রভাব- সুস্থ থাকতে হলে শুধু স্বাস্থ্যকর খাবার নয় বরং নিয়মিত শরীরচর্চারও প্রয়োজন। শরীরচর্চা আমাদের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি করে এবং নানা রকম শারীরিক সমস্যা থেকে রেহাই পেতে সাহায্য করে। নিয়মিত শরীরচর্চা উচ্চ রক্তচাপ, সংবহন তন্ত্রের জটিলতা, ডায়াবেটিস, হৃদরোগ, ক্যান্সার ইত্যাদির মতো নানাবিধ জটিল রোগব্যাধি প্রতিরোধ করে।

প্রতিদিন কিছু সময় হাঁটলে বা দৌড়ালে কিংবা অন্য পদ্ধতিতে শরীরচর্চা করলে রক্তচাপ বৃদ্ধির আশঙ্কা কম হয়, কোলেসট্রল নিয়ন্ত্রণে থাকে; যার ফলে আমাদের রক্তনালিতে কোনোভাবেই চর্বির পুরু আস্তরন জমতে পারে না, এভাবে হৃদরোগে আক্রান্ত হওয়ার ঝুঁকি কমে যায়। অন্যদিকে শরীরচর্চা হাড়ের ক্ষয়ও রোধ করে এবং ক্যান্সারের সম্ভাবনা থেকেও আমাদের দূরে রাখে।

শরীরচর্চার প্রভাবে মস্তিষ্ক থেকে ভিন্ন ভিন্ন রাসায়নিক পদার্থ নির্গত হয় এবং এই রাসায়নিক পদার্থগুলো আমাদের মনকে প্রফুল্ল রাখতে কার্যকরী ভূমিকা পালন করে। এমনকি শারীরিক ও মানসিক প্রশান্তির পাশাপাশি রাসায়নিকগুলো চেহারায় লাবণ্যও বৃদ্ধি করে। নিত্য ব্যায়াম এবং শরীরচর্চা করার ফলে আমাদের দেহের প্রতিটি কোষে ভালো পরিমাণে অক্সিজেন এবং পুষ্টি সরবরাহ হয় এবং এভাবেই হৃদযন্ত্র এবং রক্তনালিও সচলভাবে কাজ করে, যা আমাদের কর্মস্পৃহা বাড়ায় এবং কাজে-কর্ম ও লেখাপড়ায় মনোসংযোগ বৃদ্ধি করে বিভিন্ন কারণে শরীরচর্চা জরুরী, যেমন- মাংসপেশী ও সংবহন তন্ত্র সবল করা, শারীরিক ওজন নিয়ন্ত্রণ করা, ক্রীড়া-নৈপুন্য বৃদ্ধি করা, ইত্যাদি। অন্যদিকে যারা ঘুমের সমস্যায় ভোগেন, তাদের জন্য ব্যায়াম অত্যন্ত উপকারি। ব্যায়ামের অভ্যাস যেমন অনিদ্রার সমস্যা দূর করে, তেমনি অতি নিদ্রাও হ্রাস পায়। সুতরাং নিয়মিত শরীরচর্চার মধ্য দিয়ে ঘুমের সকল রকম সমস্যা থেকে মুক্তি পাওয়া যায়।

শরীরচর্চার উপায়- শরীরচর্চার করার ক্ষেত্রে মানব মনের সচেতন প্রয়াস অত্যন্ত জরুরি বিষয়। আমাদের পরিপূর্ণ সুস্থতার জন্য শরীরের বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ অঙ্গপ্রত্যঙ্গের সক্রিয়তা সমানভাবে থাকা জরুরি। শৈশবকাল থেকেই আমাদের সকলকে মুক্ত পরিবেশে খেলাধুলা এবং নানান রকম ব্যায়ামের অনুশীলনের মধ্য দিয়ে শরীরচর্চার প্রতি আগ্রহী করে তোলা হয় এবং এভাবেই সকলের স্বাস্থ্য-সচেতনতা গড়ে তুলা উচিত, কারণ শরীরচর্চার অন্যতম উপায় হল যোগব্যায়াম।

প্রায় ৫ হাজার বছর পূর্বে দ্রাবিড় সাধকরা এই যগে-ব্যায়াম উদ্ভাবন করেছিলেন, দেহের অভ্যন্তরীণ অঙ্গপ্রত্যঙ্গের কার্যক্ষমতা গতিশীল রাখা এবং শরীরকে সুস্থ ভাবে কর্মোপযোগী করে তোলা ছিল এই উদ্ভাবনের মূল লক্ষ্য। তাছাড়া আজকাল স্বাস্থ্যবিজ্ঞানে যোগব্যায়ামের সাফল্য অনস্বীকার্য। অন্যদিকে যোগব্যায়াম সহ নানা রকম খেলাধুলাও শরীরচর্চার করার পক্ষে বিশেষ হিতকর বলে মনে করা হয়। কিন্তু একটা বিষয়ের দিকে লক্ষ রাখতে হবে যে, অনিয়মিত ব্যায়াম শরীরের পক্ষে ক্ষতিকর। তাই নিয়মিত ব্যায়াম এবং পরিমিত তথা পর্য্যাপ্ত খাদ্যগ্রহণই হল শরীরকে সুস্থ রাখার সঠিক উপায়।

শরীরচর্চা উপভোগ করা কেন জরুরী - আজকাল জিমে গিয়ে শরীরচর্চা করা একটা ট্রেন্ডে পরিণত হয়ে গেছে। নতুন নতুন জিমে যোগদান করা মানুষের কাছে মেশিনের মাধ্যমে শরীরচর্চা করাটা শুধুই মেদ ঝরানোর একটি উপায়মাত্র। কিন্তু সত্যি কথা বলতে গেলে শরীরচর্চা শুধুমাত্র মেদ ঝরায় যে তা না, বরং আমাদের মনকেও সুস্থ রাখে, তবে যদি আমরা এই শরীরচর্চা উপভোগ করি তবেই এর সঠিক ফল পাওয়া যায়।

কিন্তু বেশির ভাগ মানুষই জিমকে মেদ ঝরানোর কারখানা বলে মনে করেন, সেহেতু তারা শরীরচর্চাকে পুরোপুরি উপভোগ করতে পারেন না, আর কোনোও কাজ যখন উপভোগ করার চেয়ে প্রয়োজন মনে করে করা হবে, তখন সেই কাজের পূর্ণ সুবিধা পাওয়াও যেন অসম্ভব হয়ে পড়ে। তাই জোর করে জিমে না গিয়ে বরং হাঁটুন, সাইক্লিং করুন কিংবা দৌড়ান। শরীরচর্চা উপভোগ করতে পারলেই এর দ্রুত উপকারও পাওয়াও সম্ভব হবে।

শরীরচর্চায় বৈচিত্র্য - একই খাবার প্রতিদিন খেতে কি আপনার ভালো লাগে? নিশ্চয়ই লাগে না। ঠিক তেমনই প্রতিদিন একই ধরনের শরীরচর্চা করতেও ভালো লাগার কথা না। কোনো দিন যদি জিমে বেশি ঘাম ঝরিয়ে থাকেন তবে পরের দিন এমন কোনোও শরীরচর্চা করুন, যার ফলে আপনার শরীরের ওপর তেমন চাপ না পড়ে। ঘুরে ফিরে সকল রকম শরীরচর্চা করতে পারলে শরীরও যেমন ভালো থাকবে, তেমনভাবেই শরীরচর্চার ওপরেও কোনো বিরক্তি ভাব আসবে না।

উপসংহার-আমরা সকলেই জানি যে স্বাস্থ্য আমাদের অমূল্য সম্পদ। তাই স্বাস্থ্য ঠিক রাখতে হলে নিয়মিত শরীর চর্চা করা জরুরি, কারণ শরীর যদি ঠিক না থাকে তবে মনও ঠিক থাকবে না এবং মন দিয়ে কোনও কাজ করা যাবে না। তাই স্বাস্থ্যসেবা প্রদানকারীরা শারীরিক ব্যায়াম বা শরীরচর্চাকে সুস্থ থাকার চাবিকাঠি বলে দাবি করেন। এজন্য বলা হয় যে শরীরের সামগ্রিক সুস্থতা রক্ষার্থে শরীরচর্চার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে।

ডাবের জলের ছয় উপকারিতা

ঋতু বদলের এই সময়টায় রোগ খুব দ্রুত ছড়ায় মানব দেহে। তাই এই সময়ে শরীরের প্রতি বাড়তি নজর রাখা জরুরি। বাইরে বের হওয়ার আগে সাথে অবশ্যই জল রাখুন। সেই সাথে মাঝেমধ্যে ডাবের জল পান করুন। কারন এর রয়েছে অনেক পুষ্টি ও স্বাস্থ্য উপকারিতা। এটি অত্যন্ত উপকারী ও পার্শ প্রতিক্রিয়া বিহীন একটি প্রাকৃতিক পানীয়। চলুন জেনে নেই এর বিভিন্ন উপকারিতা সম্পর্কে।

কিডনির সুরক্ষায়ডাবের জলের অসাধারণ স্বাস্থ্যোপকারিতাগুলোর একটা হলো কিডনিতে পাথর জমতে বাঁধা দেওয়া। স্ফটিকজাতীয় পদার্থের উপস্থিতির ফলে কিডনিতে পাথর হওয়ার মতো ঝুঁকিপূর্ণ স্বাস্থ্য সমস্যা দেখা দেয়। এই যাওয়া অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। গবেষণায় দেখা গেছে যে ডাবের জল কিডনি থেকে এই স্ফটিকজাতীয় পদার্থ মূত্রত্যাগের মাধ্যমে দেহের বাইরে বের করে দিতে যথেষ্ট কার্যকর ভুমিকা রাখে।

রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণ করে প্রাকৃতিক পুষ্টিগুণ শরীরের রক্ত চলাচল স্বাভাবিক ও রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণ করে ডাবের জল। ফলে হৃদঝুঁকি অনেকাংশে কমে যায়। পাশাপাশি অন্যান্য কার্ডিওভাসকুলার বিষয়গুলোকে নিয়ন্ত্রণ করে। এছাড়া ডাবের জল শরীরের ভেতরে অতিরিক্ত সুগার লেভেলকেও নিয়ন্ত্রয়ে আনতে ভুমিকা রাখে।

রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধিতে ডাবের জলের মধ্যে কিছু এন্টি ব্যাকটেরিয়াল ও এন্টি ভাইরাল উপাদান থাকায় এই জল ব্যকটেরিয়া ও ভাইরাস মারতে অনেক কার্যকরী ভুমিকা রাখে। তাই প্রত্যেক দিন খাবারসহ অন্যান্য মাধ্যমে আমাদের শরীরে যেসব ব্যাকটেরিয়া ও ভাইরাস প্রবেশ করে সেগুলো মারার জন্য এক গ্লাস ডাবের জল খাওয়া যেতে পারে। হজম শক্তি বৃদ্ধি ও বদহজম দূর ডাবের জল কাজ করে হজম সমস্যা সমাধানে। হজম শক্তি বৃদ্ধিসহ বদহজম দূর হয় ডাবের জল। ডাবের জল গ্যাসট্রিক , আলসার , কোলাইটিস , ডিসেন্টি এবং পাইলসের সমস্যা দূরীকরণেও সাহায্য করে।

ওজন কমাতে ডাবের জলের চমতকার ভুমিকা রয়েছে ওজন কমাতে। এতে কোনো চর্বি বা কোলেস্টেরল থাকে না ও এতে চিনির পরিমাণও অল্প থাকায় নিশ্চিন্তে পান করা যায় যতটুকু ইচ্ছা। এছাড়াও চর্বি ধ্বংস করতেও সাহায্য করে ডাবের জল। প্রচুর পরিমাণে খনিজ উপাদান থাকায় বাড়ন্ত শিশু থেকে শুরু করে বৃদ্ধ পর্যন্ত সবাই উপকারী এই ডাবের জল পান করতে পারেন। ডাবের জল যথেষ্ট ভুমিকা রাখে তারুণ্য ধরে রাখতে। ত্বক সুন্দর রাখতে ডাবের জল ত্বকের জন্যও খুবই উপকারী। প্রায় ৯৪ শতাংশই জল থাকে একটি ডাবে। এই জল সাহায্য করে ত্বকের সৌন্দর্য রক্ষা সহ পুরো দেহের শিরা-উপশিরায় সঠিকভাবে রক্ত চলাচল করতে। ডাবের জল বেশি পান করলে কিডনির কাজ করতে সুবিধা হয়, দেহে অক্সিজেন সমৃদ্ধ রক্তের সরবরাহ বাড়ে। ফলে ত্বকসহ প্রতিটি অঙ্গে পৌঁছায় বিশুদ্ধ রক্ত এবং পুরো দেহ সতেজ ও শক্তিশালীহয়ে ওঠে। তবে যেকোনো খাবার নিয়মিত খাওয়ার আগে আপনাকে বুঝতে হবে শরীরের অবস্থা। প্রয়োজনে চিকিতসকের পরামর্শ নিয়ে নিন।

বাড়ির স্বল্প জায়গার মধ্যে করুন কালোজিরে চাষ

রান্নার অন্যতম উপাদান মশলা। এখন মশলা চাষ করে শীতকালে ভাল আয় করার সুযোগ রয়েছে। বাঙালির হেঁশেলে মশলার অন্যতম উপাদান কালোজিরে। এর নিজস্ব গন্ধ খাবারের স্বাদ আনতে পারে। সুবাস মন ভারায়। শুধু খাবারের মশলা হিসেবে নয়, কালোজিরের গন্ধে পোকামাকড় দূরে থাকে। জামাকাপড় সংরক্ষণে তাই অনেকে একটি ব্যবহার করেন। আবার সর্দিজ্বর সারাতেও কালোজিরে কাজে দেয়। মৌমাছি, বোলতা, বিছে কামড় দিলে ক্ষতস্থানে কালোজিরে বেঁটে লাগালে উপশম দেয়। কালোজিরে চাষ করে বাল আয়েরও সুযোগ রয়েছে। মূলত শীতকালীন ফসল এটি। অক্টোবরের শেষ থেকে নভেম্বরের ১৫ তারিখ পর্যন্ত কালোজিরের বীজ বোনোর উপযুক্ত সময়। ভাল করে চাষ দিয়ে জমি তৈরি করতে হবে। মাটির সমান করে নিতে হবে। আল দিয়ে ১.৫ মিটার বাই ৫ মিটার মাপের প্লট করে নিতে হবে। দুইটি প্লটের মাঝে ৩০ থেকে ০ সেমি ৪০ সেমি নালা রাখতে হবে সে বা নিকাশির জন্য। প্রতি একরে ৩ কেজি বীজরে প্রয়োজন। বীজ বোনার আগের দিন জলে ভিজিয়ে নিয়ে জল ঝরিয়ে নিতে হবে। তাতে অঙ্কুরদোগম তাড়াতাড়ি হয়। বীজ বোনার আগে কেজি প্রতি ৩ গ্রাম হিসেবে এগ্রোসান জি-এন বা সেরেসান দিয়ে বীজ শোধন করে নিতে হবে। উন্নত জাত হিসেবে এনএস-৪৪, এনএস-৩২ প্রভৃতি চাষ করা যেতে পারে। জমি তৈরির সময় প্রতি একরে ৬-৮ টন গোবর সার মাটির সঙ্গে মিশিয়ে দিতে হবে। এছাড়া জমি তৈরির সময় ১০ কেজি ইউরিয়া, ৪০ কোজি ইউরিয়া চাপান সার হিসেবে দিতে হবে। এই সময় গাছ ৫ সেমি লম্বা হয়। গাছ থেকে গাছের দূরত্ব ৭-৮ সেমি রেখে বাকি চারা তুলে দিতে হবে। ৫০-৬০ দিনের মাথায় দ্বিতীয়বার নিড়ানি দিয়ে আগাছা সাফ করতে হবে। বীজ বোনার ৩-৪ দিনের মধ্যে হালকা সেচ দিতে হয়। প্রথম নিড়ানির পর দ্বিতীয় সেচ ও গাছে ফুল আসার মুখে অর্থাৎ ৮০-৮৫ দিনের মাথায় সেচ দিতে হবে। কাটুই পোকা গাছের প্রচণ্ড ক্ষতি করতে পারে। চাষের সময় মাটিতে সার প্রয়োগ করলে উপকার মেলে। ফল ছিদ্রকারী পোকা ফল আসার সময় ক্ষতি করে। পোকার লার্ভা বা শুককীট গাছের ক্ষতি করে। বাড়ন্ত ফলের গা ফুটো করে দেয়। ফলের নরম অংশ খেয়ে ফেলে। পোকা দেখা দিলে গাছে প্রতি লিটারে ৩-৪ গ্রাম হিসেবে অথবা নুভাক্রন প্রতি লিটারে ১.৫ মিলি হিসেবে ৭-১০ দিন অন্তর দুইবার স্প্রে করতে হবে। গাছের যেকোনও অবস্থায় ছত্রাকজনিত ঢলে পড়া রোগ দেখা দিতে পারে। রোগ লাগা গাছ আচমকা শুকিয়ে মারা যায়। রোগ দমনে বীজ বোনার আগে ক্যাপটান বা ব্যাভিসটিন প্রতি কেজি বীজের সঙ্গে দুই গ্রাম পরিমাণ মিশিয়ে শোধন করে নিতে হবে। ধসা রোগের আক্রমণে গাছের পাতায় গাঢ় রঙের দাঘ দেখা দেয়। শেষে গাছের পাতা ও কান্ড শুকিয়ে কুঁকড়ে যায়। মেঘলা ও ভেজা আবহাওয়ায় এই রোগের প্রকোপ বেশি। আক্রান্ত গাছে ডাইথেন এম-৪৫ প্রতি লিটারে দুই গ্রাম হিসেবে স্প্রে করতে হবে। ১০-১২ দিনের মাথায় আবার স্প্রে করতে হবে। গাছ ও ফলের রঙ হলদে হতে শুরু করলে গোড়া-সহ গাছ তুলে নিতে হবে। গাছের ফলগুলি ভিতর দিকে রেখে গাদা করে ৭ থেকে ১০ দিন জাঁক দিতে হবে। পরে গাছ ছড়িয়ে রোদে শুকিয়ে নিতে হবে। শুকনো গাছ পিটিয়ে বা মাড়াই করে কালোজিরে সংগ্রহ করে নিতে হবে। প্রতি একরে ৪০০ থেকে ৫০০ কেজি বীজ পাওয়া সম্ভব। তার জন্য উন্নত পদ্ধতিতে চাষ করতে হবে। সতর্কতা নিতে হবে ও সঠিক নজরদারি রাখতে হবে।

আনারস খাওয়ার কি উপকারিতা

মৌসুমী ফল আনারস। অসংখ্য গুণে গুনান্বিত এই ফলটি। প্রতিবছরের এই সময়টায় বাজারে ভরে যায় ছোট-বড় আনারসে। এই ফল যেমন শরীরে জলের চাহিদা মেটায়, তেমনি বাড়তি পুষ্টিগুণ পেতে কোন জুড়ি নেই। মোটামুটি দেশের বিভিন্ন জেলাতে চাষ হয় আনারস। গ্রীস্মের সময় খুবই জনাপ্রিয় একটা ফল হিসেবে পরিচিত আমাদের দেশে। ভিটামিন সি থাকার কারণে আনারস সর্দি, কাশির উপশম হিসেবে খাওয়া যেতে পারে। চলুন জেনে নেই আনারসের কিছু উপকারিতা সম্পর্কে।

রক্ত জমাটে বাধা দেয়

এই ফল দেহের রক্ত জমাট বাঁধতে বাধা দেয়। ফলে শিরা ধমনির দেয়ালে রক্ত না জমার জন্য সারা শরীরে সঠিকভাবে রক্ত যেতে পারে। হৃদপিণ্ড আমাদের শরীরে অক্সিজেনযুক্ত রক্ত সরবরাহ করে। আনারস রক্ত পরিষ্কার করে হৃদপিণ্ডকে কাজ করতে সাহায্য করে। চোখের স্বাস্থ্য রক্ষায় অনেক গবেষণায় দেখা যায়, আনারসের ম্যাকুলার ডিগ্রেডেশন হওয়া থেকে আমাদের রক্ষা করে। আমাদের চোখের রোটিনা নষ্ট করে দেয় এবং আমরা ধীরে ধীরে অন্ধ হয়ে যায় এই রোগটির কারণে। আনারসে রয়েছে বেটা ক্যারোটিন তাই এটি প্রতিদিন খেলে চোখের রোগ হওয়ার সম্ভবনা ৩০ শতাংশ কমে যায়। এতে সুস্থ থাকে আমাদের চোখ।

হজমশক্তি বাড়ায় আমাদের হজমশক্তি বৃদ্ধি করতে বেশ কার্যকর আনরস। এতে রয়েছে ব্রোমেলিন, যা আমাদের হজমশক্তিকে উন্নত করতে সাহায্য করে। বদহজম বা হজমজনিত যেকোন সমস্যা থেকে মুক্তি পেতে প্রতিদিন এটা খাওয়া অত্যন্ত জরুরি।

হাড় গঠনে সাহায্য করে প্রচুর পরিমাণে ক্যালসিয়াম ও ম্যাঙ্গানিজ রয়েছে আনারসে। ক্যালসিয়াম হাড়ের গঠনে বেশ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে এবং ম্যাঙ্গনিজ হাড়কে করে তোলে মজবুত। প্রতিদিনের খাদ্য তালিকায় পরিমিত আনারস রাখলে হাড়ের সমস্যা জনিত যেকোন রোগ প্রতিরোধ করা সম্ভব।

দাঁত ও মাড়ি সুরক্ষায় আনারসের রয়েছে প্রচুর পরিমানের ক্যালসিয়াম যা দাতের সুরক্ষায় গুরুত্বপূর্ন রাখে। মাড়ির যে কোন সমস্যা সমাধান করতে বেশ কার্যকর ভূমিকা পালন করে। প্রতিদিন আনারস খেলে দাতে জীবাণুর আক্রমণ কম হয় এবং দাত ঠিক থাকে।

পুষ্টির অভার দূর করে পুষ্টির বড় একটি উৎস আনারস। এতে রয়েছে প্রচুর পরিমাণে ভিটামিন-এ এবং সি, ক্যালসিয়াম, পটাশিয়াম ও ফসফরাস। আমাদের দেহের পুষ্টির অভাব পূরণ করতে কার্যকরী ভূমিকা পালন করে এসব উপাদান।

ওজন নিয়ন্ত্রণ করে শুনতে অবাক লাগলেও আনারস আমাদের ওজন কমাতে সাহায্য করে। কারণ আনারসে প্রচুর ফাইবার এবং অনেক কম ফ্যাট রয়েছে। কাচা আনারস বা সালাদ হিসেবে এর ব্যবহার অথবা আনারসের জুস অনেক বেশি স্বাস্থ্যকর। লিভার ও অন্ত্র ব্রমেলিন অ্যান্টি প্যারিসটিক। আনারস নিয়মিত খেলে লিভার ও অন্ত্রের উপকার হয়।

লাল মুক্তঝুরি ফুলের চাষ

লাল মুক্তঝুরি ভারত উপমহাদেশীয় উদ্ভিদ। অন্য নাম মুক্তবর্ষী। তবে অঞ্চলভেদে আমাদের দেশে এ ফুলকে অনেকে মালা ফুল নামে চিনেন, এর কারণ ফুটন্ত ফুল দেখতে মালার মতো দেখায় বলে। এটি আন্তর্জাতিক পরিমন্ডলে অপধযুঢ়যধ নামে পরিচিত। হিন্দিতে একে কুপ্পী বলে অভিহিত করা হয়। ভারত উপমহাদেশের সমতল ভূমিতে লাল মুক্তঝুরি গাছের দেখা পাওয়া যায়। তাছাড়া আমাদের দেশেও রয়েছে এ ফুলের ব্যাপক বিস্তৃত। বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের বাগান, খোলা মাঠ, রাস্তার ধার, পতিত জমি, বন-জঙ্গলের ধার, পাহাড়ি এলাকা এবং বাড়ির আশপাশে এর দেখা মেলে। এ ফুলের ক্ষেত্রে বেশি পরিচর্যা ও যত্ন প্রয়োজন হয় না। তাছাড়া এর রোগবালাই আক্রমণ কম হয়। প্রায় সব ধরনের মাটি ও রৌদ্রোজ্জ্বল থেকে হাল্কা ছায়াযুক্ত স্থান এবং ভেজা থেকে স্যাঁতসেঁতে স্থানেও এ ফুল গাছ জন্মে। গাছের গড় উচ্চতা ৭৫ সেন্টিমিটার হয়ে থাকে। গাছের শাখা-প্রশাখা ছড়ানো। এর কান্ড ও শাখা-প্রশাখা খুব বেশি শক্তমানের নয়। এর ডিম্বাকৃতির পাতা লম্বায় ৩ থেকে ৮ সেন্টিমিটার হয়ে থাকে, রং সবুজ, কিনারা করাতের মতো খাঁজ কাটা ও শিরা-উপশিরা স্পষ্ট। লক্ষণীয় বিষয় পাতার চেয়ে পাতার বোঁটা লম্বা। পত্র কক্ষ থেকে লম্বা মঞ্জুরিতে ফুল ধরে এবং ফুল নিচ দিকে ঝুলে থাকে। এর মঞ্জুরি লম্বায় প্রায় ১৫ থেকে ২০ সেন্টিমিটার হয়ে থাকে। রং টকটকে লাল। ফুল ফোটার মরশুম প্রধানত গ্রীষ্ম ও বর্ষা। তবে প্রায় সারা বছরই ফুল ফুটে। ফুল গন্ধহীন। ফুল ফুটন্ত মুক্তঝুরি গাছের সৌন্দর্য মনোরম। ফুল শেষে গাছে বীজ হয়। বীজ আকারে ক্ষুদ্রাকৃতির। বীজের মাধ্যমে বংশ বিস্তার করা হয়। মুক্তঝুরির রয়েছে ভেষজ নানা রকম গুণাগুণ। এর পাতা, শিকড়, মূল ভেষজ চিকিৎসায় ব্যবহৃত হয়। এর গাছে যখন ফুল ফোটে তখন ওষুধের কাজে লাগানোর উপযুক্ত হয়। ব্রঙ্কাইটিস, হাঁপানি, নিউমনিয়া, কোষ্ঠকাঠিন্য, বদহজম,ত্বকের ফোঁড়া সারাতে এবং বাত ব্যথায় বেশ উপকারী।

ঝাড়খণ্ডে মাওবাদী আইইডি বিস্ফোরণে গুরুতর জখম সিআরপিএফ জওয়ান রাঁচিতে এয়ারলিফট

চাইবাসা/রাঁচি, ৬ এপ্রিল(আইএএনএস): ঝাড়খণ্ডের পশ্চিম সিংভূম জেলার ঘন জঙ্গলাঞ্চল সারান্ডা বন-এ মাওবাদীদের পাতা আইইডি বিস্ফোরণে এক সেন্ট্রাল রিজার্ভ পুলিশ ফোর্স (সিআরপিএফ) জওয়ান গুরুতর জখম হয়েছেন। সোমবার চলা অ্যান্টি-নকশাল অভিযানের সময় এই ঘটনা ঘটে বলে জানা গেছে।

পুলিশ সূত্রে খবর, চাইবাসা অঞ্চলে জঙ্গলে লুকিয়ে থাকা মাওবাদীদের খোঁজে তল্লাশি চালাচ্ছিল নিরাপত্তা বাহিনী। সেই সময় এক জওয়ান বনপথে পাতা প্রেশার-অ্যাক্টিভেটেড আইইডির ওপর পা রাখতেই তীব্র বিস্ফোরণ ঘটে।

গুরুতর জখম জওয়ানকে দ্রুত উদ্ধার করে এয়ারলিফটের মাধ্যমে রাঁচি-তে নিয়ে যাওয়া হয় এবং একটি বিশেষায়িত হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। অধিকারিকরা জানিয়েছেন, সারান্ডা জঙ্গলে অভিযান এখনও চলছে এবং মাঝে মাঝে নিরাপত্তা বাহিনী ও মাওবাদীদের মধ্যে সংঘর্ষের খবর মিলছে। ঘন জঙ্গল এলাকায় আইইডি শনাক্ত করা কঠিন হওয়ায় এটি বড় চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

গোয়েন্দা তথ্য অনুযায়ী, সাম্প্রতিক সময়ে বড়সড় ক্ষতির মুখে পড়ার পর মাওবাদীরা প্রতিশোধ নিতে বনপথ ও যাতায়াতের রাস্তায় বিপুল সংখ্যক আইইডি পেতে রেখেছে। চলতি বছরের জানুয়ারিতে একটি বড় অভিযানে ১৭ জন মাওবাদী নিহত হয়েছিল, যা সংগঠনের জন্য বড় ধাক্কা ছিল।

ফেব্রুয়ারি থেকে মার্চের মধ্যে সারান্ডা অঞ্চলে অন্তত তিনটি বড় আইইডি বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটেছে। এতে এক সাধারণ মানুষের মৃত্যু হয়েছে এবং কোবরা ব্যাটালিয়ন-এর দুই জওয়ান জখম হন।

এর আগে ১ মার্চ একই এলাকায় কম্বিং অপারেশনের সময় কোবরা ইউনিটের অ্যাসিস্ট্যান্ট কমান্ড্যান্ট অজয় মল্লিক গুরুতর জখম হন।

সোমবারের বিস্ফোরণের পর চাইবাসা ও সংলগ্ন নকশালপ্রবণ এলাকায় হাই অ্যালার্ট জারি করা হয়েছে। লুকিয়ে থাকা বিস্ফোরক চিহ্নিত ও নিষ্ক্রিয় করতে নিরাপত্তা বাহিনী তল্লাশি অভিযান, রুট স্যানিটাইজেশন এবং এলাকা দখল কার্যক্রম আরও জোরদার করেছে। অধিকারিকরা জানিয়েছেন, মাওবাদীদের কার্যক্ষমতা ভেঙে দিতে অভিযান চলবে, তবে একই সঙ্গে বাহিনীর ক্ষয়ক্ষতি কমানোর দিকেও বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে।

ভারত-জাপান বিজ্ঞান সহযোগিতা আন্তর্জাতিক সম্পর্কের অন্যতম স্তম্ভ: জিতেন্দ্র সিং

নয়াদিল্লি/টোকিও, ৬ এপ্রিল(আইএএনএস): ভারত ও জাপানের মধ্যে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি সহযোগিতা আন্তর্জাতিক সম্পর্কের অন্যতম শক্তিশালী স্তম্ভএমনটাই মন্তব্য করলেন কেন্দ্রীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি প্রতিমন্ত্রী জিতেন্দ্র সিং। টোকিওতে ভারতীয় দূতাবাস-এ আয়োজিত 'ইন্ডিয়া-জাপান বিজ্ঞান, প্রযুক্তি ও উদ্ভাবন বিনিময় বর্ষ'-এর সমাপনী অনুষ্ঠানে ভার্চুয়াল মাধ্যমে বক্তব্য রাখতে গিয়ে তিনি এই মন্তব্য করেন।

তিনি বলেন, দুই দেশের মধ্যে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি ক্ষেত্রে ৪০ বছরের দীর্ঘ সহযোগিতা আজ আরও দৃঢ় ভিত্তির উপর দাঁড়িয়ে আছে। ভারত-জাপান সম্পর্কের এই দিকটি আন্তর্জাতিক বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি সহযোগিতার ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ স্তম্ভ হিসেবে কাজ করছে।

ভারতের উদ্ভাবন শক্তির প্রসঙ্গ তুলে জিতেন্দ্র সিং জানান, গবেষণা ও উন্নয়নের ক্ষেত্রে একাডেমিয়া, গবেষণা প্রতিষ্ঠান, উদ্যোক্তাসবাই মিলেই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। পাশাপাশি নারী ও তরুণ বিজ্ঞানীদের অংশগ্রহণও বাড়ছে।

তিনি উল্লেখ করেন, ২০২৫ সালের ৫ জুন নয়াদিল্লিতে অনুষ্ঠিত ভারত-জাপান যৌথ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি কমিটির ১১তম বৈঠকে একাধিক নতুন উদ্যোগের সূচনা হয়েছে।

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী-র জাপান সফরের সময় স্বাক্ষরিত যৌথ বিবৃতির কথাও তুলে ধরেন তিনি, যা দুই দেশের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি সম্পর্ককে আরও জোরদার করবে।

এছাড়া ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অব মেডিক্যাল রিসার্চ এবং জাপান এজেন্সি ফর মেডিক্যাল রিসার্চ অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট-এর মধ্যে নতুন সহযোগিতা চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে বলেও জানান তিনি।

মহাকাশ গবেষণার ক্ষেত্রেও সহযোগিতার কথা তুলে ধরে তিনি বলেন, ইসরো এবং জাক্সা যৌথভাবে 'লুপেক্স' প্রকল্পের মাধ্যমে চাঁদে অবতরণের লক্ষ্যে কাজ করছে।

তিনি আরও জানান, জাপানের সুকুবায় স্থাপিত 'ইন্ডিয়ান বিমলাইন' অত্যাধুনিক গবেষণায় সহায়তা করছে এবং ২০২৫ সালে শিমানে বিশ্ববিদ্যালয়ে সি. ভি. রমন-এর আবক্ষ মূর্তি উন্মোচন একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা।

ভবিষ্যতের দিকনির্দেশনা প্রসঙ্গে জিতেন্দ্র সিং বলেন, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা, মেশিন লার্নিং, কোয়ান্টাম প্রযুক্তি ও মহাকাশ গবেষণার মতো ক্ষেত্রে দুই দেশের সহযোগিতা আরও গভীর হবে। তিনি জোর দিয়ে বলেন, জাপানের প্রযুক্তি এবং ভারতের প্রতিভার সমন্বয় বিশ্বব্যাপী নানা চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেবে।

শেষে তিনি এই অনুষ্ঠান সফলভাবে আয়োজন করার জন্য টোকিওস্থিত ভারতীয় দূতাবাসকে অভিনন্দন জানান।

মুখ্যমন্ত্রী

● প্রথম পাতার পর

নির্বাচনী সমাবেশে উপস্থিত থেকে একথা বলেন মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডাঃ মানিক সাহা।

সভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ সাহা বলেন, ১৯৮০ সালে প্রাক্তন প্রয়াত প্রধানমন্ত্রী অটল বিহারী বাজপেয়ীর হাত ধরে ভারতীয় জনতা পার্টি প্রতিষ্ঠিত হয়। দুজন মাত্র সাংসদ ছিলেন। এনিয়ে অনেকে হাসাহাসি করতেন। আর আজ পার্টির গ্রাফ ক্রমশ ঊর্ধ্বমুখী হচ্ছে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির নেতৃত্বে তিনবারের মতো ভারতীয় জনতা পার্টি নেতৃত্বাধীন এনডিএ সরকার ক্ষমতায় রয়েছে। আর এবার ২০২৬ এর এডিসি নির্বাচন শুধু একটা সামান্য নির্বাচন নয়। এটা একটা ইতিহাস তৈরি করতে যাচ্ছে। এবারই প্রথমবারের মতো এডিসির ২৮টি আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে যাচ্ছে ভারতীয় জনতা পার্টি। এবার এডিসির মধ্যে ইতিহাস তৈরি করতে যাচ্ছেন আপনারা। আমাদের ভারতীয় জনতা পার্টি প্রথমে দেশ ও রাজ্যের কথা চিন্তা করে। তারপর পার্টি, তারপর নিজের কথা চিন্তা করে।

সভায় বক্তব্যে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, এডিসিকে নিয়ে এত বছর ধরে শুধু রাজনীতি হয়েছে। এর প্রভাব হিসেবে রাজ্য বিধানসভায় ২০টা আসন থেকে গনা শুরু করতো কমিউনিস্টরা। দুর্নীতির ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসেডর" সিপিএমের ক্যাডাররা আগে টাকার বিছানায় শুয়ে থাকতো। যারা আগে বিধানসভায় ২০টি সিট থেকে গনা শুরু করতো, আজ তারা পাহাড়ে শূন্যের কোটায়। তাদের কাছে ২০ ছিল কনফার্ম। কিন্তু এবার অন্যরকম হবে। আমি যেখানে যাই সেখানেই মানুষ ভারতীয় জনতা পার্টিতে যোগদান করতে চাইছেন। আমরা চাই না কোন জায়গায় দুর্নীতির আশ্রয় নেওয়া হোক। কিন্তু কমিউনিস্টরা সেসব করে করে অভ্যস্ত। দীর্ঘ প্রায় ৩৫ বছর রাজত্ব করেছিল তারা। মাঝখানে ৫ বছর জোট আমল এসেছিল। মানুষ তাদের অনেক সুযোগ দিয়েছে। কমিউনিস্টদের সন্ত্রাস, দুর্নীতি, কেলেঙ্কারি থেকে মুক্তি চেয়েছিল মানুষ। আমরা সবাই জানি কিভাবে কমিউনিস্টরা রাজ্যে ক্ষমতায় আসে। লুটপাট করা আর মানুষের মধ্যে বিভাজন তৈরি করা ছিল তাদের লক্ষ্য। মালিকের সাথে শ্রমিক, জনজাতির সঙ্গে বাঙালি, সংখ্যালঘুদের সঙ্গে বিভাজন করাই ছিল তাদের নীতি। এই বিভাজনের মাধ্যমে এতদিন তারা সরকার চালিয়েছিল।

প্রধান বক্তা হিসেবে সমাবেশে মুখ্যমন্ত্রী আহ্বান রাখেন যে ৩ নং দশদা-কাঞ্চনপুর কেন্দ্রে ভারতীয় জনতা পার্টি মনোনীত প্রার্থী শৈলেন্দ্র নাথকে আগামী ১২ তারিখ এডিসি নির্বাচনে বিপুল ভোটে জয়ী করবেন। তাঁর মতো একজন সজ্জন ব্যক্তিকে প্রতিনিধি হিসেবে পাঠালে কাজের কাজ হবে। শৈলেন্দ্র বাবু কাঞ্চনপুরের উদ্বাস্তু বাঙালিদের সমস্যা নিয়ে প্রায় সময় আমার সঙ্গে কথা বলেন। তাঁর কথা মতো প্রয়োজনীয় কাগজপত্র নিয়ে আমি দিল্লিতে যশস্বী গৃহমন্ত্রী অমিত শাহের সঙ্গে কথা বলেছি। কেন্দ্রীয় গৃহমন্ত্রীর আশ্বাসের প্রেক্ষিতে আমি আশা করি আগামীদিনে এই সমস্যার একটা স্থায়ী সমাধান হবে।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, পশ্চিমবঙ্গে টিএমসি অর্থাৎ তৃণমূল কংগ্রেস। আর ত্রিপুরায় টিএমপি মানে তিপ্রা মথা পার্টি। এই দুই পার্টির মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। গতকালও আমাদের এক মন্ত্রীকে আক্রমণ করেছে। সেই সঙ্গে আমাদের এক প্রার্থীর মাথা ফাটিয়ে দেওয়া হয়েছে। তার মাথায় আঘাত লেগেছে। এডিসি নির্বাচনে আমাদের ২৮টি আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার ঘোষণা দেওয়ার পর থেকে এখন পর্যন্ত প্রায় ৪০টি জায়গায় শারীরিক আক্রমণ, বাড়িঘরে আক্রমণ সহ ইত্যাদি ঘটনা করা হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গেও একই অবস্থা। ড. শ্যামা প্রসাদ মুখার্জি না থাকলে আজকের পশ্চিমবঙ্গ তৈরি হতো না। সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে আজ পশ্চিমবঙ্গেও খুন, সন্ত্রাস, মারপিটের মতো ঘটনা। কিন্তু এবার পশ্চিমবঙ্গে তৃণমূল কংগ্রেস চলে যাবে। সমাবেশে উপস্থিত ছিলেন বিধায়ক যাদব লাল নাথ, উত্তর জেলা সভাপতি কাজল কুমার দাস, প্রার্থী শৈলেন্দ্র নাথ সহ ভারতীয় জনতা পার্টির বিভিন্ন স্তরের নেতৃত্ব।

মানিক সরকার

● প্রথম পাতার পর

কর্মী ও সমর্থক। লাল পতাকায় ছেয়ে যায় শহরের রাজপথ। প্রার্থী অমিতাভ দত্তের সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে পদযাত্রায় অংশ নেন মানিক সরকার।

মিছিলে আরও উপস্থিত ছিলেন সিপিআইএম জেলা সম্পাদক অভিজিৎ দে, কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য কৃষ্ণা রক্ষিত সহ রাজ্য ও জেলার শীর্ষ নেতৃত্বরা। শহরের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পথ পরিক্রমা করে র‍্যালিটি শেষ হয় ধর্মনগর কালীদিঘির উত্তর পাড়ে আয়োজিত এক জনসভায়।

উক্ত সভায় সভাপতিত্ব করেন জেলা সম্পাদক অভিজিৎ দে। প্রধান বক্তা হিসেবে বক্তব্য রাখতে গিয়ে মানিক সরকার কেন্দ্র ও রাজ্যের বিজেপি সরকারের তীব্র সমালোচনা করেন।

এদিন মিছিলটি শহরের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পথ পরিক্রমা করে কালীদিঘির উত্তর পাড়ে গিয়ে শেষ হয়। সেখানে আয়োজিত হয় এক পথসভা। এই কর্মসূচিতে প্রধান বক্তা হিসেবে উপস্থিত ছিলেন প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মানিক সরকার। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন নারী নেত্রী কৃষ্ণা রক্ষিত,যুবনেতা অমল চক্রবর্তী,প্রার্থী অমিতাভ দত্ত,জেলা সম্পাদক অভিজিৎ দে,মহকুমা সম্পাদক রতন রায় সহ দলের বিধায়কবৃন্দ এবং জেলা,মহকুমা ও রাজ্য স্তরের নেতৃত্বরা।

বক্তব্য রাখতে গিয়ে মানিক সরকার রাজ্য ও দেশের বর্তমান পরিস্থিতি নিয়ে তীব্র সমালোচনা করেন। তিনি বলেন,বেকার সমস্যার হার রেকর্ড মাত্রায় পৌঁছেছে এবং রাজ্যে আইনের শাসন কার্যত তলানিতে ঠেকেছে। সরকারি দপ্তরে কর্মচারীর ঘাটতি রয়েছে বলেও তিনি অভিযোগ করেন।পাশাপাশি,থানায় সাধারণ মানুষের মামলা দায়ের করতেও নানা বাধার সম্মুখীন হতে হয় বলে দাবি করেন তিনি। এদিন তিনি বিজেপি সরকারের বিরুদ্ধেও সরব হন।

বর্তমান সরকারের নীতি ও শাসনব্যবস্থাকে কটাক্ষ করে তিনি ভোটারদের উদ্দেশে বামফ্রন্ট প্রার্থী অমিতাভ দত্তকে বিপুল ভোটে জয়ী করার আহ্বান জানান। উপনির্বাচনের দিন যত এগিয়ে আসছে, ততই উত্তপ্ত হয়ে উঠছে রাজনৈতিক পরিবেশ। এখন দেখার, প্রচারের এই জোরদার লড়াই ভোটবাক্সে কতটা প্রভাব ফেলতে পারে।

মন্ত্রী রতন

● প্রথম পাতার পর

কারণ তারা উন্নয়নের জন্য কাজ করে না। তবে বিজেপি একমাত্র দল যা জনজাতিদের প্রকৃত উন্নয়ন ও অগ্রগতির জন্য নিবেদিত।

মন্ত্রী বলেন, কংগ্রেস ১৪১ বছর আগে গঠিত হয়েছিল এবং এর সদস্য সংখ্যা ২ কোটি ৫০ লক্ষ। চীনের কমিউনিস্ট পার্টি ১০৫ বছর আগে প্রতিষ্ঠিত এবং এর সদস্য সংখ্যা ৯কোটি ৮ লক্ষ , আর বিজেপি মাত্র ৪৬ বছর আগে গঠিত এবং এরই মধ্যে সদস্য সংখ্যা ১৪ কোটি। যা পৃথিবীর কোনও রাজনৈতিক দলের এত বিশাল সদস্য সংখ্যা নেই।

তিনি জানান বিজেপির বর্তমানে লোকসভায় ২৪০ সাংসদ , এনডিএসহ ২৯৩ সাংসদ, এবং রাজ্যসভায় ১০৬ সাংসদ, এনডিএসহ ১৪১ সাংসদ রয়েছে। দেশে মোট ৪১২৬ বিধায়ক রয়েছেন, যার মধ্যে বিজেপির ১৪৫০ এবং এনডিএসহ ২৩১৫ বিধায়ক। দেশে ২০ টি রাজ্যে বিজেপি জোট পরিচালিত সরকার আছে এরমধ্যে ১৫ টা রাজ্যে সরাসরি বিজেপি শাসিত সরকার পরিচালনা করছে, যেমন গোয়া, আসাম, রাজস্থান, ওড়িশা, উত্তরপ্রদেশ, অরুণাচল প্রদেশ, ত্রিপুরা, মণিপুর ইত্যাদি। সকল সম্প্রদায় এবং সকল ধর্মের মানুষ ভোট দেয় বিজেপিকে, কারণ দলের স্লোগান হলো সবকাঁ সাথ, সবকাঁ বিকাশ।মন্ত্রী জানান, ওয়াকিনগরে ৭৬৩ পরিবারের মধ্যে ৪১৮ টি সরকারি ঘর ৭.৫ বছরে দেওয়া হয়েছে; ৪৫৩ পরিবার বিনামূল্যে চাল পেয়েছে; ৩৬২ জন সামাজিক পেনশন পেয়েছেন, এবং সামাজিক পেনশনও বৃদ্ধি করা হয়েছে। ৪১৩ টি পরিবার পাইপ লাইনে পানীয় জল পেয়েছে এবং ৯৬ জন লাখপতি দিদি হয়েছেন।তিনি বলেন এখন আর জনজাতিরা আঞ্চলিক দলকে সমর্থন করে না। কারণ তারা দীর্ঘস্থায়ী হয় না। তারা উন্নয়নের দিকে মনোনিবেশ করে না। বিজেপি জনজাতিদের প্রতি যথাযথ সম্মান দেখিয়েছে। গত ৭.৫ বছরে ১১ জন পদ্মশ্রী পেয়েছেন, যার মধ্যে ৯ জন জনজাতি। এ সব সম্ভব হয়েছে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর কারণে। পূর্বের সরকার থাকলেও, কেন মহারাজার মূর্তিস্থাপন করা হয়নি? কেন বিমানবন্দর মহারাজা বির বিক্রমের নামে নামকরণ করা হয়নি? বিজেপি মহারাজার জন্মদিনে ছুটি ঘোষণা করেছে। এই সরকার জনজাতি জনগণের কল্যাণে কাজ করছে। জনজাতি এলাকায় একাধিক প্রকল্প চলছে। তৎকালীন সিপিএম এবং কংগ্রেস, যারা আগে রাজ্য শাসন করেছিল, তারা জনজাতিদের সরকারি সুযোগ থেকে বঞ্চিত করেছিল।তিনি বলেন জনজাতি এলাকায় ইদানীং মানুষ বিজেপির মুখী হচ্ছে। তারা বহু আঞ্চলিক পার্টি দেখেছে কিন্তু সেগুলো স্থায়ী কিছু দেখা যায়নি। আমাদের উদ্দেশ্য স্পষ্ট সবকা সাথে, সবকা বিকাশ। আমরা মানুষের জন্য বিনামূল্যে চাল, বাড়ি, সড়কসহ নানা সুযোগ-সুবিধা প্রদান করেছি।

জোর

● প্রথম পাতার পর

ভৌগোলিক নৈকট্যকে কাজে লাগিয়ে ভারত-বাংলাদেশের সম্পর্ককে আরও শক্তিশালী করা প্রয়োজন। এর জন্য অর্থনৈতিক ও সংযোগ অবকাঠামো উন্নয়নের পাশাপাশি সাংস্কৃতিক ও জনগণের মধ্যে যোগাযোগ বাড়ানোর উপর গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। তিনি আরও জানান, পারস্পরিক স্বার্থ ও পারস্পরিক লাভের ভিত্তিতে বাংলাদেশ সরকার ও জনগণের সঙ্গে ইতিবাচক, গঠনমূলক এবং ভবিষ্যতমুখী সম্পর্ক গড়ে তুলতে ভারত প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

NOTICE INVITING TENDER

The Medical Superintendent & Head of Department, AGMC & GBP Hospital, Agartala invites e-Tender from Original Equipment Manufacturers/Authorized Dealer for "Procurement of CLIA (Automatic Chemiluminescence Immunoassay Analyzer) for use in the dept. of Transfusion Medicine & Blood Centre, Agartala Government Medical College & GBP Hospital, Agartala." subject to certain terms & conditions through E- Procurement website of Government of Tripura, https://tripuratenders.gov.in (NIT also should publish in AGMC website https://agmc.ac.in). The Tender fee (non-refundable) and Earnest money (Refundable) are to be paid electronically over the online payment facility provided in the portal, any time before bid submission end date using either of the supported payment modes like net banking / debit card / credit card. Last date of submission is up to 2.4./..0.4../ 2026

The other details related e-Tender can be seen and obtained from the website http://tripuratenders.gov.in

Corrigendum/Addendum, if any, will be published only on the above website.

ICA/C-25/26

Medical Superintendent (H.O.D.)
AGMC & GBP Hospital, Agartala.

জরুরি নির্বাচনী বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা আসন্ন ত্রিপুরা স্বশাসিত এলাকা জেলা পরিষদ নির্বাচনে ১৫-জিরানীয়া (তপঃ উপজাতি) ও ১৬-মান্দাই নগর-পুলিনপুর তেপঃ উপজাতি) সংরক্ষিত আসনে নির্বাচনের জন্য জিরানীয়া মহকুমা শাসক অফিসে একটি কন্ট্রোল রুম খোলা হয়েছে।

এই কন্ট্রোল রুমটি ভোট গ্রহনের দিনের ৭২(বাহাত্তর) ঘন্টা পূর্ব থেকে অর্থাৎ ০৯-০৪-২০২৬ ইং থেকে শুরু করে নির্বাচন প্রক্রিয়া সম্পন্ন হওয়া পর্যন্ত দিনরাত ২৪ ঘন্টা (২৪X৭) সচল থাকবে।

কন্ট্রোল রুম নাম্বার :- ৬০৩৩২৪০৭৯০
কন্ট্রোল রুম ইনচার্জঃ- পুজইতা সরকার, ডিসিএম
ধন্যবাদান্তে
সাক্ষর অস্পষ্ট
রিটার্নিং অফিসার
(মহকুমা শাসক)
১৫-জিরানীয়া (তপঃ উপজাতি) এবং
১৬-মান্দাই নগর-পুলিনপুর(তপঃ উপজাতি) সংরক্ষিত আসন
জিরানীয়া, পশ্চিম ত্রিপুরা

ICA/D-26/26

বীরজিৎ

● প্রথম পাতার পর

কাজও শেষ হয় কিছু দিন আগে। এর মধ্যে কাজ শেষ হয়ে যখন উদ্বোধনের অপেক্ষায় ঠিক তখন পুর পরিষদের মৌখিক নির্দেশে ভেঙে নিয়ে যায় কিছু যুবক। জনগণের ট্যাক্সের টাকার এধরনের অপব্যবহারে এবার সরব হয়েছেন কৈলাসহরের বিধায়ক বিরজিৎ সিনহা। তিনি জানান পুর কর্তৃপক্ষ কয়েকদিনের মধ্যে যদি গোটা বিষয় নিয়ে থানায় মামলা না করে তবে জনস্বার্থে তিনি মামলা করবেন।

হকার্সকর্নারের এক ব্যবসায়ীর কাছে জানতে চাইলে তিনি বলেন,এখান থেকে কিছু যুবক এই জিনিসপত্র গুলি নিয়ে গেছে, প্রকাশ্যে দিনের বেলায়। আমরা তখন এই বিষয়ে জানতে চাইলে তারা কিছু না বলেই সমস্ত কিছু ভেঙে নিয়ে যায় ।যখন ভেঙে নিয়ে যায় তখন তারা প্রায় ৪/৫ টি গাড়ি নিয়ে আসে। কারা এসব করেছে তাদের ধরে আইনত পদক্ষেপ নেওয়া প্রয়োজন।

মোদি

● প্রথম পাতার পর

দিয়ে তিনি হিমাচল প্রদেশ-এর কথা উল্লেখ করেন। তাঁর অভিযোগ, নির্বাচনের আগে বড় বড় প্রতিশ্রুতি দিলেও পরে তা পূরণ করতে ব্যর্থ হয়েছে কংগ্রেস সরকার এবং সরকারি কর্মীদের বেতন পর্যন্ত কমানো হয়েছে।

প্রধানমন্ত্রী আরও বলেন, এই ঘটনাগুলি কংগ্রেসের কাজের ধরনকে স্পষ্ট করে, যেখানে ভোটের প্রতিশ্রুতি বাস্তবে প্রতিফলিত হয় না।

অনুপ্রবেশের বিষয়েও কংগ্রেসকে আক্রমণ করে মোদী বলেন, "কংগ্রেস অনুপ্রবেশকে প্রশ্রয় দিয়েছে, যার ফলে অসমের স্বদেশি মানুষের জমি দখল হয়েছে।"

এর বিপরীতে বিজেপি সরকার অবৈধ দখলদার ও অনুপ্রবেশকারীদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নিচ্ছে এবং স্থানীয় মানুষের অধিকার রক্ষায় কাজ করছে বলে দাবি করেন তিনি।

তিনি আরও অভিযোগ করেন, অনুপ্রবেশের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিলেই কংগ্রেস তার বিরোধিতা করে এবং অনুপ্রবেশকারীদের পক্ষ নেয়।

শেষে অসমের ভোটারদের সতর্ক থাকার আহ্বান জানিয়ে মোদী বলেন, উন্নয়ন, স্থিতিশীলতা ও মানুষের কল্যাণ নিশ্চিত করতে বিজেপির উপর আস্থা রাখা উচিত।

প্রদ্যোতের

● প্রথম পাতার পর

যদি নিজেদের সমাজকে ভালোবাসেন, তাহলে আইন নিজেদের হাতে তুলে নেওয়া উচিত নয়। তাঁর মতে, নির্বাচন প্রতি পাঁচ বছর অন্তর আসে কিন্তু সাময়িক উত্তেজনায় নিজেদের মধ্যে সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়লে জনজাতি সমাজে বিভাজন তৈরি হবে। এর ফলে সমাজের ঐক্য ক্ষতিগ্রস্ত হবে এবং তা অন্যদের কাছে হাসির খোরাক হয়ে দাঁড়াবে।

এদিম তিনি আরও বলেন, জনজাতিরা নিজেদের মধ্যে হিংসায় জড়িয়ে পড়লে তা একসময় তামাশায় পরিণত হবে। এই ধরনের ঘটনা রাজ্যের ভাবমূর্তি নষ্ট করে। তাঁর মতে, ভোটকে সামনে রেখে কোনও প্ররোচনায় পা না দিয়ে সবাইকে সংযম বজায় রাখতে হবে।তাঁর বার্তা, নির্বাচনের বাকি কয়েকটি দিন শান্তিপূর্ণ পরিবেশ বজায় রাখা অত্যন্ত জরুরি। ভোটের দিন যেন সাধারণ মানুষ নির্বিঘ্নে নিজেদের গণতান্ত্রিক অধিকার প্রয়োগ করতে পারেন, সেই বিষয়েও তিনি গুরুত্বারোপ করেন।

পূর্ব মহুরীপুর

● প্রথম পাতার পর

যদিও এই ঘটনায় কেউ আহত হননি, তবে কিছু সময়ের জন্য এলাকায় উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। পরিস্থিতি সামাল দিতে স্থানীয়ভাবে তৎপরতা নেওয়া হয় এবং পরে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আসে।

এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে রাজনৈতিক মহলে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। যদিও অপর পক্ষের তরফে এ বিষয়ে এখনো পর্যন্ত কোনো প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি।

প্রতিরক্ষামন্ত্রীর

● প্রথম পাতার পর

পাকিস্তানের উদ্দেশ্য হতে পারে। এদিকে, পাকিস্তানের প্রতিরক্ষামন্ত্রী খাজা আসিফ-এর কলকাতা নিয়ে হুমকির প্রসঙ্গে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী-র নীরবতা নিয়ে প্রশ্ন তুললেন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

নদিয়া জেলায় নির্বাচনী জনসভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে তিনি বলেন, "কীভাবে পাকিস্তানের একজন মন্ত্রী কলকাতাকে টার্গেট করার কথা বলেন? প্রধানমন্ত্রী যখন রবিবার এখানে এসেছিলেন, তখন কেন তিনি এ বিষয়ে কিছু বলেননি? কেন কঠোর পদক্ষেপের কথা বলা হল না?"

তিনি আরও বলেন, "এই বিষয়ে তদন্ত হওয়া উচিত। কেউ যদি কলকাতায় হামলার কথা বলে, তা মেনে নেওয়া হবে না।"

এদিন মুখ্যমন্ত্রী দলীয় কর্মীদের সতর্ক করে দেন গণনার দিন ৪ মে ভুয়ো প্রচারে বিভ্রান্ত না হতে। তাঁর দাবি, সকালে বিজেপি এগিয়ে থাকার ভুয়ো চিত্র তুলে ধরার চেষ্টা হতে পারে, তবে শেষ পর্যন্ত তৃণমূল কংগ্রেস-ই জয়ী হবে।

তিনি বলেন, "গণনা শেষ না হওয়া পর্যন্ত কেউ গণনা কেন্দ্র ছেড়ে যাবেন না।"

এছাড়া বর্ডার সিকিউরিটি ফোর্স-এর ডিজি প্রবীন কুমারের মন্তব্য নিয়েও আক্রমণ শানান তিনি। তাঁর অভিযোগ, মহিলাদের তল্লাশির প্রসঙ্গে যে কথা বলা হয়েছে, তা মেনে নেওয়া হবে না। ভোটারদের উদ্দেশে তিনি বলেন, প্রথমে ভোট দিন, তারপর অন্য কিছু। কোনও ইভিএম খারাপ হলে তা মেরামত নয়, বদলানোর দাবি জানানোর কথাও বলেন তিনি।

মহিলাদের উদ্দেশে তিনি আহ্বান জানান, ভোটারদের বাধা দেওয়ার চেষ্টা হলে রাস্তায় নেমে প্রতিবাদ করতে।

এছাড়া মুখ্যমন্ত্রী দাবি করেন, ভোটের আগে অন্য রাজ্য থেকে পশ্চিমবঙ্গে টাকা ও মাদক আনা হচ্ছে এবং এ বিষয়ে তাঁর কাছে প্রমাণ রয়েছে, যা সময়মতো প্রকাশ করা হবে।

সব মিলিয়ে, আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনের আগে রাজনৈতিক উত্তেজনা ক্রমশ বাড়ছে।

গর্জিতে বাসে গাঁজা পাচারের চেষ্টা ব্যর্থ দুই মহিলা সহ একাধিক আটক

আগরতলা, ৬ এপ্রিল: যাত্রীবাহী বাসে করে গাঁজা পাচারের চেষ্টা ব্যর্থ করল পুলিশ। গোপন সংবাদের ভিত্তিতে অভিযান চালিয়ে গর্জি ফাঁড়ির পুলিশ প্রায় ৫০ থেকে ৬০ কেজি গাঁজা উদ্ধার করেছে। এই ঘটনায় দুইজন মহিলা সহ একাধিক ব্যক্তিকে আটক করা হয়েছে।

পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, যাত্রী সেজে কয়েকজন মহিলা বাসে করে গাঁজা পাচারের চেষ্টা করছিল। বিষয়টি জানতে পেরে গর্জি এলাকায় নাকা চেকিং শুরু করে পুলিশ। সন্দেহজনক একটি বাসকে থামিয়ে তল্লাশি চালানো হলে বিপুল পরিমাণ শুকনো গাঁজা উদ্ধার হয়।

জোর কূটনৈতিক তৎপরতা

● প্রথম পাতার পর

নেদারল্যান্ডসের নেতাদের সঙ্গেও তিনি পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা করেছেন। একইভাবে পররাষ্ট্রমন্ত্রীও সংশ্লিষ্ট দেশগুলির সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ রেখে চলেছেন।

এই কূটনৈতিক উদ্যোগের ফলস্বরূপ, হরমুজ প্রণালী দিয়ে এলপিজি বোঝাই ৮টি ভারতীয় জাহাজের নিরাপদ যাতায়াত নিশ্চিত করা সম্ভব হয়েছে বলে জানানো হয়েছে। এছাড়া সংযুক্ত আরব আমিরাতের ফুজিরাহ বন্দর থেকে অপরিশোধিত তেল বহনকারী আরও একটি জাহাজ নিরাপদে ভারতে পৌঁছেছে।

সরকার আরও জানিয়েছে, সংঘাত শুরুর সময় পারস্য উপসাগরে ভারতের ২৪টি জাহাজ আটকে পড়েছিল, যেগুলোর হরমুজ প্রণালী অতিক্রম করা জরুরি ছিল। বর্তমানে সেই সংখ্যা কমে ১৬-তে দাঁড়িয়েছে। বাকি জাহাজগুলোর নিরাপদ যাতায়াত নিশ্চিত করতে সংশ্লিষ্ট দেশগুলির সঙ্গে নিবিড় সমন্বয় বজায় রাখা হচ্ছে।

কেন্দ্রের দাবি, দেশের জ্বালানি সরবরাহে কোনও বিঘ্ন না ঘটে, সেদিকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিয়ে প্রয়োজনীয় সব ধরনের পদক্ষেপ গ্রহণ করা হচ্ছে এবং ভবিষ্যতেও তা অব্যাহত থাকবে।

এই আটটি জাহাজ হল ত্ত ১. শিবালিক , এসওএইচ এর মাধ্যমে স্থানান্তরের তারিখ: ১৪ মার্চ, আগমন - ১৬ মার্চ, কার্গো (আনুমানিক মেট্রিক টন) - ৪৬,৩৮৭ মেট্রিক টন, আগমনের পোর্ট - মুন্দ্রা (গুজরাট)।

২. নন্দা দেবী , এসওএইচ এর মাধ্যমে স্থানান্তরের তারিখ: ১৪ মার্চ, আগমন - ১৭ মার্চ, কার্গো (আনুমানিক মেট্রিক টন) -৪৬,৩২৫ মেট্রিক টন, আগমনের পোর্ট - ভাদিনার (গুজরাট)।

৩. জগ বসন্ত, এসওএইচ এর মাধ্যমে স্থানান্তরের তারিখ: ২৪ মার্চ, আগমন - ২৭ মার্চ, কার্গো (আনুমানিক মেট্রিক টন) -৪৭,৬১২ মেট্রিক টন, আগমনের পোর্ট - কান্দলা (গুজরাট)।

৪. পাইন গ্যাস, এসওএইচ এর মাধ্যমে স্থানান্তরের তারিখ: ২৪ মার্চ, আগমন - ০২ এপ্রিল, কার্গো (আনুমানিক মেট্রিক টন) -৪৫,০০০ মেট্রিক টন, আগমনের পোর্ট - ভিজাগ পোর্ট।

৫. বি ডাব্লিউ টায়ার , এসওএইচ এর মাধ্যমে স্থানান্তরের তারিখ: ২৮ মার্চ, আগমন - ৩১ মার্চ, কার্গো (আনুমানিক মেট্রিক টন) - ৪৬৫০০ মেট্রিক টন, আগমনের পোর্ট - মুম্বাই।

৬. বি ডাব্লিউ ইএলএম, এসওএইচ এর মাধ্যমে স্থানান্তরের তারিখ: ২৪ মার্চ, আগমন - ০৪ এপ্রিল, কার্গো (আনুমানিক মেট্রিক টন) -৪৬৯০০ মেট্রিক টন, আগমনের পোর্ট - এন্নোর (তামিলনাড়ু)।

৭. গ্রিন সানভি , এসওএইচ এর মাধ্যমে স্থানান্তরের তারিখ: ৩ এপ্রিল, আগমন - ৭ এপ্রিল, কার্গো (আনুমানিক মেট্রিক টন) -৪৬৬০০ মেট্রিক টন, আগমনের পোর্ট - দাহেজ (গুজরাট)।

৮. গ্রিন আশা , এসওএইচ এর মাধ্যমে স্থানান্তরের তারিখ: ০৫ এপ্রিল, আগমন - ০৯ এপ্রিল, কার্গো (আনুমানিক মেট্রিক টন) -১৫,৪০০ মেট্রিক টন/এলপিজি, আগমনের পোর্ট - মুম্বাই।

হরমুজ প্রণালী অতিক্রমকালে জাহাজগুলোর ব্যবস্থাপনার পাশাপাশি, ভারতে অবস্থিত গন্তব্যগুলোর উদ্দেশ্যে যাত্রাপথেও জাহাজগুলোর নিরাপত্তা ও সুরক্ষা নিশ্চিত করেছে সরকার। "অপারেশন সংকল্প"-এর অংশ হিসেবে ২০১৯ সাল থেকে ওমান উপসাগর ও আরব সাগরে মোতায়েন থাকা ভারতীয় নৌবাহিনীর জাহাজগুলো জাহাজগুলোকে তাদের যাত্রাপথে এসকর্ট প্রদান করেছে।

ভোট কেন্দ্র ৫৫টি, ভোটার ৪৬,১৪২ জন

● প্রথম পাতার পর

অবজারভার কে হরিশ কুমার, আইএএস এর ফোন নম্বর হল ৯৪৪৮৫৪৯১৯৭, পুলিশ অবজারভার এস সতীশ বিনু আইপিএস- এর ফোন নম্বর হল ৮০৮৬৮১১১১১ এবং এক্সপেন্ডিচার অবজারভার ড. বীর দনেশ্বর তুকারাম, আইসিএএস, এর ফোন নম্বর হল ৮২৩৭৫৭১৬৬৭। প্রতিটি ভোটগ্রহণ কেন্দ্রেই পানীয় জল, বিদ্যুৎ সরবরাহ, র‍্যাম্প, শৌচালয়, ভোটারদের জন্য শেড তৈরী সুনিশ্চিত করা হয়েছে। ৭৫ জন মাইক্রো অবজারভার নিযুক্ত করা হয়েছে। তিনি জানান, ৭এপ্রিল থেকে ৯ এপ্রিল পর্যন্ত উত্তর ত্রিপুরা জেলায় ড্রাই ডে ঘোষণা করা হয়েছে।

৫৬-ধর্মনগর বিধানসভা কেন্দ্রের ভোটারদের জন্য ৯ এপ্রিল সরকারি ছুটির দিন হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে। ৭ এপ্রিল বিকেল ৫টার পর থেকে ভোট গ্রহণ শেষ না হওয়া পর্যন্ত কোন ধরণের সরব প্রচার করা যাবে না। আগামী ৯ এপ্রিল সকাল ৭টা থেকে ২৯ এপ্রিল সন্ধ্যা ৬টা ৩০ মিনিট পর্যন্ত কোন ধরণের এগজিট পোল প্রচার করা যাবে না। ভোট গ্রহণ শুরু হওয়ার ৪৮ ঘন্টা আগে এই বিধানসভা কেন্দ্র এলাকায় কোন ধরণের রাজনৈতিক কর্মসূচি পালন করা যাবে না। মুখ্যনির্বাচন আধিকারিক জানান, নির্বাচন কমিশনের নির্দেশিকা অনুযায়ী সচিত্র ভোটার পরিচয়পত্র ছাড়াও আরও ১২টি পরিচয়পত্র দেখিয়ে ভোটারগণ তাদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে পারবেন। এই পরিচয়পত্রগুলি হল আধার কার্ড, পেন কার্ড, ইউনিক ডিজঅ্যাবিলিটি আইডি কার্ড, কেন্দ্র সরকার। রাজ্য সরকার। পিএসইউ/পাবলিক লিমিটেড কোম্পানীতে কর্মরত কর্মচারিগণকে দেওয়া সচিত্র পরিচয়পত্র, ব্যাঙ্ক/পোষ্ট অফিসের ছবি সম্বলিত পাসবই, হেলথ ইনস্যুরেন্স স্মার্ট কার্ড (এম/ও লেবার/ আয়ুষ্মান ভারত হেলথ কার্ড) ড্রাইভিং লাইসেন্স, ইন্ডিয়ান পাসপোর্ট, ছবি সম্বলিত পেনশন ডকুমেন্ট, এমপি/এমএলএ/এমএলসি-দের দেওয়া পরিচয়পত্র, এমএনরেগা জবকার্ড এবং এনপিআর এর অধীনে আরজিআই-এর দেওয়া স্মার্ট কার্ড ।মুখ্যনির্বাচন আধিকারিক জানান, ভোট গ্রহণের দিন প্রতিটি ভোট কেন্দ্রে ওয়েবকাস্টিং করা হবে। দিব্যাঙ্গজন এবং ৮৫ বছর ঊর্দ প্রবীণ ভোটারদের জন্য ইতিমধ্যেই পোস্টাল ব্যালটে ভোট দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে। নির্বাচনের কাজে নিযুক্ত ১৬৯ জন ভোটকর্মী পোষ্টাল ব্যালটের মাধ্যমে তাদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করেছেন। ৯১ জন সার্ভিস ভোটারকে পোষ্টাল ব্যালট সরবরাহ করা হয়েছে। এগুলি পোষ্ট অফিসের মাধ্যমে গ্রহণ করা হবে। তাছাড়া ১৮৫ জন দিব্যাঙ্গজন এবং ৮৫ বছর ঊর্দ প্রবীণ ভোটার পোষ্টাল ব্যালটের মাধ্যমে তাদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করেছেন। তিনি জানান, ভোট গ্রহণের সময় ভোট কর্মীগণ তাদের মোবাইল ফোন পোলিং স্টেশনে জমা রাখতে পারবেন। ভোটারদের জন্য ২৪ ঘন্টা হেল্প লাইনের ব্যবস্থা করা হয়েছে। জেলা হেল্প লাইনের নম্বর হল ০৩৮২২-১৯৫০ এবং স্টেট হেল্প লাইনের নম্বর হল ১৮০০ ৩৪৫০ ১৯৫০। তাছাড়া ভোটারগণ ভোটার-সেট্রিক মোবাইল এপ্লিকেশন যেমন- ভোটার হেল্প লাইন, সি-ভিজিল, নো ইউর কেন্ডিডেট (কেওয়াইসি) এবং সক্ষম ইসিআই ব্যবহার করতে পারবেন। মুখ্যনির্বাচন আধিকারিক জানান, ভোট গ্রহণের জন্য ব্যাপক নিরাপত্তা ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। রাজ্যের ঐতিহ্য মেনে ৫৬-ধর্মনগর বিধানসভা কেন্দ্রের ভোটারদের ব্যাপক হারে তাদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করার জন্য মুখ্যনির্বাচন আধিকারিক আহ্বান জানিয়েছেন। সাংবাদিক সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন অতিরিক্ত মুখ্য নির্বাচন আধিকারিক উষাজেন মগ, ডেপুটি সিইও উৎপল চাকমা ও সুমন বণিক।

সোনামুড়ায় স্কুলের সামনে থেকে নাবালিকা ছাত্রী অপহরণের অভিযোগ, তদন্তে পুলিশ

নিজস্ব প্রতিনিধি, সোনামুড়া, ৬ এপ্রিল: সিপাহিজলা জেলার সোনামুড়ায় চাঞ্চল্যকর অপহরণের অভিযোগ সামনে এসেছে। সোনামুড়া গার্লস স্কুলের সামনে থেকে সপ্তম শ্রেণির এক ১৪ বছরের নাবালিকা ছাত্রীকে অপহরণ করে নিয়ে যাওয়া হয়েছে বলে অভিযোগ উঠেছে।

পরিবার সূত্রে জানা গেছে, সোমবার সকালে পরীক্ষায় অংশ নিতে বাড়ি থেকে বের হয় ওই ছাত্রী। অভিযোগ, স্কুলের সামনে পৌঁছানোর আগেই এক যুবক তাকে জোরপূর্বক তুলে নিয়ে যায়। অভিযুক্তের নাম সবুজ মিয়া বলে জানা গেছে। তার বাড়ি মেলাঘর থানার অন্তর্গত গ্রামতলি এলাকায়। অভিযুক্তের পিতার নাম মোকলেস মিয়া।

ঘটনার পর নাবালিকার বাবা ফোনে মেয়ের সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করলে অভিযুক্ত যুবক ফোনে জানায় যে, সে মেয়েটিকে নিয়ে গেছে। এই ঘটনার পর পরিবারে চরম উদ্বেগ ও আতঙ্কের সৃষ্টি হয়েছে।

এ ব্যাপারে সোনামুড়া থানায় একটি লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। অভিযোগের ভিত্তিতে পুলিশ ইতিমধ্যে তদন্ত শুরু করেছে এবং নাবালিকাকে উদ্ধারের চেষ্টা চালাচ্ছে।

তবে শেষ খবর পাওয়া পর্যন্ত অপহৃত নাবালিকা ছাত্রীকে এখনও উদ্ধার করা সম্ভব হয়নি। ঘটনাকে ঘিরে এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে এবং দ্রুত অভিযুক্তকে গ্রেফতার ও নাবালিকাকে নিরাপদে ফিরিয়ে আনার দাবি জানিয়েছেন স্থানীয়রা।

খোয়াইয়ে বিদ্যালয়ে চুরির ঘটনা, লক্ষাধিক টাকার সামগ্রী ও নগদ উধাও

নিজস্ব প্রতিনিধি, খোয়াই, ৬ এপ্রিল: খোয়াই জেলার শরৎচন্দ্র দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয়ে ফের চুরির ঘটনা ঘটেছে। রবিবার গভীর রাতে কোন এক সময় গ্রিল ভেঙে বিদ্যালয়ে ঢুকে পড়ে দুষ্কৃতীরা। এরপর একাধিক আলমারি ভেঙে বিদ্যালয়ের মূল্যবান সামগ্রী ও নগদ অর্থ নিয়ে চম্পট দেয় চোরের দল। প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে, প্রায় লক্ষাধিক টাকার ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে।

বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ সূত্রে জানা গেছে, রবিবার সকালে স্কুল খুলতে এসে এই চুরির ঘটনা সামনে আসে। এরপরই পুলিশকে খবর দেওয়া হয়। পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে তদন্ত শুরু করেছে।

এই ঘটনাকে ঘিরে শিক্ষা মহল ও স্থানীয়দের মধ্যে উদ্বেগ বাড়ছে। একাধিক বিদ্যালয়ে ধারাবাহিকভাবে চুরির ঘটনা সামনে আসায় নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিয়ে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে।

স্থানীয়দের অভিযোগ, একসময় বিদ্যালয়গুলোতে তেমন মূল্যবান সামগ্রী না থাকলেও নাইটগার্ডের ব্যবস্থা ছিল। কিন্তু বর্তমানে কম্পিউটার, ল্যাপটপসহ নানা মূল্যবান সামগ্রী থাকা সত্ত্বেও অধিকাংশ বিদ্যালয়ে রাতের নিরাপত্তার জন্য কোনও প্রহরী নেই।

এই প্রেক্ষিতে সচেতন মহল রাজ্য সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করে দ্রুত সব বিদ্যালয়ে নাইটগার্ড নিয়োগ এবং নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদারের দাবি জানিয়েছে।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ **(টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ **(পি বি এক্স), আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

"আমি পড়তে চাই" দারিদ্র্যের সঙ্গে লড়াই করে সাহায্যের আবেদন পঞ্চম শ্রেণির ছাত্রী নাসিমার

নিজস্ব প্রতিনিধি, সিপাহিজলা, ৬ এপ্রিল: সিপাহীজেলার জম্পুইজলা ব্লকের পাথালিয়া ঘাট ভিলেজের লুনথাইছড়া এলাকার এক পঞ্চম শ্রেণির ছাত্রী নাসিমা বেগম পড়াশোনা চালিয়ে যেতে সরকার, প্রশাসন ও সমাজের সহৃদয় মানুষের কাছে সাহায্যের আবেদন জানিয়েছে। তার আর্তি "আমি পড়তে চাই, আমি লেখাপড়া করতে চাই।"

জানা গেছে, নাসিমা বর্তমানে ওয়ারেংবাড়ি এস বি স্কুলে পঞ্চম শ্রেণিতে পড়াশোনা করছে। কিন্তু চরম আর্থিক অনটনের কারণে তার পড়াশোনা অনিশ্চিত হয়ে পড়েছে। পরিবারের একমাত্র উপার্জনক্ষম ব্যক্তি তার বাবা, যিনি একটি সড়ক দুর্ঘটনায় গুরুতরভাবে আহত হয়ে বর্তমানে শয্যাশায়ী। ফলে সংসারের দায়িত্ব এসে পড়েছে তার মায়ের ওপর, যিনি প্রতিদিন সকালে কাজে বেরিয়ে যান।

এই পরিস্থিতিতে স্কুলে যাওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় খরচ বহন করা পরিবারের পক্ষে অত্যন্ত কঠিন হয়ে দাঁড়িয়েছে। নাসিমার স্কুলে যাতায়াতের ভাড়া, খাতা-কলম, নোটবইসহ নিত্যপ্রয়োজনীয় শিক্ষাসামগ্রী জোগাড় করা সম্ভব হচ্ছে না। এছাড়াও, আর্থিক অসুবিধার কারণে সে কোনও প্রাইভেট শিক্ষকের সাহায্যও নিতে পারছে না।

তবুও পড়াশোনার প্রতি তার অদম্য আগ্রহ অটুট। প্রতিকূল পরিস্থিতির মধ্যেও সে পড়াশোনা চালিয়ে যেতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ।

তাই নিজের স্বপ্ন পূরণের আশায় সে সরকার, প্রশাসন এবং সমাজের সহৃদয় ব্যক্তিদের কাছে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেওয়ার আবেদন জানিয়েছে। নাসিমার এই আবেদন ইতিমধ্যেই স্থানীয় মহলে সহানুভূতির সঞ্চার করেছে। অনেকেই মনে করছেন, যথাযথ সহায়তা পেলে এই মেধাবী ছাত্রী তার পড়াশোনা চালিয়ে যেতে পারবে এবং ভবিষ্যতে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম হবে।

টাকারজলা-জম্পুইজলা এএডিসি কেন্দ্রে তিপ্রা মথার জোর প্রচার, বুথ অফিস উদ্বোধন

আগরতলা, ৬ এপ্রিল: আসন্ন টিটিএডিসি নির্বাচনকে সামনে রেখে টাকারজলা-জম্পুইজলা এএডিসি কেন্দ্রে তিপ্রা মথার প্রার্থী সুরজ দেববর্মা জোরকদমে প্রচার চালাচ্ছেন। তিনি নবসর্দার কামি এলাকার বিভিন্ন পাড়ায় বাড়ি বাড়ি গিয়ে জনসংযোগ করছেন।

রঙমালা, ডাইলা কুপরা, জম্পুই হাতি টিলা এবং কালিকান্তা এলাকায় গিয়ে সাধারণ মানুষের সঙ্গে সরাসরি কথা বলেন তিনি এবং তাদের সমস্যার কথা শোনেন। পাশাপাশি আসন্ন নির্বাচনে দলীয় প্রার্থীর পক্ষে সমর্থন চেয়ে প্রচার চালান।

অন্যদিকে, একই কেন্দ্রের ৮ নম্বর পোলিং স্টেশন এলাকায় একটি নতুন বুথ অফিসের উদ্বোধন করেন প্রার্থী সুরজ দেববর্মা। এদিনের অনুষ্ঠানে দলের কর্মী-সমর্থকরা উপস্থিত ছিলেন। বক্তব্য রাখতে গিয়ে দলীয় নেতৃত্ব সংগঠনকে আরও শক্তিশালী করার উপর জোর দেন এবং আসন্ন নির্বাচনে তিপ্রা মথার প্রার্থীদের জয়ী করতে সবাইকে একযোগে কাজ করার আহ্বান জানান।

ডেমছড়া-কাচুছড়া এডিসি কেন্দ্রে তিপ্রা মথার প্রচার জোরদার, যোগদান ৫ পরিবার

আগরতলা, ৬ এপ্রিল: আসন্ন টিটিএডিসি নির্বাচনকে সামনে রেখে তিপ্রা মথার প্রার্থী ধীরেন্দ্র দেববর্মাকে জয়ী করতে জোরকদমে প্রচার চালাচ্ছেন বিধায়ক পল ডাংশু। নিজের বিধানসভা এলাকার বিভিন্ন প্রার্থীর পক্ষে প্রচারে অংশ নেওয়ার পাশাপাশি তিনি এককভাবেও বিভিন্ন এলাকায় জনসংযোগ বাড়াচ্ছেন।

এরই অংশ হিসেবে ডেমছড়া-কাচুছড়া এডিসি কেন্দ্রের অন্তর্গত দক্ষিণ ধুমাচেরা ভিসির মাধন মোহন পাড়া এলাকায় একটি যোগদান কর্মসূচির আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বিধায়ক পল ডাংশুসহ দলীয় নেতৃত্ব।

এদিন বিভিন্ন রাজনৈতিক দল ত্যাগ করে মোট ৫টি পরিবারের ১৫ জন ভোটার তিপ্রা মথা দলে যোগদান করেন। নবাগতদের হাতে দলীয় পতাকা তুলে দিয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে দলে স্বাগত জানানো হয়।

সভায় বক্তারা বলেন, তিপ্রাসা জনগণের অধিকার ও উন্নয়নের স্বার্থে তিপ্রা মথা কাজ করে চলেছে এবং আসন্ন নির্বাচনে দলীয় প্রার্থীদের জয় নিশ্চিত করতে সবাইকে একজোট হয়ে কাজ করার আহ্বান জানান। দলীয় নেতৃত্বের দাবি, এ ধরনের যোগদান কর্মসূচি আগামী দিনেও অব্যাহত থাকবে এবং এতে তিপ্রা মথার সংগঠন আরও শক্তিশালী হবে।

এডিসি নির্বাচনকে ঘিরে তেলিয়ামুড়ায় তিপ্রা মথার বাইক র‍্যালি, যোগ দিল ১৬ ভোটার

নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ৬ এপ্রিল: আসন্ন ত্রিপুরা স্বশাসিত জেলা পরিষদ (এডিসি) নির্বাচনকে সামনে রেখে রাজ্যের রাজনৈতিক তৎপরতা ক্রমেই জোরদার হচ্ছে। তারই ধারাবাহিকতায় সোমবার তিপ্রা মথা দলের উদ্যোগে ১১ মহারানীপুর কেন্দ্রের মনোনীত প্রার্থী উৎপল দেববর্মার সমর্থনে এক বিশাল বাইক র‍্যালির আয়োজন করা হয়।

তেলিয়ামুড়া বড়মুড়া ইকোপার্ক সংলগ্ন এলাকা থেকে শুরু হয় এই র‍্যালি। প্রার্থী উৎপল দেববর্মা নিজে উপস্থিত থেকে দলীয় কর্মী-সমর্থকদের সঙ্গে র‍্যালিতে অংশগ্রহণ করেন। র‍্যালিটি ইকোপার্ক এলাকা থেকে তেলিয়ামুড়া বাজার, চাকমাঘাট, মুঙ্গিয়াকামী এবং ৪৩ মাইলসহ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ সড়ক পরিক্রমা করে। ফলে এলাকাজুড়ে ব্যাপক সাড়া পড়ে। এই কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন রামচন্দ্রঘাট কেন্দ্রের তিপ্রা মথা বিধায়ক রঞ্জিত দেববর্মা, ব্লক সভাপতি মহেন্দ্র দেববর্মা সহ দলের অন্যান্য নেতৃত্ব ও কর্মীরা। র‍্যালি চলাকালীন দলীয় কর্মীদের মধ্যে ছিল উৎসাহ ও উদ্দীপনা, এবং তারা বিভিন্ন স্লোগানের মাধ্যমে প্রার্থীর সমর্থনে প্রচার চালান।

এদিনের কর্মসূচির শুরুতেই একটি উল্লেখযোগ্য দলবদলের ঘটনাও সামনে আসে। ৪টি পরিবারের মোট ১৬ জন ভোটার বিজেপি ছেড়ে তিপ্রা মথা দলে যোগদান করেন। নবাগতদের হাতে দলীয় পতাকা তুলে দিয়ে স্বাগত জানান দলের নেতৃত্বরা। রাজনৈতিক মহলের মতে, এই যোগদান আসন্ন নির্বাচনের আগে তিপ্রা মথার পক্ষে ইতিবাচক বার্তা বহন করছে। সবমিলিয়ে, এদিনের বাইক র‍্যালি তিপ্রা মথা দলের সংগঠন শক্তি ও নির্বাচনী প্রস্তুতির এক জোরালো প্রদর্শন হিসেবে উঠে এসেছে।

মধুপুরে ২৪ কেজি গাঁজাসহ গ্রেপ্তার যুবক, বাজেয়াপ্ত বাইক

আগরতলা, ৬ এপ্রিল: সিপাহিজলা জেলার মধুপুর থানার পুলিশ বড় সাফল্য পেল। গাঁজা পাচারের অভিযোগে এক যুবককে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। ধৃতের নাম কেশব দেবনাথ। তার বাবার নাম জীবন দেবনাথ এবং বাড়ি হরিহরদুল এলাকায়। পুলিশ তার ব্যবহৃত একটি বাইকও বাজেয়াপ্ত করেছে, যার নম্বর টিআর -০৭ বি - ৪৮৫২।পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, সোমবার দুপুর নাগাদ মধুপুর থানার ওসি উজ্জ্বল চৌধুরীর নেতৃত্বে একটি দল কোনাবন রোডের ভাটিবাড়ি এলাকায় নিয়মিত যানবাহন তল্লাশি চালাচ্ছিল। সেই সময় গোপন সূত্রে খবর আসে, এক যুবক বাইকে করে গাঁজা নিয়ে কোনাবনের দিকে আসছে।এরপর সন্দেহভাজন বাইকটি পুলিশ চেকপোস্টে পৌঁছালে তাকে আটকানোর চেষ্টা করা হয়। তবে পুলিশকে দেখে অভিযুক্ত দ্রুতগতিতে পালানোর চেষ্টা করে। সঙ্গে সঙ্গে পুলিশ ধাওয়া শুরু করে এবং ভাটিবাড়ি-কোনাবন এলাকায় তাকে আটক করতে সক্ষম হয়।পরে তল্লাশি চালিয়ে তার কাছ থেকে দুইটি ব্যাগ উদ্ধার করা হয়। ব্যাগ দু'টিতে মোট ১২টি প্যাকেট ছিল, যার মধ্যে প্রায় ২৪ কেজি শুকনো গাঁজা পাওয়া যায়।

মর্জিমাফিক গ্যাস সিলিন্ডার সরবরাহের অভিযোগ, ছৈলেংটা গ্যাস এজেন্সির বিরুদ্ধে ক্ষোভে ফুঁসছেন গ্রাহকরা

আগরতলা, ৬ এপ্রিল: ছৈলেংটা এলাকায় গ্যাস সিলিন্ডার সরবরাহ নিয়ে গুরুতর অনিয়মের অভিযোগ উঠেছে স্থানীয় গ্যাস এজেন্সির বিরুদ্ধে। অভিযোগ, বুকিং করার পরও নির্ধারিত সময়ে সিলিন্ডার পাচ্ছেন না বহু গ্রাহক। অথচ অন্যদিকে কিছু ক্ষেত্রে মর্জিমাফিকভাবে সিলিন্ডার সরবরাহ করা হচ্ছে বলে দাবি ভুক্তভোগীদের।

স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, নিয়ম মেনে অনলাইনে বা ফোনে বুকিং করার পরও অনেক গ্রাহক দীর্ঘদিন ধরে অপেক্ষা করছেন। বারবার এজেন্সির সঙ্গে যোগাযোগ করেও সঠিক কোনও উত্তর পাচ্ছেন না বলে অভিযোগ। ফলে চরম ভোগান্তির শিকার হচ্ছেন সাধারণ মানুষ।

একাধিক গ্রাহকের অভিযোগ, পরিচিত বা প্রভাবশালী ব্যক্তিদের ক্ষেত্রে দ্রুত সিলিন্ডার পৌঁছে দেওয়া হলেও সাধারণ গ্রাহকদের বেলায় তা হচ্ছে না। এতে ক্ষোভ ক্রমশ বাড়ছে এলাকায়।

এ বিষয়ে এক গ্রাহক বলেন, বুকিং করার পর ১০-১২ দিন হয়ে গেল, এখনও সিলিন্ডার পাইনি। অথচ পাশের বাড়িতে দুই দিনের মধ্যে ডেলিভারি হয়ে গেছে। এটা সম্পূর্ণ অন্যায়।

এই ঘটনায় ভোক্তাদের মধ্যে তীব্র ক্ষোভ ছড়িয়ে পড়েছে। দ্রুত সমস্যার সমাধান না হলে বৃহত্তর আন্দোলনে নামার হুঁশিয়ারিও দিয়েছেন তারা।

রাজঘাটে শক্তি প্রদর্শন তিপ্রা মথা প্রার্থী ই.এম রুনিয়েল দেববর্মার

আগরতলা, ৬ এপ্রিল : এডিসি নির্বাচনকে সামনে রেখে রাজঘাট এলাকায় ব্যাপক শক্তি প্রদর্শন করলেন তিপ্রা মথা দলের প্রার্থী তথা বর্তমান ই.এম রুনিয়েল দেববর্মা। ১৪ বোধজংনগর-ওয়াকিনগর আসন থেকে পুনরায় প্রার্থী হওয়ার পর থেকেই এলাকাজুড়ে তাঁর সমর্থনে জনসমর্থনের ঢল নেমেছে।

উল্লেখ্য, ২০২১ থেকে ২০২৬ সাল পর্যন্ত ই.এম হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন রুনিয়েল দেববর্মা। জনজাতি জনগণের উন্নয়নে তাঁর বিভিন্ন কাজের ফলেই এবারও সাধারণ মানুষের আস্থা অর্জন করেছেন বলে মনে করছেন রাজনৈতিক মহল।

সোমবার নিজের কেন্দ্রের রাজঘাট ভিসির অধীন ১ ও ২ নং পুলিশ স্টেশন এলাকায় বিশাল প্রচার মিছিলের আয়োজন করা হয়। মিছিলে হাজার হাজার সমর্থক নেচে-গেয়ে অংশগ্রহণ করেন, যা কার্যত এক শক্তি প্রদর্শনে পরিণত হয়। উপস্থিত ছিলেন তিপ্রা মথা লেফুঙ্গা ব্লক কমিটির সভাপতি সহ দলের অন্যান্য নেতা-কর্মীরা।

এদিন প্রতিক্রিয়া জানাতে গিয়ে রুনিয়েল দেববর্মা বলেন, "মানুষ স্বতঃস্ফূর্তভাবে সাড়া দিচ্ছেন। কেউ আলাদা করে ডাকতে হচ্ছে না, নিজেরাই প্রচারে যুক্ত হচ্ছেন। সকল অংশের মানুষ প্রস্তুত রয়েছেন ১২ এপ্রিল বুবাগ্রাকে জয়ী করতে এবং এডিসিতে পুনরায় তিপ্রা মথা সরকার গড়তে।" আসন্ন নির্বাচনে এই বিপুল জনসমাগম তিপ্রা মথার পক্ষে ইতিবাচক বার্তা বহন করছে বলেই মনে করছেন পর্যবেক্ষকরা।

ভারতীয় জনতা পার্টির ৪৬তম প্রতিষ্ঠা দিবস উদযাপন

আগরতলা, ৬ এপ্রিল: যথাযোগ্য মর্যাদায় ভারতীয় জনতা পার্টি-র ৪৬তম প্রতিষ্ঠা দিবস উদযাপিত হয়েছে। এদিন প্রদেশ বিজেপি কার্যালয়ে নানা কর্মসূচির আয়োজন করা হয়। দলীয় পতাকা উত্তোলন, শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন এবং সাংগঠনিক আলোচনা সভার মধ্য দিয়ে দিনটি পালন করা হয়।

অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন প্রদেশ বিজেপি সভাপতি ও সাংসদ রাজীব ভট্টাচার্য, সর্বভারতীয় জনজাতি মোর্চার সভাপতি সমীর উরাঁও, দলের সর্বভারতীয় সাধারণ সভানেত্রী লতা হোসেনডি এবং আগরতলার মেয়র দীপক মজুমদার সহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ।

এদিন রাজীব ভট্টাচার্য বলেন, ১৯৮০ সালের ৬ এপ্রিল ভারতীয় জনতা পার্টি-র প্রতিষ্ঠা হয়েছিল। যার নেতৃত্বে ছিলেন ভারতের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী অটল বিহারী বাজপেয়ী সহ ছয়জনের একটি প্রতিষ্ঠাতা দল।

তিনি আরও বলেন, নেশন ফার্স্ট এই ভাবনাকে সামনে রেখে সংগঠনকে আরও শক্তিশালী করা, উন্নয়নের গতিকে ত্বরান্বিত করা এবং মানুষের আস্থা আরও সুদৃঢ় করার লক্ষ্যে আমরা একসাথে এগিয়ে চলেছি।

তিপরা মথায় যোগ দিলেন বিজেপির মন্ডল সভাপতি ডা. রতি মোহন ত্রিপুরা

আগরতলা, ৬ এপ্রিল: এডিসি নির্বাচনের প্রাক্কালে বড় ধাক্কার মুখে পড়ল ভারতীয় জনতা পার্টি। দলের প্রতিষ্ঠা দিবসের দিনই বিজেপি ছাড়লেন দক্ষিণ পিলাক জেলা সংগঠনের সহ-সভাপতি তথা শিলাছড়ি-মনুবনকুল টিটিএএডিসি কেন্দ্রের নির্দল প্রার্থী ডা. রতি মোহন ত্রিপুরা।

আজ রাজপ্রাসাদে আনুষ্ঠানিকভাবে তিপরা দলে যোগদান করেন তিনি। তাঁকে দলে স্বাগত জানিয়েছেন মথার প্রাক্তন সুপ্রিম তথা এমডিসি প্রদ্যোত কিশোর দেববর্মণ।

প্রসঙ্গত, ডা. ত্রিপুরা আগে বিজেপির মণ্ডল সহ-সভাপতি পদে ছিলেন এবং শিলাচড়ি-মনুবাঙ্কুল টিটিএএডিসি কেন্দ্র থেকে স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবেও প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছিলেন।

বকেয়া বিলের দাবিতে সিপাহীজলায় এজিএমকে ঘেরাও ঠিকাদারদের, ১০ এপ্রিল থেকে কাজ বন্ধের হুঁশিয়ারি

বিশালগড়, ৬ এপ্রিল: বকেয়া বিলের দাবিতে সিপাহীজলা জেলা বিদ্যুৎ সার্কেল অফিসের এজিএম মৃত্যুঞ্জয় দাসকে ঘেরাও করলেন ইলেকট্রিক ঠিকাদাররা। সোমবার বেলা প্রায় ১২টা নাগাদ বিশ্রামগঞ্জের আদিবাসী কলোনিতে অবস্থিত জেলা বিদ্যুৎ সার্কেল অফিসে এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে উত্তেজনা ছড়ায়।

ঠিকাদারদের অভিযোগ, গত ছয় মাস ধরে তারা বিভিন্ন কাজের পারিশ্রমিক পাচ্ছেন না। ডিপোজিট, মেইনটেন্যান্স, এগ্রিমেন্ট ও নন-এগ্রিমেন্টসহ গেইল প্রকল্পের কাজের বকেয়া বিল এখনও মেটানো হয়নি। ফলে চরম আর্থিক সংকটে পড়েছেন তারা এবং পরিবার নিয়ে সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছেন।

চৈত্র মাসে এসে বকেয়া টাকা না পাওয়ায় ক্ষোভে ফেটে পড়েন ঠিকাদাররা। তারা এজিএমের কাছে ৯ এপ্রিলের মধ্যে সমস্ত বকেয়া পরিশোধের দাবি জানান। পাশাপাশি হুঁশিয়ারি দেন, নির্ধারিত সময়ের মধ্যে টাকা না পেলে ১০ এপ্রিল থেকে বিদ্যুৎ নিগমের সমস্ত কাজ বন্ধ করে দেওয়া হবে।

ঘটনাস্থলে সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে এজিএম মৃত্যুঞ্জয় দাস জানান, এক সপ্তাহের মধ্যেই ঠিকাদারদের বকেয়া বিল পরিশোধ করা হবে। তিনি বলেন, বিষয়টি নিয়ে বিদ্যুৎ নিগমের ম্যানেজিং ডিরেক্টরের সঙ্গে ইতিমধ্যে কথা হয়েছে।

এজিএমের আশ্বাস পাওয়ার পর ঠিকাদাররা ঘেরাও প্রত্যাহার করে নেন। তবে এদিন সোনামুড়া ইলেকট্রিক ডিভিশনের ডি জি এম-এর বিরুদ্ধে ক্ষোভ উগরে দেন তারা। এজিএম বিষয়টি গুরুত্ব সহকারে দেখার আশ্বাস দিয়েছেন বলে জানা গেছে।

আগরতলা-গৌহাটি বাসে তল্লাশি, ২ কেজির বেশি গাঁজাসহ আটক এক

আগরতলা, ৬ এপ্রিল: রবিবার রাতে আগরতলা থেকে গৌহাটিগামী একটি যাত্রীবাহী বাসে রুটিন তল্লাশি চালায় পুলিশ। তল্লাশির সময় এক যাত্রীর সন্দেহজনক আচরণ নজরে আসায় তাকে আটক করা হয়।

পরে তার বহন করা দুটি ব্যাগ খতিয়ে দেখে পুলিশ মোট চারটি ছোট প্যাকেট উদ্ধার করে, যার মধ্যে প্রায় ২ কেজি ১৮০ গ্রাম শুকনো গাঁজা ছিল বলে জানা গেছে। ঘটনাস্থলেই ওই ব্যক্তিকে গ্রেফতার করা হয়।

মুহুরী পুর ভূরাতলি কেন্দ্রে এডিসি নির্বাচনের প্রচারে বাম দলেরা

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনিয়া, ৬ এপ্রিল: আসন্ন এডিসি নির্বাচন সংগঠিত হবে আগামী ১২ই এপ্রিল। স্বশাসিত জেলা পরিষদের নির্বাচন কে সামনে রেখে ২৭ পূর্ব মুহুরী পুর ভূরাতলি কেন্দ্রের বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতৃত্বরা প্রচার কর্মসূচি নিয়ে চষে বেড়াচ্ছে।

শাসক দলের পাশাপাশি বিরোধী দল সিপিআইএম ও তাদের প্রচার কর্মসূচি জারী রেখেছে।সোমবার সকাল বেলা নলুয়া অঞ্চল সংলগ্ন দোবাঁশিবাজার, রামকুমার পাড়া বাজার এলাকায় বামফ্রন্ট মনোনীত প্রার্থী বারর্জুং ত্রিপুরার সমর্থনে বাড়ি বাড়ি প্রচার জনসংযোগ মতবিনিময় করেন। ঋষ্যমুখ বিধানসভা এলাকার বিধায়ক অশোক মিত্র সহ সিপিআইএম দলের নেতৃত্বরা বাজার সভা ও সংগঠিত করে। আগামী বারই এপ্রিল বামফ্রন্ট প্রার্থী বারর্জুং ত্রিপুরা কে ভোট দিয়ে বিপুল ভোটে জয়যুক্ত করার আহ্বান রাখেন। আজকের কর্মসূচি তে ছিলেন বিধায়ক অশোক মিত্র, কৃষক সভার দক্ষিণ জেলার সম্পাদক বাবুল দেবনাথ, নলুয়া অঞ্চল কমিটির সম্পাদক রাখাল সরকার সিপিআইএম দলের নেতৃত্ব ভাগ্যধর মজুমদার, মধুসূদন দত্ত অজিত চৌধুরী, বিমল ত্রিপুরা, জনারাম ত্রিপুরা, অমিত ত্রিপুরা, সহ অন্যান্যরা।

লেক চৌমুহনী বাজার কমিটি নিয়ে অভিযোগের জেরে অস্থায়ী কমিটি গঠন, উদ্যোগ মেয়রের

আগরতলা, ৬ এপ্রিল : ২০২৩ সালে অবৈধভাবে লেক চৌমুহনী বাজার কমিটি গঠিত হয়েছিলএমনই অভিযোগ তুলে দীর্ঘদিন ধরে ক্ষোভ প্রকাশ করে আসছেন বাজারের ব্যবসায়ীরা। কমিটির অনৈতিক কাজকর্ম, অবৈধভাবে দোকানঘর বসানো এবং অর্থ নয়ছয়ের অভিযোগে সম্প্রতি মেয়রের দ্বারস্থ হন তারা। সেসময় বর্তমান বাজার সম্পাদক তপন মালাকারের বিরুদ্ধেও একাধিক অভিযোগ জানান ব্যবসায়ীরা।

অভিযোগ পাওয়ার পর মেয়র ব্যবসায়ীদের আশ্বস্ত করেছিলেন যে তিনি স্বয়ং বাজার পরিদর্শনে যাবেন এবং বিষয়টি খতিয়ে দেখবেন। সেই প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী সোমবার লেক চৌমুহনী বাজারে উপস্থিত হয়ে ব্যবসায়ীদের সঙ্গে কথা বলেন তিনি।

এদিন ব্যবসায়ীরা একে একে বর্তমান কমিটির বিরুদ্ধে বিভিন্ন অভিযোগ তুলে ধরেন। তাদের বক্তব্যে উঠে আসে, দীর্ঘদিন ধরে অবৈধ কার্যকলাপের ফলে প্রকৃত ব্যবসায়ীরা বঞ্চিত হচ্ছেন।

সবশেষে বক্তব্য রাখতে গিয়ে মেয়র বলেন, বাজার কমিটির বিরুদ্ধে অভিযোগ পাওয়ার পর তিনি একাধিকবার বাজার পরিদর্শন করেছেন এবং অবৈধ নির্মাণ ভেঙে ফেলার উদ্যোগও নিয়েছেন। শুধু ব্যবসায়ীরাই নয়, এলাকাবাসীর কাছ থেকেও বাজার সংক্রান্ত বহু অভিযোগ তার কাছে এসেছে বলে জানান তিনি।

মেয়র আরও বলেন, "বাজারকে যেমন পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করা হবে, তেমনি বেআইনি কাজকর্মও বন্ধ করা হবে। প্রকৃত ব্যবসায়ীরা যাতে কোনোভাবে বঞ্চিত না হন, তা নিশ্চিত করা হবে। নতুনভাবে বাজারে যে ঘর তৈরি করা হবে, তা সম্পূর্ণ স্বচ্ছ প্রক্রিয়ায় বণ্টন করা হবে। পুরনো কমিটির তালিকা অনুযায়ী কোনো কাজ করা হবে না।"

পরিস্থিতি বিবেচনা করে পুরনো কমিটি ভেঙে দিয়ে মেয়র লেক চৌমুহনী বাজারে একটি অস্থায়ী কমিটি গঠন করেন। গৌতম সরকার, উৎপল আচার্য, লিপিকা দেব, পীযূষ কান্তি দে, ঝুটন লস্কর ও অনুপম দে-সহ মোট ১৫ জনকে নিয়ে এই অস্থায়ী কমিটি গঠিত হয়েছে, যার সঙ্গে একটি উপদেষ্টা কমিটিও রয়েছে।

পাশাপাশি মেয়র দীপক মজুমদার জানান, পরবর্তীতে ভোটার তালিকা প্রস্তুত করে গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে নির্বাচনের মাধ্যমে নতুন স্থায়ী কমিটি গঠন করা হবে।

এদিন তিনি নবগঠিত কমিটির সদস্যদের সতর্ক করে দিয়ে বলেন, স্বচ্ছতার সঙ্গে কাজ করতে হবে এবং কোনোভাবেই যেন তাদের বিরুদ্ধে বেআইনি কার্যকলাপের অভিযোগ না ওঠে।

টিটিএএডিসি নির্বাচন ঘিরে উত্তেজনা, হিংসার অভিযোগে উদ্বেগ মুখ্য সচেতকের

তেলিয়ামুড়া, ৬ এপ্রিল: গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় অবাধ ও শান্তিপূর্ণ ভোটগ্রহণের উপরই নির্ভর করে সুস্থ রাজনৈতিক পরিবেশ। তবে আসন্ন ত্রিপুরা ট্রাইবাল এরিয়া অটোনোমাস ডিস্ট্রিক্ট কাউন্সিল (টিটিএএডিসি) নির্বাচনকে কেন্দ্র করে রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে ক্রমশ বাড়ছে রাজনৈতিক উত্তেজনা। বিজেপি কর্মী-সমর্থকদের উপর হামলা, পাশাপাশি গাড়ি ও বাড়িঘরে ভাঙচুরের ঘটনায় উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন রাজ্য বিধানসভার মুখ্য সচেতক কল্যাণী সাহা রায়।

সোমবার ২৮ তেলিয়ামুড়া বিধানসভা কেন্দ্রে বিজেপির তেলিয়ামুড়া মণ্ডলের উদ্যোগে আয়োজিত জনসংযোগ ও ডোর-টু-ডোর প্রচারে অংশ নেন তিনি। ১১ মহারানী—তেলিয়ামুড়া নির্বাচনী কেন্দ্রের বিজেপি মনোনীত প্রার্থী বিল্লু জমাতিয়ার সমর্থনে রাঙ্খলপাড়া বুধরাই এলাকায় অনুষ্ঠিত এই প্রচারে উপস্থিত ছিলেন দলের একাধিক নেতা-নেত্রী ও কর্মী-সমর্থকরা।

প্রচারের সময় এলাকাবাসীর সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগ স্থাপন করেন কল্যাণী সাহা রায়। প্রার্থী বিল্লু জমাতিয়াকে সঙ্গে নিয়ে বাড়ি বাড়ি গিয়ে মানুষের সঙ্গে কথা বলেন এবং তাঁর পক্ষে সমর্থন চান। স্থানীয় উন্নয়ন, বিশেষ করে যুব সমাজের ভবিষ্যৎ গঠনের লক্ষ্যে বিল্লু জমাতিয়াকে জয়ী করার আহ্বান জানান তিনি।

এদিন এক সাক্ষাৎকারে মুখ্য সচেতক বলেন, "ভোটের আগে এ ধরনের সন্ত্রাসমূলক কার্যকলাপ সম্পূর্ণ সংবিধান বিরোধী। যে সমস্ত রাজনৈতিক শক্তি এ ধরনের কর্মকাণ্ডে যুক্ত, তাদের জনসমর্থন কমে যাওয়ার ফলেই এই হিংসার আশ্রয় নিতে হচ্ছে।"

তিনি আরও বলেন, গণতন্ত্রের স্বার্থে প্রতিটি রাজনৈতিক দলের উচিত শান্তি ও সম্প্রীতি বজায় রেখে নির্বাচন প্রক্রিয়ায় অংশ নেওয়া এবং সংবিধানের মর্যাদা অক্ষুণ্ন রাখা।

বিলোনিয়ায় কম্পিউটার ল্যাব ভবন নির্মাণে নিম্নমানের কাজের অভিযোগ, তদন্তের দাবি

বিলোনিয়া, ৬ এপ্রিল: দক্ষিণ ত্রিপুরার বিলোনিয়ায় কম্পিউটার ল্যাবের নতুন ভবন নির্মাণকে ঘিরে নিম্নমানের কাজের গুরুতর অভিযোগ উঠেছে। ভারত চন্দ্র নগর ব্লকের অধীন সুকান্ত নগর গ্রাম পঞ্চায়েত কার্যালয়ে নির্মীয়মাণ এই ভবন নিয়ে ইতিমধ্যেই ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন স্থানীয় বাসিন্দারা।

অভিযোগ, লক্ষ লক্ষ টাকা ব্যয়ে নির্মিত এই ভবনে অত্যন্ত নিম্নমানের সামগ্রী ব্যবহার করা হচ্ছে এবং তড়িঘড়ি করে কাজ শেষ করার চেষ্টা চলছে। ফলে ভবনটির স্থায়িত্ব নিয়েই বড় প্রশ্ন উঠেছে এলাকায়।

স্থানীয়দের দাবি, কাজের গুণগত মান অত্যন্ত খারাপ এবং বিষয়টি নজরে আসার পরও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্তৃপক্ষ কার্যত নীরব। অভিযোগের তীর উঠেছে ভারত চন্দ্র নগর ব্লকের জুনিয়র ইঞ্জিনিয়ার বিনয় বনিকের দিকেও। তবে তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ করা গেলে কোনো প্রতিক্রিয়া মেলেনি বলে জানা গেছে।

এদিকে, সংবাদমাধ্যমের প্রতিনিধিরা ঘটনাস্থলে পৌঁছানোর পর নড়েচড়ে বসেন পঞ্চায়েত প্রধান থেকে শুরু করে ব্লক প্রশাসনের আধিকারিকরা। তবুও এখনও পর্যন্ত প্রশাসনের তরফে কোনও আনুষ্ঠানিক বিবৃতি দেওয়া হয়নি।

সরকারি অর্থের অপচয় রুখতে অবিলম্বে নিরপেক্ষ তদন্তের দাবি তুলেছেন এলাকাবাসী। পাশাপাশি, দায়ী ইঞ্জিনিয়ার ও ঠিকাদারের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়ারও দাবি জানিয়েছেন তারা।

ক্রীড়াঙ্গন

টানা চার ম্যাচে প্রত্যাশিত জয় ছিনিয়ে অপরাজিত গ্রুপ চ্যাম্পিয়ন স্পোর্টস স্কুল

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ৬ এপ্রিল।। অপরাজিত গ্রুপ চ্যাম্পিয়ন হয়েছে ত্রিপুরা স্পোর্টস স্কুল। গ্রুপ লিগে টানা চার ম্যাচে জয়। চার ম্যাচে প্রতিপক্ষের জালে ৩৮টি গোল। প্রত্যাশিত সাফল্যের মধ্য দিয়েই ত্রিপুরা স্পোর্টস স্কুল কাজল স্মৃতি ফুটবল টুর্নামেন্টের মূল পর্বে অর্থাৎ কোয়ার্টার ফাইনালে খেলবে। ত্রিপুরা ফুটবল এসোসিয়েশন আয়োজিত এবারকার অনূর্ধ ১৪ কাজল স্মৃতি ফুটবল টুর্নামেন্টে ত্রিপুরা স্পোর্টস স্কুল চ্যাম্পিয়নের দাবিদার হিসেবে মূল পর্বে খেলতে নামবে। আজ, সোমবার স্থানীয় উমাকান্ত মিনি স্টেডিয়ামে গ্রুপ লীগ পর্যায়ের খেলায় ত্রিপুরা স্পোর্টস স্কুল ৭-১ গোলের বড় ব্যবধানে ডন বসকো স্কুল মান্দাইকে পরাজিত করেছে। ত্রিপুরা স্পোর্টস স্কুলের পক্ষে এটি একটানা চতুর্থ জয়। অনেকটা একতরফা খেলায় প্রথমার্ধে ত্রিপুরা স্পোর্টস স্কুল চার-এক গোলে এগিয়েছিল। ত্রিপুরা স্পোর্টস স্কুলের পক্ষে সান জমাতিয়ার হ্যাটট্রিক বেশ নজর কেড়েছে। এছাড়া, জেনিসিস দেববর্মা, জড়া জমাতিয়া, জনসন জমাতিয়া এবং মেসকা আরিয়ান রিয়াং একটি করে গোল করে। ডন বসকো স্কুল মান্দাই-এর পক্ষে জেমস দেববর্মা খেলার ৭ মিনিটের মাথায় একটি গোল করে ব্যবধান কমিয়ে ছিল। বিজিত ডন বসকো স্কুল মান্দাই-এর অশোক দেববর্মাকে আবার রেফারি হলুদ কার্ড দেখিয়ে সতর্কও করেন। উল্লেখ্য, ত্রিপুরা স্পোর্টস স্কুল গ্রুপ লিগের পর্বের খেলায় যথাক্রমে টিআইএসএফ-কে ছয়-এক গোলে, এ ডি নগর ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলকে ১১ গোলে এবং মধুবন ডুকলি প্লে সেন্টারকে ১৪ গোলে পরাজিত করেছিল।

আগরতলায় উত্তাপ ছড়াচ্ছে সমীরণ চক্রবর্তী মেমোরিয়াল টি-২০ : আগামীকাল থেকেই লড়াই

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। রাজ্যের ক্রিকেট প্রেমীদের জন্য দারুন খবর। ত্রিপুরা ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশনের উদ্যোগে আগামী ৮ই এপ্রিল থেকে শুরু হতে যাচ্ছে মর্য্যাদাপূর্ণ সমীরণ চক্রবর্তী মেমোরিয়াল টি-২০ ক্রিকেট টুর্নামেন্ট ২০২৫-২৬। দুই গ্রুপে বিভক্ত হয়ে রাজ্যের রাজধানীর নামী ক্লাবগুলি এই টুর্নামেন্টে শ্রেষ্ঠত্বের লড়াইয়ে নামবে।এবারের টুর্নামেন্টে অংশ নেওয়া ১৪টি দলকে দুটি গ্রুপে ভাগ করা হয়েছে।গ্রুপ এ: এই গ্রুপে রয়েছে বিপুল মজুমদার মেমোরিয়াল সুপার ডিভিশন চ্যাম্পিয়ন শতদল সঙ্ঘ। তাদের সাথে লড়বে সংহতি ক্লাব, ব্লাড মাউথ, ওল্ড প্লে সেন্টার, ইউনাইটেড ফ্রেন্ডস, পোলস্টার এবং বিসিসি।গ্রুপ বি: সন্তোষ মেমোরিয়াল এ-ডিভিশন চ্যাম্পিয়ন কসমোপলিটন রয়েছে এই গ্রুপে। তাদের প্রতিপক্ষ হিসেবে থাকছে জয়নগর ক্রিকেট ক্লাব, স্ফুলিঙ্গ, হার্ভে, মৌচাক, চলমান সঙ্ঘ এবং ইউনাইটেড বিএসটি।টুর্নামেন্টের প্রথম দিনেই থাকছে হাই-ভোল্টেজ সব ম্যাচ। মোট ৩টি মাঠে খেলাগুলি অনুষ্ঠিত হবে। সকাল ৮:৩০ বিসিসি বনাম ওল্ড প্লে সেন্টার, পিটিএজি গ্রাউন্ডে। সকাল ৮:৩০, চলমান বনাম হার্ভে এমবিবি স্টেডিয়ামে। সকাল ৮:৩০ ব্লাড মাউথ বনাম সংহতি টিআইটি গ্রাউন্ডে। দুপুর ১:০০টায়, কসমোপলিটন বনাম মৌচাক, টিআইটি গ্রাউন্ডে। দুপুর ১:০০টায় শতদল বনাম ইউনাইটেড ফ্রেন্ডস, এমবিবি স্টেডিয়ামে, দুপুর ১:০০টায় স্ফুলিঙ্গ বনাম ইউনাইটেড বিএসটি, পিটিএজি গ্রাউন্ডে।প্রতিটি গ্রুপের সেরা ৪টি দল কোয়ার্টার ফাইনালের টিকিট নিশ্চিত করবে। টুর্নামেন্টের ক্রীড়াসূচি অনুযায়ী:কোয়ার্টার ফাইনাল: শুরু হবে ২৩শে এপ্রিল থেকে।সেমিফাইনাল: অনুষ্ঠিত হবে ২৬শে এপ্রিল।মেগা ফাইনাল: আগামী ২৮শে এপ্রিল। মেগা ফাইনালের মাধ্যমে নির্ধারিত হবে এবারের আসরের চ্যাম্পিয়ন।টিসিএ-র পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, টুর্নামেন্টের সমস্ত প্রস্তুতি সম্পন্ন।এখন শুধু অপেক্ষা বল মাঠে গড়ানোর। রাজ্যের উদীয়মান ক্রিকেটারদের জন্য এই টুর্নামেন্ট অন্যান্য বারের মতোই নিজেদের মেলে ধরার এক বড় মঞ্চ হতে চলেছে।

নিয়ম রক্ষার ম্যাচে ইন্টারন্যাশনাল স্কুলকে ৭ গোলে হারালো আগরতলার ডন বসকো

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ৬ এপ্রিল।। নিয়ম রক্ষার ম্যাচে দারুন জয় পেয়েছে আগরতলা ডন বসকো স্কুল। হারিয়েছে আগরতলা ইন্টারন্যাশনাল কুল দলকে। খেলা ত্রিপুরা ফুটবল এসোসিয়েশন আয়োজিত অনূর্ধ ১৪ বালকদের কাজল স্মৃতি ফুটবল টুর্নামেন্ট। খেলায় দিনের প্রথম ম্যাচে স্থানীয় উমাকান্ত মিনি স্টেডিয়ামে গ্রুপ-এ এর লড়াইয়ে আগরতলার ডন বসকো স্কুল ৭-০ গোলের বড় ব্যবধানে আগরতলা ইন্টারন্যাশনাল স্কুল দলকে পরাজিত করেছে। গ্রুপ-এ থেকে ইতোমধ্যে মতি নগর ক্রীড়া একাডেমী এবং কাতলামারা হাই স্কুল পরপর দুই ম্যাচে জয়ী হয়ে মূল পর্বে অর্থাৎ কোয়ার্টার ফাইনালে খেলার যোগ্যতা অর্জন করে নিয়েছে। গ্রুপ চ্যাম্পিয়ন এর স্বীকৃতির জন্য লিগ পর্যায়ের খেলায় এই দুই দল পরস্পরের মুখোমুখি হবে। আজ, সোমবার বেলা ২:০০ টায় এক প্রকার একতরফা ম্যাচে বিজয়ী আগরতলা ডন বসকো স্কুল খেলার প্রথমার্ধে চার গোলে এগিয়ে ছিল। দলের পক্ষে আরিয়ান দেববর্মার হ্যাটট্রিক বেশ নজর কেড়েছে। এছাড়া, ওম কুমার, কীষক রিয়াং, রাইয়ান দেববর্মা, আইসরাঙ দেববর্মা প্রত্যেকে একটি করে গোল করে। উল্লেখ্য, আগরতলা ডন বসকো স্কুল দল প্রথম দুই ম্যাচে যথাক্রমে কাতলামারা হাই স্কুলের কাছে তিন গোলে এবং মতি নগর ক্রীড়া একাডেমির কাছে চার গোলে পরাজিত হয়ে মূল পর্বের দৌড় থেকে আগেই পিছিয়ে রয়েছে। তবে জয় দিয়ে লীগ অভিযান শেষ করায় তাদের মনোবল আগামী মরসুমের জন্য কিছুটা হলেও বৃদ্ধি পেয়েছে।

'আমি তো যন্ত্র নই', লখনউয়ের জয়ের পর নাম না করে নির্বাচকদের কটাক্ষ শামির, ঘরোয়া ক্রিকেটকে কৃতিত্ব বাংলার পেসারের

ঘরোয়া ক্রিকেটে নিয়মিত খেলেছেন বাংলার হয়ে। নিংড়ে দিয়েছেন নিজেকে। তবু কোনও ফরম্যাটেই নির্বাচকদের থেকে ডাক পাননি। আইপিএলে হায়দরাবাদের বিরুদ্ধে লখনউয়ের জয়ের পরেই মহম্মদ শামি ক্ষোভ উগরে দিলেন। নাম না করে তাঁর নিশানায় নির্বাচক এবং কোচ। শামি জানিয়েছেন, তিনি যন্ত্র নন। লোকে তাঁর পারফরম্যান্স দেখতে না পেলে কিছু করার নেই।

রবিবার হায়দরাবাদের বিরুদ্ধে ৪ ওভারে ৯ রানে ২ উইকেট নিয়েছেন তিনি। আউট করেছেন ট্রেভিস হেড, অভিষেক শর্মাকে। যে ভাবে নিয়ন্ত্রিত বল করেছেন তা নজর কেড়ে নিয়েছে। ম্যাচের পর বলেছেন, ''খেলতে চাইলে খেলাটার কাছাকাছি থাকা খুব দরকার। আপনি ফিট থাকতে তবেই দক্ষতা নিয়ে কাজ করতে পারবেন। সে কারণেই আমি খেলাটার কাছাকাছি থাকতে চেয়েছি এবং ঘরোয়া ক্রিকেটে সব ম্যাচ খেলেছি।''

চোট সারানোর পর গত বছর হায়দরাবাদের হয়ে আইপিএল ভাল যায়নি শামির। ৯ ম্যাচে মাত্র ৬ উইকেট পেয়েছিলেন। প্রতি ওভারে দিয়েছিলেন ১১.২৩ রান। এ বার তিনি ভাল ফর্মে। শামির জবাব, ''আমি তো যন্ত্র নই। মরসুমে উত্থান-পতন থাকতেই পারে। গত কয়েক বছর ধরে ভাল খেলছি। লোকে দেখেনি সেটা আলাদা বিষয়। কিন্তু আমি সব সময় ভাল খেলতে চাই।''

লখনউ দল এবং তাদের বোলিং কোচ ভরত অরুণকে কৃতিত্ব দিয়েছেন শামি। বলেছেন, ''ভরত ভাইয়ের সঙ্গে আগে ভারতীয় দলে অনেক দিন কাজ করেছি। আমাদের বন্ধন খুব ভাল। একে অপরকে ভাল বুঝতে পারি। এই বন্ধনটা খুব দরকার। লখনউয়ের ব্যাপারে বলতে পারি, এটা আমার দ্বিতীয় বাড়ি। তাই মানিয়ে নিতে সময় লাগেনি।''

শামি জানিয়েছেন, তিনি নিজের পরিশ্রম এবং দক্ষতার উপর ভরসা রাখেন। বাকি বিষয়ে তাঁর কোনও মাথাব্যথা নেই। বাংলার পেসারের কথায়, ''আমি শুধু পরিশ্রম করি। বাকিটা উপরওয়ালা দেখে নেবেন। আইপিএল হোক বা অন্য মঞ্চ, দক্ষতা নিয়ে পরিশ্রম করতেই হবে। নতুন বল এবং পুরনো বলে আপনি কতটা পরিশ্রম করছেন তার উপর অনেক কিছু নির্ভর করে। আমি নতুন বলের শক্তি বরাবর কাজে লাগাতে চাই। কী ভাবে দলের কাজে লাগতে পারি সেটা ভাবি।''

উইকেটের ডবল সেঞ্চুরি ভুবির ! আইপিএলে প্রথম পেসার হিসাবে রেকর্ড কোহলিদের বোলারের

নজির ভুবনেশ্বর কুমারের। চেন্নাই সুপার কিংসের বিরুদ্ধে ১ উইকেট নিয়ে এক নতুন কীর্তি গড়লেন তিনি। আইপিএলের প্রথম পেসার হিসাবে ২০০ উইকেট নিলেন ভুবনেশ্বর। এই নজির আর কোনও পেসারের নেই।চেন্নাইয়ের ব্যাটার আয়ুষ মাত্রেকে আউট করে উইকেটের ডবল সেঞ্চুরি করেছেন ভুবি। অফ স্টাম্পের বাইরে মন্থর গতির বল করেছিলেন তিনি। বলের গতি বুঝতে পারেননি আয়ুষ। তিনি মিড অফের উপর দিয়ে খেলতে যান। কিন্তু মিড অফে থাকা রজত পাটীদারের হাতে ক্যাচ দিয়ে ফেরেন তিনি।আয়ুষ আউট হওয়ার পরেই বেঙ্গালুরুর ক্রিকেটারেরা ভুবনেশ্বরকে শুভেচ্ছা জানান। সবচেয়ে বেশি আনন্দ করেন বিরাট কোহলি। সতীর্থের কীর্তিতে তিনি যে কতটা খুশি হয়েছেন তা বোঝা যাচ্ছিল। চেন্নাইয়ের বিরুদ্ধে চার ওভারে ৪১ রান দিয়ে ৩ উইকেট নিয়েছেন তিনি। অর্থাৎ, ভুবির দখলে এখন ২০২ উইকেট।২০১১ সালে আইপিএলে অভিষেক ভুবনেশ্বরের। ২০১৭ সালে সবচেয়ে বেশি ২৬ উইকেট নিয়েছিলেন তিনি। ২০১৬ ও ২০১৭ সালে বেগনি টুপির মালিক হয়েছিলেন ভুবি। ২০১৬ সালে ২৩ ও ২০১৭ সালে ২৬ উইকেট নিয়েছিলেন তিনি। ভুবিই একমাত্র বোলার যিনি পর পর দুই মরসুমে বেগনি টুপি জিতেছেন।হায়দরাবাদের হয়ে ১৪৫ ম্যাচে ১৫৭ উইকেট নিয়েছেন ভুবনেশ্বর। বাকি উইকেট পুণে ওয়ারিয়র্স ও রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরুর হয়ে। আইপিএলে এই তিন দলের হয়ে খেলেছেন এই ডানহাতি পেসার।আইপিএলের ইতিহাসে সবচেয়ে বেশি উইকেট রয়েছে যুজবেন্দ্র চহালের দখলে। ২২৪ উইকেট নিয়েছেন তিনি। দ্বিতীয় স্থানে ভুবনেশ্বর। তিন নম্বরে রয়েছেন সুনীল নারাইন। আইপিএলে ১৯৩ উইকেট রয়েছে কেকেআরের স্পিনারের। ভুবির পরে পেসারদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি উইকেট রয়েছে ডোয়েন ব্র্যাভোর। ১৮৩ উইকেট নিয়েছেন তিনি। জসপ্রীত বুমরাহের দখলেও রয়েছে ১৮৩ উইকেট।মহা নিলামে তাঁকে ২৭ কোটি টাকা দিয়ে কেনা হয়েছিল। তবে গত বার তাঁর অধিনায়কত্বে সপ্তম স্থানে শেষ করেছিল লখনউ। জিতেছিল মাত্র ছ'টি ম্যাচ। নতুন মরসুমের আগে অতীত মনে রাখতে চাইছেন না অধিনায়ক ঋষভ পন্থ। দলের নতুন এবং পুরনো ক্রিকেটারদের কাছে নতুন মরসুমের লক্ষ্য স্থির করে দিয়েছেন তিনি। পন্থ চাইছেন, দলের পুরনোদের এবং কোচেদের কাছ থেকে নতুন ক্রিকেটারেরা যতটা সম্ভব শিখে নিন এবং নিজেদের সময়টা উপভোগ করুন। শুক্রবার একটি ভিডিয়ো প্রকাশ করেছে লখনউ। সেখানে গোটা দলের উদ্দেশে ভাষণ দিয়েছেন পন্থ। প্রথমেই নতুনদের উদ্দেশে তিনি বলেছেন, ''গত বছরের অনেকেই এখানে আছে। নতুনদেরও দেখতে পাচ্ছি। সকলকে স্বাগত। ভাল সম্পর্ক গড়ে তুলতে হবে আমাদের। ক্রিকেট নিয়ে কথা না বললে কোনও দিন উন্নতি করতে পারব না। ব্যক্তিগত ভাবে এই ভদ্রলোকদের (সাপোর্ট স্টাফ) কাছ থেকে যতটা সম্ভব শিখে নিয়ে নতুন করে কিছু একটা তৈরি করতে হবে।''

গত নিলামে লখনউ কিনেছে ওয়ানিন্দু হাসরঙ্গ, অনরিখ নোখিয়া, মুকুল চৌধরি, নমন তিওয়ারি, অক্ষত রঘুবংশী এবং জশ ইংলিসকে। এ ছাড়া অর্জুন তেন্ডুলকর এবং মহম্মদ শামিকে 'ট্রেডিং'য়ের মাধ্যমে নিয়েছে।

পন্থের মতে, লক্ষ্য স্থির করলে ক্রিকেটার এবং দল হিসাবে মানসিক ভাবে প্রস্তুত থাকতে হবে। লখনউ অধিনায়কের কথায়, ''প্রত্যেক মরসুমেই আমরা নতুন কিছু করতে চাই। তবে নিজের ভাবনাচিন্তা স্বচ্ছ থাকতে হবে। কী করতে চাই সেটা জানতে হবে। ব্যক্তি এবং দল হিসাবে কী অর্জন করতে চাই সেটা জানা দরকার। এটাই সেই সময়। এ ধরনের প্রাক মরসুম শিবিরে সেটাই ঠিক করে নেব আমরা। বাকিরা ১৫-১৬ মার্চ চলে আসবে। একে অপরকে ভাল করে চিনব এবং যত বেশি পারব কথাবার্তা বলব।''

৭ গোলের লজ্জার ম্যাচে একমাত্র সান্ত্বনা ! অসময়েই অবসর ব্রাজিলের অস্কারের, কেন এমন সিদ্ধান্ত ?

বয়স মাত্র ৩৪। এই বয়সেই জুতো জোড়া তুলে রাখলেন ব্রাজিল ফুটবলার অস্কার। তাঁর পুরো নাম অস্কার দোস সান্তোস এম্বোয়াবা জুনিয়র। বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছিল হার্টের সমস্যা। সেই কারণেই এত কম বয়সে ফুটবল কেরিয়ারে ইতি টানলেন এই তারকা মিডফিল্ডার। ২০১৪ বিশ্বকাপে ব্রাজিল বনাম জার্মানি ম্যাচ মনে আছে? যদি প্রশ্ন করা হয়, ব্রাজিলের ফুটবল ইতিহাসের সবচেয়ে লজ্জার দিন কোনটা? প্রশ্নের উত্তরটা খুব সহজ। বেলো হোরাইজন্তের সেই অভিশপ্ত রাত। জার্মানদের গতি আর ক্ষিপ্রতার সামনে চূর্ণ হয়ে গিয়েছিল সাম্বা ফুটবলের আভিজাত্য। দাভিদ সিলভা, কুটিনহোদের সাত-সাতটি গোল হজম করার সেদিনের সাক্ষী ছিলেন হাজার হাজার ব্রাজিলীয় সমর্থক। লজ্জার সেই হারের ম্যাচে ব্রাজিলের হয়ে একমাত্র গোলটি করেছিলেন ২৩ বছরের এক তরুণ, অস্কার।

একটা সময় ভবিষ্যতের তারকা ভাবা হত অস্কারকে। তাঁর সাম্বার ছন্দ চেলসির মাঝমাঠেও জাদু ছড়িয়েছিল। তবে মাত্র ২৮ বছর বয়সেই ইউরোপ ছেড়েছিলেন। সেই তিনি এবার পাকাপাকিভাবে অবসর নিলেন। বর্তমান ক্লাব সাও পাওলোর সোশাল মিডিয়ায় এই সিদ্ধান্তের কথা জানিয়ে তিনি লেখেন, 'আমি সাও পাওলোর হয়ে আরও অবদান রাখতে চেয়েছিলাম। আরও বেশি খেলতে চেয়েছিলাম। আমার মধ্যে এখনও খেলার মতো যোগ্যতা ও বয়স দু'টোই ছিল। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত আমাকে এই সিদ্ধান্ত নিতে হল। আমি অবসর নিচ্ছি। এখন থেকে আমি শুধুই একজন সমর্থক হিসাবে গ্যালারিতে থাকব।'

ঠিক কী হয়েছিল? ঘটনার সূত্রপাত গত নভেম্বরে। সাও পাওলোর ট্রেনিং সেন্টারে ফিজিক্যাল টেস্ট দিতে গিয়েছিলেন অস্কার। সেই সময় হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়েন। দ্রুত তাঁকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। চিকিৎসকরা জানান, অস্কার 'ভ্যাসোভেগাল সিনকোপ' নামক সমস্যায় ভুগছেন। এই রোগের ফলে রক্তচাপ এবং হৃদস্পন্দন হঠাৎ কমে যাওয়ায় মানুষ জ্ঞান হারিয়ে ফেলে। হার্টের এই সমস্যার কারণেই অস্কারের ফুটবল কেরিয়ার দীর্ঘস্থায়ী হল না।

গত বছরের জানুয়ারিতে তিন বছরের চুক্তিতে সাও পাওলোতে ফিরেছিলেন তিনি। অর্থাৎ তাঁর চুক্তির আরও দু'বছর বাকি ছিল। তবে ঝুঁকি নিতে চাননি। চুক্তি বাতিল করে বুট জোড়া তুলে রাখলেন তিনি। সাও পাওলোর হয়ে ২০০৯ সালে পেশাদার ফুটবলে পা রাখেন অস্কার। ২০১২ সালে চেলসিতে। সেখানে কাটিয়েছেন পাঁচ বছর। জিতেছেন ইউরোপা লিগ, প্রিমিয়ার লিগ এবং লিগ কাপ। সাংহাই পোর্টে যোগ দেওয়ার আগে তিনি চেলসির হয়ে ২০৩ ম্যাচে ৩৮টি গোল করেছিলেন। চিনের ক্লাবেও তাঁর সাফল্য কম নয়। সেখানে তিনি তিনটি চাইনিজ সুপার লিগ শিরোপা জিতেছিলেন। ব্রাজিলের হয়ে ৪৮টি ম্যাচে ১২টি গোল করেছেন অস্কার।

রোহিতকে টপকে সর্বোচ্চ রানের মালিক কোহলি

তিনি মাঠে নামলেই ভেঙে চুরমার হয়ে যায় একের পর এক রেকর্ড। কেরিয়ারের সায়াহ্নে এসেও নতুন নজির গড়তে ছাড়ছেন না তিনি। রবিবার সন্ধেয় ফের নতুন করে রেকর্ডবুকে লেখা হল বিরাট কোহলির নাম। চেন্নাই সুপার কিংসের বিরুদ্ধে খেলতে নেমে তিনি টপকে গেলেন রোহিত শর্মাকে। সর্বোচ্চ রানের তাজ এখন জ্বলজ্বল করছে কিং কোহলির মাথায়। স্বামীর অনবদ্য ব্যাটিং দেখে খুশিতে আত্মহারা গ্যালারিতে থাকা অনুষ্কা শর্মাও। রবিবারের ম্যাচে সেভাবে ঝোড়ো ব্যাটিং করতে পারেননি বিরাট। প্যাভিলিয়নে ফিরে যান ২৮ রান করে। কিন্তু চেন্নাইয়ের বিরুদ্ধে ম্যাচের প্রথম ওভারেই নতুন নজির গড়ে ফেলেন তিনি। আইপিএলে কোনও একটি দলের বিরুদ্ধে সর্বোচ্চ রান সংগ্রাহকের তালিকায় প্রথম স্থানে উঠে এলেন বিরাট। রবিবারের ম্যাচের আগে পর্যন্ত এই রেকর্ড ছিল রোহিতের দখলে। আইপিএলে স্রেফ কেকেআরের বিরুদ্ধে ১১৬১ রান করেছেন রোহিত। সেই রেকর্ড টপকে গিয়ে ১১৬২ রান করে ফেলেছেন বিরাট, চেন্নাই সুপার কিংসের বিরুদ্ধে। ৩৬ ম্যাচ খেলে এই রেকর্ড গড়েছেন বিরাট।

এদিন ম্যাচ দেখতে বেঙ্গালুরুর স্টেডিয়ামে হাজির ছিলেন অনুষ্কা শর্মা। বিরাট অনবদ্য ছক্কা হাঁকাতেই উচ্ছ্বাসে ফেটে পড়তে দেখা যায় বলি অভিনেত্রীকে। হাততালি দেন বিরাটের শট দেখে। সেই ভিডিও নেটদুনিয়ায় ভাইরাল। উল্লেখ্য, আইপিএলের উদ্বোধনী ম্যাচে সানরাইজার্স হায়দরাবাদের মুখোমুখি হয়েছিল আরসিবি। সেই ম্যাচ দেখতেও গ্যালারিতে ছিলেন অনুষ্কা।

টানা সাত হার ! কোহলি, যুবরাজের দলে নাম লিখিয়ে কাকে দায়ী করলেন রুতুরাজ

আগের ম্যাচে হারের পর রুতুরাজ গায়কোয়াড় দায়ী করেছিলেন দলের স্পিনারদের। রবিবার গোটা বোলিং আক্রমণই মার খেয়েছে। বেশির ভাগ ব্যাটারও ব্যর্থ। তার জেরে চলতি আইপিএলে হারের হ্যাটট্রিক হয়েছে চেন্নাইয়ের। অধিনায়ক হিসাবে টানা সাতটি ম্যাচ হেরেছেন রুতুরাজ। বিরাট কোহলিদের কাছে হারের পর অবশ্য নিজেকেই দায়ী করেছেন তিনি।

বেঙ্গালুরুর কাছে হারের পর রুতুরাজ বলেন, ''আমি ভাল খেলতে পারলে হয়তো ছবিটা অন্য রকম হত। এই হারের দায় আমার। খারাপ শুরুর পরেও আমরা ২০০-র বেশি রান করেছি। সরফরাজ, প্রশান্ত, ওভারটন, শিবমেরা চেষ্টা করেছে। যদি শুরুতে আমি ভাল খেলতে পারতাম, তা হলে হয়তো এই রানও তাড়া করে ফেলতাম।''

আইপিএলে অধিনায়ক হিসাবে বিরাট কোহলি ও যুবরাজ সিংহও টানা সাত ম্যাচ হেরেছেন। সেই তালিকায় ঢুকেছেন রুতুরাজ। অ্যাডাম গিলক্রিস্টও টানা সাত ম্যাচ হেরেছেন। টানা আটটি ম্যাচ হারা অধিনায়কদের তালিকায় রয়েছেন সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়, রোহিত শর্মা, ব্রেন্ডন ম্যাকালাম ও অ্যারন ফিঞ্চ। তবে সকলের শীর্ষে কেভিন পিটারসেন ও জর্জ বেইলি। তাঁরা টানা ৯ ম্যাচ হেরেছেন। তবে চেন্নাই এ বার যে ভাবে খেলছে তাতে এই তালিকায় সকলের উপরেও উঠে পড়তে পারেন রুতুরাজ।ইনিংসের শুরুতেই কোহলির ক্যাচ পড়েছে। পরে টিম ডেভিডকে আউট করার পর দেখা গিয়েছে, নো বল করেছেন অংশুল কম্বোজ। এই ভুলগুলোর জন্যই বেঙ্গালুরু ২৫০ রান করেছে। রুতুরাজ বলেন, ''বিরাটকে শুরুতে আউট করতে পারলে খেলার রাশ আমাদের হাতে চলে আসত। ১৩-১৪ ওভার পর্যন্ত আমরা খেলায় ছিলাম। কিন্তু ডেভিড ছবিটা বদলে দিল। অংশুল ওকে প্রায় আউট করে ফেলেছিল। নো বলের জন্য ও বেঁচে গেল। তার পর ব্যাট চালিয়েই গেল। ওর জন্যই বেঙ্গালুরু জিতল।''১১ এপ্রিল ঘরের মাঠে দিল্লি ক্যাপিটালসের বিরুদ্ধে চতুর্থ ম্যাচ খেলতে নামবে চেন্নাই। দিল্লিও এ বার ফর্মে রয়েছে। দু'ম্যাচ খেলে দু'টিই জিতেছে। ফলে আরও একটি কঠিন ম্যাচ রুতুরাজের সামনে। সেই ম্যাচেও হারলে কিন্তু মহেন্দ্র সিংহ ধোনির উত্তরসূরির উপর চাপ আরও বাড়বে।

আইপিএলে টানা তিন ম্যাচে ব্যর্থ সঞ্জু আইসিসি-র পুরস্কারের দৌড়ে !

আইপিএলে একটানা ব্যর্থ হয়ে চলেছেন তিনি। নতুন দল চেন্নাইয়ের হয়ে তিনটি ম্যাচেই বড় রান করতে পারেননি। সেই সঞ্জু স্যামসন হঠাৎই আইসিসি-র পুরস্কার পাওয়ার দৌড়ে চলে এলেন। তাঁকে লড়তে হবে জসপ্রীত বুমরাহের সঙ্গে।আইপিএলে একটানা ব্যর্থ হয়ে চলেছেন তিনি। নতুন দল চেন্নাইয়ের হয়ে তিনটি ম্যাচেই বড় রান করতে পারেননি। সেই সঞ্জু স্যামসন হঠাৎই আইসিসি-র পুরস্কার পাওয়ার দৌড়ে চলে এলেন। তাঁকে লড়তে হবে জসপ্রীত বুমরাহের সঙ্গে।প্রতি মাসে সেরা ক্রিকেটারকে পুরস্কার দেয় আইসিসি। সংশ্লিষ্ট মাসে সবচেয়ে ভাল খেলা ক্রিকেটারকে এই পুরস্কার দেওয়া হয়। সেই পুরস্কার পাওয়ার মনোনয়নের তালিকায় রয়েছে সঞ্জু এবং বুমরাহ। টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের পারফরম্যান্সের ভিত্তিতেই তাঁদের বেছে নেওয়া হয়েছে। ব্যাটারের তালিকায় সঞ্জু, বুমরাহের সঙ্গে রয়েছেন দক্ষিণ আফ্রিকার কোনর এস্টারহুইজেন। নিউ জিল্যান্ড সিরিজে ভাল খেলেছিলেন তিনি।সঞ্জু বিশ্বকাপের গ্রুপ পর্বে মাত্র একটি ম্যাচে সুযোগ পেয়েছিলেন। কিন্তু নকআউটে টানা সুযোগ পেয়ে প্রতিটি ম্যাচেই কাজে লাগান। ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে সুপার এইটের ম্যাচে অপরাজিত ৯৭, ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে সেমিফাইনালে ৮৯ এবং নিউ জিল্যান্ডের বিরুদ্ধে ফাইনালে ৮৯ করেন। প্রতিযোগিতার সেরা ক্রিকেটারের পুরস্কারও পান তিনি।বুমরাহ বিশ্বকাপে সাতটি উইকেট পেয়েছিলেন। ১২ গড় এবং ৭ ইকনমি রেট ছিল তাঁর। ওয়েস্ট ইন্ডিজ এবং ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে মোট তিনটি উইকেট পেয়েছিলেন। ফাইনালে নিউ জিল্যান্ডের বিরুদ্ধে নেন চারটি উইকেট।

জাগরণ 7 April, 2026, Tuesday আগরতলা ৭ এপ্রিল, ২০২৬ ইং, ■ ২৩ চৈত্র, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ, মঙ্গলবার

■ Phone : 9862797843/9436123720, e-mail : jagarandaily@gmail.com
■ Postal Regd. No. AGT/NE-928/2021- 2023

বিজেপির ৪৭তম প্রতিষ্ঠা দিবসে উত্তর ত্রিপুরা জেলা কার্যালয়ে পতাকা উত্তোলন

আগরতলা, ৬ এপ্রিল : ভারতীয় জনতা পার্টি-র ৪৭তম প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষে আজ উত্তর ত্রিপুরা জেলা কার্যালয়ে যথাযোগ্য মর্যাদায় নানা কর্মসূচির আয়োজন করা হয়েছে। এদিন দলীয় পতাকা উত্তোলন করেন মুখ্যমন্ত্রী অধ্যাপক (ডা.) মানিক সাহা।

এই উপলক্ষে দলের প্রতিষ্ঠাতা ভারতের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী অটল বিহারী বাজপেয়ী-র প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করেন মুখ্যমন্ত্রী। পাশাপাশি ভারতীয় জনসংঘের প্রণেতা শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি এবং একাত্ম মানববাদ ও অন্ত্যোদয়ের দর্শনের প্রবর্তক দীনদয়াল উপাধ্যায়-র প্রতিও বিনম্র শ্রদ্ধা জানান তিনি। অনুষ্ঠানে উপস্থিত নেতৃবৃন্দ জনসেবার আদর্শকে সামনে রেখে রাষ্ট্রনির্মাণে দলের ভূমিকা তুলে ধরেন। একই সঙ্গে দলের নিবেদিতপ্রাণ কর্মীদের অবদানের কথাও স্মরণ করা হয়।

এদিন মুখ্যমন্ত্রী অধ্যাপক (ডা.) মানিক সাহা দলের পক্ষ থেকে সকল কার্যকর্তাদের প্রতি অভিনন্দন জানিয়ে ভবিষ্যতে সংগঠনকে আরও শক্তিশালী করার আহ্বান জানান।

৫৬-ধর্মনগর বিধানসভা কেন্দ্রের উপনির্বাচন: বিধিনিষেধ জারি

আগরতলা, ৬ এপ্রিল: আগামী ৯ এপ্রিল, ২০২৬ ৫৬-ধর্মনগর বিধানসভা কেন্দ্রের উপনির্বাচনে সকাল ৭টা থেকে বিকেল ৫টা পর্যন্ত ৫৫টি ভোটগ্রহণ কেন্দ্রে ভোট গ্রহণ করা হবে। এই বিধানসভা কেন্দ্র এলাকায় শান্তি ও সম্প্রীতি অক্ষুন্ন রাখতে উত্তর ত্রিপুরা জেলার জেলাশাসক এক আদেশে ভারতীয় নাগরিক সুরক্ষা সংহিতা ২০২৩ এর ১৬৩ ধারায় কিছু বিধিনিষেধ আরোপ করেছেন। এই আদেশ ৭ এপ্রিল, ২০২৬ বিকাল ৫টা থেকে ১০ এপ্রিল, ২০২৬ সকাল ৬টা পর্যন্ত বলবৎ থাকবে।

জেলাশাসক আদেশে জানিয়েছেন, ৫ বা ততোধিক ব্যক্তি কোন ধরণের অস্ত্র বা লাঠি, স্টিক, লোহার রড, বোমা, পাথর প্রভৃতি নিয়ে এক জায়গায় সমবেত হতে পারবে না। যেকোন ভোটগ্রহণ কেন্দ্রের ২০০ মিটার এলাকার মধ্যে স্বরবর্ধক যন্ত্র ব্যবহার করে বা ব্যবহার ছাড়া সভা, মিছিল, জমায়েত করতে পারবে না। ২ বা ততোধিক মোটারবাইক, স্কুটার অথবা গাড়ী নিয়ে একসঙ্গে চলাচল করা যাবে না।

জেলাশাসক আদেশে জানিয়েছেন, নিম্নলিখিত ক্ষেত্রে এই আদেশ কার্যকরি হবে না। এর মধ্যে রয়েছেন পুলিশ কর্মী, সিএপিএফ, পুলিশ, নির্বাচনের কাজে যুক্ত অফিসকর্মী অথবা তাদের যানবাহণ, ভারতের নির্বাচন কমিশনের বৈধ পাস পাওয়া সংবাদ প্রতিনিধিগণ, ড্রাইভার এবং ক্লিনার অথবা নির্বাচনের কাজে যুক্ত গাড়ী। পায়ে হেঁটে অথবা তাদের যানবাহণ নিয়ে ভোট দিতে যাওয়া নির্বাচন কমিশনের পরিচয়পত্র থাকা ভোটারগণ এবং ভোট গ্রহণ কেন্দ্রের ভেতরে লাইনে দাঁড়ানো ভোটারগণ। ভোটগ্রহণ কেন্দ্রের ২০০ মিটার এলাকার মধ্যে ভোটার পরিচয়পত্র থাকা ভোটারগণের ব্যক্তিগত যানবাহণ।

সরকারি কর্মচারি অথবা পুলিশ/সিএপিএফ/সরকারি দায়িত্বে থাকা আর্মড ফোর্সেস, নিয়মিত কাজের জন্য সরকারি অথবা বেসরকারি আধিকারিক, সাধারণ যাত্রী অথবা যাত্রীবাহী গাড়ি। তবে যানবাহনগুলি যেন ভোটারদের বহণ না করে। ধর্মীয়স্থানে প্রার্থনার সময় সমবেত হওয়া অথবা সামাজিক অনুষ্ঠান যেমন বিয়ে, জন্মদিন পালন প্রভৃতি ক্ষেত্রে। তবে দেখতে হবে ঐসব অনুষ্ঠানে যেন কোন ধরণের আর্থিক বা উপহার সামগ্রী বন্টন করা না হয়। রাজনৈতিক জমায়েত ছাড়া বিভিন্ন বাজার, ধর্মীয়স্থানে, সাধারণ ব্যবসাবাণিজ্যের ক্ষেত্রে, প্রার্থীদের জন্য এবং অন্যান্য গাড়ীর জন্য রিটার্নিং অফিসার অথবা নির্বাচনী কর্তৃপক্ষের দেওয়া অনুমতিপত্রের ক্ষেত্রে, দিব্যাঙ্গ ভোটারদের জন্য ব্যবহৃত হুইল চেয়ারের ক্ষেত্রেও এই আদেশে ছাড় রয়েছে। আদেশে বলা হয়েছে আদেশ অমান্যকারীর বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

পেট্রোল, ডিজেল সহ নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের মজুত ও সরবরাহ স্বাভাবিক রয়েছে: বিশেষ সচিব

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৬ এপ্রিল: রাজ্যে পেট্রোল, ডিজেল সহ নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের মজুত ও সরবরাহ স্বাভাবিক রয়েছে। জনসাধারণের আতঙ্কিত হওয়ার কোনও কারণ নেই। আজ খাদ্য, জনসংভরণ ও ক্রেতাস্বার্থ বিষয়ক দপ্তরের অধিকর্তার কার্যালয়ে আয়োজিত এক সাংবাদিক সম্মেলনে খাদ্য দপ্তরের বিশেষ সচিব দেবপ্রিয় বর্ধন সাংবাদিকদের এই সংবাদ জানান। সাংবাদিক সম্মেলনে তিনি জানান, পেট্রোল, ডিজেল, এল.পি.জি. সহ নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের বিষয়ে প্রত্যহ মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডা.) মানিক সাহা, খাদ্যমন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী ও মুখ্যসচিব জে. কে. সিনহা প্রতিদিন মনিটরিং করছেন। এছাড়া রাজ্যস্তরে ও জেলাস্তরেও মনিটরিং করা হচ্ছে। তিনি বলেন, এল.পি.জি. বুকিং শহরাঞ্চলে ১৫ থেকে ২৫ দিনের মধ্যে এবং গ্রামাঞ্চলে ৪৫ দিনের মধ্যে করা হচ্ছে। এই বিষয়ে কোনও সমস্যা থাকলে খাদ্য দপ্তর ডিস্ট্রিবিউটরদের সাথে কথা বলবে। তিনি বলেন, অত্যাবশ্যকীয় পণ্যের মূল্যের বিষয়েও দপ্তর নিয়মিত নজর রাখছে। অত্যাবশ্যকীয় পণ্যের মূল্য যাতে না বাড়ে সে বিষয়ে দপ্তর পর্যালোচনা করছে। তিনি বলেন, পেট্রোল, ডিজেল, এল.পি.জি. সহ নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের বিষয়ে কোনও অভিযোগ বা সমস্যা থাকলে ভোক্তাগণ খাদ্য দপ্তরের সাথে যোগাযোগ করতে পারেন। এজন্য রাজ্যস্তরে একটি কন্টোল রুম খোলা হয়েছে। এই কন্টোল রুমের নম্বর হলো ১০৯৫ / ১০৭৭। হোয়াটসঅ্যাপ নম্বর হলো ৬০৩৩৩৭৪৫৪৪। এছাড়া রয়েছে **cmhelpline.tripura.gov.in**। এই ওয়েবসাইটটিও ভোক্তাগণ ব্যবহার করতে পারেন। সাংবাদিক সম্মেলনে বিশেষ সচিব বলেন, কালোবাজারি ও অসাধু ব্যবসায়ীদের বিরুদ্ধে দপ্তর অত্যাবশ্যকীয় পণ্য আইনে কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণ করবে। সাংবাদিক সম্মেলনে খাদ্য দপ্তরের অধিকর্তা সুমিত লোধ উপস্থিত ছিলেন।

জোলাইবাড়িতে ক্ষেত্র সমীক্ষায় গিয়ে মানসিক নির্যাতনের অভিযোগ, ক্ষোভ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৬ এপ্রিল: দক্ষিণ ত্রিপুরার জোলাইবাড়িতে ক্ষেত্র সমীক্ষায় গিয়ে মানসিক নির্যাতনের শিকার হয়েছেন ত্রিপুরা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূগোল বিভাগের পোস্ট গ্র্যাজুয়েট ছাত্র-ছাত্রী ও গবেষকরা। এই ঘটনাকে ঘিরে এলাকায় তীব্র চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে এবং ক্ষোভে ফুঁসছে স্থানীয় বাসিন্দারা।

জানা গেছে, জোলাইবাড়ি-বিলোনিয়া জাতীয় সড়কের প্রভাব নিয়ে ক্ষেত্র সমীক্ষার কাজে গত কয়েকদিন ধরে জোলাইবাড়িতে অবস্থান করছিলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের একদল ছাত্র-ছাত্রী ও গবেষক। শনিবার দিনের কাজ শেষে রাতের জন্য তারা জোলাইবাড়ির পিলাক ট্যুরিস্ট লজে উঠেন।

অভিযোগ, রাত প্রায় ৮টা নাগাদ জোলাইবাড়ি পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারম্যান তাপস দত্ত এবং রামপ্রসাদ ভৌমিক লজের একটি কক্ষ থেকে বেরিয়ে এসে ছাত্র-ছাত্রীদের সঙ্গে অযাচিতভাবে কথা বলতে শুরু করেন। এক পর্যায়ে রামপ্রসাদ ভৌমিক এক ছাত্রীর গায়ে হাত দিয়ে জোরপূর্বক তাকে একটি কক্ষে ঢুকিয়ে বাইরে থেকে দরজা বন্ধ করে দেন বলে অভিযোগ উঠেছে। এই ঘটনায় আতঙ্কিত হয়ে পড়েন উপস্থিত অন্যান্য ছাত্র-ছাত্রীরা।

খবর পেয়ে দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছায় পুলিশ। পুলিশ ছাত্র-ছাত্রীদের সঙ্গে কথা বলে তাদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করে এবং খাবারের ব্যবস্থাও করে দেয়। তবে অভিযোগ, অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে তাৎক্ষণিক কোনও আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি।

রবিবার সকালে ঘটনাস্থলে ছুটে যান বিশ্ববিদ্যালয়ের এক সহযোগী অধ্যাপক। তিনি ছাত্র-ছাত্রীদের নিয়ে থানায় যান। কিন্তু পুলিশ জানায়, লিখিত অভিযোগ ছাড়া অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া সম্ভব নয়। এমনকি অভিযুক্তদের পরিচয় নিয়েও পুলিশ স্পষ্ট কিছু জানাতে পারেনি বলে অভিযোগ। পরিস্থিতির জেরে ছাত্র-ছাত্রীরা তাদের ক্ষেত্র সমীক্ষার কাজ অসম্পূর্ণ রেখেই রবিবার জোলাইবাড়ি ছেড়ে চলে যান।

এই ঘটনার পর ট্যুরিস্ট লজের কেয়ারটেকারের ভূমিকাও প্রশ্নের মুখে পড়েছে। সরকারি আবাসনের রেজিস্টারে নাম নথিভুক্ত না করে কীভাবে অভিযুক্তরা লজে প্রবেশ করলেন, তা নিয়েও প্রশ্ন উঠেছে।

ঘটনার খবর ছড়িয়ে পড়তেই জোলাইবাড়িতে ব্যাপক প্রতিক্রিয়া দেখা যায়। স্থানীয়দের একাংশের অভিযোগ, এই ঘটনায় এলাকার সুনাম ক্ষুণ্ণ হয়েছে। একইসঙ্গে পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারম্যানের ভূমিকাতেও তীব্র অসন্তোষ প্রকাশ করেছেন অনেকে।

ছাত্র-ছাত্রীদের দাবি, তারা অভিযুক্তদের শনাক্ত করলেও পুলিশ যথাযথ ব্যবস্থা নেয়নি। এ ঘটনায় স্বপ্রণোদিত মামলা রুজু করে দ্রুত তদন্ত শুরু এবং অভিযুক্তদের গ্রেফতারের দাবি জানিয়েছেন নির্যাতিত ছাত্র-ছাত্রী ও জোলাইবাড়ির সচেতন নাগরিক মহল।

ঊনকোটি জেলায় পেট্রোল, ডিজেল ও এলপিজির পর্যাপ্ত মজুত রয়েছে

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৬ এপ্রিল: ঊনকোটি জেলায় পেট্রোল, ডিজেল ও এলপিজি-এর সরবরাহ বর্তমানে স্বাভাবিক ও নিয়মিত রয়েছে। বিভিন্ন তেল বিপণন সংস্থার মাধ্যমে জেলায় প্রয়োজনীয় জ্বালানির পর্যাপ্ত মজুত নিশ্চিত করা হয়েছে এবং কোথাও কোনো ঘাটতি নেই।

ঊনকোটি জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে সবার অবগতির জন্য জানানো হয়েছে যে, সম্প্রতি কিছু ক্ষেত্রে গুজব ও ভ্রান্ত তথ্যের কারণে সাধারণ মানুষের মধ্যে অযথা উদ্বেগের সৃষ্টি হয়েছে। এই প্রেক্ষিতে সবাইকে আশ্বস্ত করা হচ্ছে যে, পেট্রোল পাম্প ও এলপিজি ডিস্ট্রিবিউটরদের মাধ্যমে পর্যাপ্ত পরিমাণ জ্বালানি সরবরাহ অব্যাহত রয়েছে এবং আগামী দিনগুলিতেও এই সরবরাহ ব্যবস্থা বজায় থাকবে। জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে সকল পেট্রোল পাম্প মালিক ও এলপিজি ডিস্ট্রিবিউটরদের নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে যাতে তারা নিয়মিত সরবরাহ বজায় রাখেন এবং কোনো প্রকার মজুতদারি বা কালোবাজারির সঙ্গে যুক্ত না হন। এ ধরনের কোনো অনিয়ম লক্ষ্য করা গেলে কঠোর প্রশাসনিক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

জনসাধারণকে অপ্রয়োজনীয় ভাবে জ্বালানি মজুত করা থেকে বিরত থাকতে, গুজব বা ভ্রান্ত তথ্যের উপর ভিত্তি করে আতঙ্কিত না হতে, কোনো অনিয়ম লক্ষ্য করলে নিকটস্থ প্রশাসনিক কর্তৃপক্ষকে অবহিত করতে ঊনকোটি জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে অনুরোধ জানানো হয়েছে। জেলা প্রশাসনও পরিস্থিতির উপর সর্বদা নজর রাখছে এবং জনসাধারণের স্বার্থে প্রয়োজনীয় সকল ব্যবস্থা গ্রহণ করে চলেছে।

৮ জেলায় ৮টি বাইক, গুরুত্ব এইচআইভি স্ক্রিনিং-এ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৬ এপ্রিল: রাজ্যজুড়ে এইচআইভি শনাক্তকরণের লক্ষ্যে আরও এক ধাপ এগিয়ে গেলো ত্রিপুরা স্টেট এইডস কন্টোল সোসাইটি। গত কয়েক দশক ধরে রাজ্যের প্রতিটি জেলা, মহকুমা সহ গ্রাম স্তরে এইচআইভি বিষয়ক কর্মসূচি পালন করে চলেছে এই সোসাইটি। স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ দফতরের অধীনে সোসাইটির তরফে আরও এক মূল্যবান কর্মযজ্ঞ আয়োজিত হলো শনিবার। এদিন সকালে সোসাইটির প্রকল্প অধিকর্তা ডা. বিনীতা চাকমার হাত ধরে মোট ৮টি ভ্রাম্যমান বাইক যাত্রা শুরু করে। রাজ্যের ৮টি জেলায় দফতরের সংশ্লিষ্ট পরিকাঠামোকে ব্যবহার করে ৮টি বাইক এখন থেকে ”হার্ড টু রিচ এরিয়া”-গুলোতে নিজস্ব কর্মসূচি জারি রাখবে। এদিন সবুজ পতাকা নেড়ে ৮টি বাইকচালকদের প্রতিটি জেলার সংশ্লিষ্ট এনজিওগুলোর উদ্দেশ্যে যাত্রা শুরু করান প্রকল্প অধিকর্তা ডা. চাকমা। আয়োজনটির শেষে ডা. চাকমা বলেন- ”সারা রাজ্যে এইচআইভি শনাক্তকরণের গতি বৃদ্ধি পেয়েছে। দীর্ঘদিন ধরেই আমরা ভাবছিলাম যে,

দাবি পূরণ না হলে ভোট বয়কটের ডাক এলাকাবাসীর

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৬ এপ্রিল: এডিসি নির্বাচনের আর মাত্র পাঁচ দিন বাকি থাকতে রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে ভোট বয়কটের সুর জোরদার হচ্ছে। উন্নয়নের অভাবকে সামনে রেখে সাধারণ মানুষ বিজেপি ও তিপ্রা মথা নেতৃত্বের বিরুদ্ধে ক্ষোভ উগরে দিচ্ছেন এবং কড়া হুঁশিয়ারি দিচ্ছেন। সোমবারও একই ছবি দেখা গেল আমবাসা আর.ডি ব্লকের ধনছড়া দেববর্মা পাড়ায়।

এদিন গ্রামবাসীরা একত্রিত হয়ে গণ-অবস্থানে সামিল হন এবং প্ল্যাকার্ড হাতে বিক্ষোভ প্রদর্শন করেন। প্ল্যাকার্ডে লেখা ছিল "নো রোড, নো ভোট", "নো ডেভেলপমেন্ট, নো ভোট" এবং "নো সলিউশন, নো রেস্ট"। দীর্ঘদিন ধরে উন্নয়নের প্রতিশ্রুতি পূরণ না হওয়ায় ক্ষোভে ফেটে পড়েছেন এলাকাবাসী।

অভিযোগ, একাধিকবার প্রশাসনের কাছে স্মারকলিপি দেওয়া সত্ত্বেও কোনো সমস্যার সমাধান হয়নি। গত অর্থবর্ষেও বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজের দাবি জানানো হয়েছিল, তখন আশ্বাস মিললেও বাস্তবে কাজের অগ্রগতি দেখা যায়নি বলেই দাবি গ্রামবাসীদের।

এলাকাবাসীর মূল দাবিগুলির মধ্যে রয়েছে গ্রামীণ সড়ক সংস্কার ও যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি, নিরাপদ পানীয় জলের জন্য গভীর নলকূপ স্থাপন, একটি উপ-স্বাস্থ্য কেন্দ্র নির্মাণ এবং স্থানীয়দের জীবিকা বৃদ্ধির লক্ষ্যে মিনি মার্কেট স্টল তৈরি। আন্দোলনকারীরা স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছেন, শুধুমাত্র মৌখিক আশ্বাসে তারা আর সন্তুষ্ট নন। দ্রুত লিখিত প্রতিশ্রুতি ও কাজের বাস্তবায়ন না হলে আসন্ন এডিসি নির্বাচনে গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে 'ভোট বয়কট'-এর পথে হাঁটতে পারেন তারা।

এখন দেখার বিষয়, গ্রামোন্নয়ন কমিটির এই কড়া অবস্থানের পর প্রশাসন কতটা দ্রুত পদক্ষেপ নেয়। ধনছড়া দেববর্মা পাড়ার বাসিন্দারা কি তাদের প্রাপ্য উন্নয়ন পাবেন, নাকি নির্বাচন ঘিরে এই বিক্ষোভ আরও তীব্র আকার নেবে সেই দিকেই নজর সকলের।

এডিসি নির্বাচনকে ঘিরে হামলার অভিযোগ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৬ এপ্রিল: ত্রিপুরা স্বশাসিত জেলা পরিষদ (এডিসি) নির্বাচনকে ঘিরে বিজেপির নেতা, কর্মী ও প্রার্থীদের ওপর হামলার অভিযোগে সরব হল বিজেপি। এ প্রসঙ্গে কড়া প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে বিজেপির প্রদেশ সভাপতি রাজীব ভট্টাচার্য বলেন, এই ধরনের হামলা ও হুজ্জুতির পরিণাম ভালো হবে না।

শাসক দলের উপরে হামলার ঘটনায় প্রতিক্রিয়া দিতে গিয়ে তিনি দাবি করেন, এডিসি নির্বাচনে বিজেপির জয় প্রায় নিশ্চিত। সেই কারণেই বিরোধীরা হতাশ হয়ে বিজেপির নেতা, প্রার্থী এবং কর্মী-সমর্থকদের ওপর আক্রমণ চালাচ্ছে বলে অভিযোগ করেন

"গণতন্ত্র বাঁচাতে বিজেপিকে হারান" সাংবাদিক সম্মেলনে সিপিআই(এমএল)

আগরতলা, ৬ এপ্রিল: আসন্ন টিটিএডিসি সাধারণ নির্বাচন এবং ৫৬-ধর্মনগর বিধানসভা কেন্দ্রের উপনির্বাচনকে সামনে রেখে সোমবার এক সাংবাদিক সম্মেলন করে সিপিআই(এমএল) লিবারেশন, ত্রিপুরা রাজ্য কমিটি। সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন দলের রাজ্য সম্পাদক পার্থ কর্মকার সহ অন্যান্যরা।

সাংবাদিক সম্মেলনে সিপিআই(এমএল) নেতারা নির্বাচকমণ্ডলীর উদ্দেশ্যে আহ্বান জানিয়ে বলেন, সংবিধান ও গণতন্ত্র রক্ষার স্বার্থে বিজেপিকে পরাজিত করে বামপন্থী শক্তিকে আরও মজবুত করতে হবে। একইসঙ্গে ফ্যাসিবাদ-বিরোধী বৃহত্তর ঐক্য গড়ে তোলার উপর জোর দেন তারা।

এডিসি নির্বাচনে একটি আসনে লড়াই করছে সি পি আই এম এল। ২১ মহারানী চেলাগাং আসনে সি পি আই এম এল লিবারেশন দলের প্রার্থী হিসেবে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন গোবিন্দ চরণ জমাতিয়া। সোমবার আগরতলা প্রেস ক্লাবে আয়োজিত সাংবাদিক সম্মেলনে একটি আসন সহ বাকি ২৭ টি আসনে বামফ্রন্টকে ভোট দেওয়ার আহবান জানান সিপিআই এম এল রাজ্য সম্পাদক পার্থ কর্মকার। পাশাপাশি ধর্মনগর উপনির্বাচনেও বামফ্রন্ট প্রার্থীকে জয়ী করার আহ্বান রাখেন তিনি।

বিরোধী ভোট যেন ভাগ না হয় সেজন্যই এডিসি নির্বাচনে একটি আসনে লড়াই করছে সিপিআইএমএল বলে জানান তিনি। রাজ্যে সুষ্ঠু নির্বাচন নাও হতে পারে বলেও তিনি মন্তব্য করেন। রাজ্যে ইভিএম মেশিন থাকা সত্ত্বেও কেন মধ্যপ্রদেশ থেকে ইভিএম মেশিন আনা হলো তা নিয়েও প্রশ্ন তুলেন। পাশাপাশি ভিভি প্যাড কেন থাকবে এ ব্যাপারেও অসন্তুষ্টি প্রকাশ করেন তিনি।

দলীয় সূত্রে জানানো হয়, আগামী ১২ এপ্রিল অনুষ্ঠিত হতে চলা টিটিএডিসি নির্বাচনে ২১ নম্বর মহারানী-চেলাগাং (এসটি) আসনে সিপিআই(এমএল) লিবারেশনের প্রার্থী কমরেড গোবিন্দ চরণ জমাতিয়াকে "তিন তারা খচিত পতাকা" প্রতীকে ভোট দেওয়ার আহ্বান জানানো হয়েছে। পাশাপাশি অন্যান্য ২৭টি আসনে বামফ্রন্ট প্রার্থীদের সমর্থন করার কথাও বলা হয়। ধর্মনগর উপনির্বাচনেও বামফ্রন্ট প্রার্থীকে জয়ী করার আবেদন রাখা হয়।

সাংবাদিক সম্মেলনে বক্তব্য রাখতে গিয়ে সিপিআই(এমএল) নেতৃত্ব পার্থ কর্মকার রাজ্যের বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতি নিয়ে তীব্র সমালোচনা করেন। তাঁর অভিযোগ, গত কয়েক বছরে বিজেপি শাসনে রাজ্যের জনজীবন সংকটে পড়েছে। বেকারত্ব বৃদ্ধি, সরকারি শূন্যপদে নিয়োগ না হওয়া, শিক্ষা ও স্বাস্থ্য খাতে অব্যবস্থা, দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতিএই সব বিষয় তুলে ধরে তারা সরকারের বিরুদ্ধে ক্ষোভ প্রকাশ করেন। এছাড়াও, টিটিএডিসি-র ক্ষমতা খর্ব করা, ভিলেজ কাউন্সিল নির্বাচন দীর্ঘদিন না হওয়া এবং সংবিধানের ১২৫তম সংশোধনী বিল কার্যকর না হওয়ার বিষয়েও তারা উদ্বেগ প্রকাশ করেন। দলটির দাবি, উপজাতি জনগণের সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক অধিকার রক্ষায় প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়া হয়নি।

তিপ্রা মথা ও আইপিএফটি-র বিরুদ্ধেও সমালোচনার সুর শোনা যায় সম্মেলনে। সিপিআই(এমএল)-এর অভিযোগ, প্রতিশ্রুতি পূরণে ব্যর্থ হয়ে তিপ্রাসা জনগণকে বিভ্রান্ত করা হচ্ছে এবং বিজেপির সঙ্গে সুবিধাবাদী রাজনীতি চালানো হচ্ছে।

এদিন নির্বাচন প্রক্রিয়া নিয়েও আশঙ্কা প্রকাশ করে দলটি। তাদের দাবি, ইভিএম ও ভিভিপ্যাট সংক্রান্ত প্রশ্ন, সহিংসতার আশঙ্কা এবং ভোটার তালিকা সংশোধনের নামে ভোটার বাদ দেওয়ার অভিযোগ নির্বাচনের স্বচ্ছতা নিয়ে প্রশ্ন তুলছে।

সাংবাদিক সম্মেলনে আরও বলা হয়, ভোটাধিকার রক্ষার প্রশ্নে মানুষকে সচেতন হতে হবে এবং এসআইআর প্রক্রিয়ার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ গড়ে তুলতে হবে। পাশাপাশি আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি, বিশেষ করে পশ্চিম এশিয়ার উত্তেজনার প্রভাব ভারতের অর্থনীতি ও সাধারণ মানুষের উপর পড়ছে বলেও উল্লেখ করা হয়।

সবশেষে, সংবিধান ও গণতন্ত্র রক্ষার আন্দোলনকে শক্তিশালী করতে এবং টিটিএডিসি-তে অধিক ক্ষমতা, শিক্ষা-স্বাস্থ্য-রোজগার নিশ্চিত করার দাবিতে জনগণকে বামপন্থীদের পাশে দাঁড়ানোর আহ্বান জানান সিপিআই(এমএল) নেতৃত্ব।

গোলাঘাটি বিধানসভার গোপীনগর গ্রামে বেহাল রাস্তা ঘিরে ক্ষোভ, দ্রুত সংস্কারের দাবিতে সরব এলাকাবাসী

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিশালগড়, ৬ এপ্রিল: সিপাহীজলা জেলার গোলাঘাটি বিধানসভার অন্তর্গত গোপীনগর গ্রামে দীর্ঘদিন ধরে বেহাল সড়ক ব্যবস্থাকে কেন্দ্র করে চরম ক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছে। প্রশাসন ও স্থানীয় বিধায়কের বিরুদ্ধে উদাসীনতার অভিযোগ তুলে দ্রুত রাস্তা সংস্কারের দাবিতে সরব হয়ে উঠেছেন গ্রামবাসীরা।

এলাকাবাসীর অভিযোগ, ভোটের সময় নানা প্রতিশ্রুতি দেওয়া হলেও নির্বাচন শেষ হতেই জনপ্রতিনিধি ও প্রশাসনের আর কোনো খোঁজ মেলে না। দীর্ঘদিন ধরে গ্রামের প্রধান সড়কটি বেহাল অবস্থায় পড়ে রয়েছে। রাস্তার অবস্থা এতটাই করুণ যে, সাধারণ মানুষের পায়ে হেঁটে চলাচল করাও দুঃসাধ্য হয়ে পড়েছে।

বর্ষাকালে কাদায় পরিপূর্ণ হয়ে যায় রাস্তা, আর শুষ্ক মৌসুমে ধুলোর দাপটে নাজেহাল হতে হয় গ্রামবাসীদের। কৃষিনির্ভর এই অঞ্চলের মানুষ প্রতিদিন জীবনের ঝুঁকি নিয়ে যাতায়াত করতে বাধ্য হচ্ছেন। কৃষিপণ্য বাজারে নিয়ে যাওয়া, ছাত্রছাত্রীদের স্কুল-কলেজে যাতায়াত কিংবা অসুস্থ রোগীকে হাসপাতালে পৌঁছানোসব ক্ষেত্রেই চরম ভোগান্তির শিকার হতে হচ্ছে। গ্রামবাসীদের দাবি, একাধিকবার প্রশাসনের কাছে রাস্তা সংস্কারের জন্য আবেদন জানানো হলেও এখনো পর্যন্ত কোনো কার্যকর পদক্ষেপ নেওয়া হয়নি। ফলে ক্ষোভ ক্রমশ তীব্র আকার ধারণ করছে।

এলাকাবাসীদের বক্তব্য, "আমাদের ছেলে-মেয়েরা প্রশ্ন করে, এমএলএ দেখতে কেমন। প্রশাসনের কথা তো দূরের, আমাদের গ্রামের খোঁজ কেউই রাখে না। আমরা কি এই দেশের নাগরিক নই? ভোটের সময় সবাই আসে, কিন্তু পরে আর কেউ ফিরে তাকায় না।" এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে গোটা এলাকায় চরম অসন্তোষের পরিবেশ তৈরি হয়েছে। দ্রুত রাস্তা সংস্কার ও প্রশাসনিক হস্তক্ষেপ না হলে আগামী দিনে বৃহত্তর আন্দোলনের পথে হাঁটার হুঁশিয়ারি দিয়েছেন গোপীনগর গ্রামের বাসিন্দারা।

গত বারের ভোটের ব্যবধানকে ছাড়িয়ে ধর্মনগরে জয়ী হবে বিজেপি: মুখ্যমন্ত্রী

আগরতলা, ৬ এপ্রিল: মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডাঃ মানিক সাহা আজ বলেছেন যে ভারতীয় জনতা পার্টি মনোনীত প্রার্থী জহর চক্রবর্তী গত বারের ভোটের ব্যবধানকে ছাড়িয়ে ধর্মনগরের উপনির্বাচনে জয়ী হবেন।

আজ ধর্মনগরে একটি বিশাল নির্বাচনী রোড শোর নেতৃত্ব দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী, যেখানে হাজার হাজার মানুষ বিজেপির সমর্থনে রাজপথে নেমেছেন।

পরে মুখ্যমন্ত্রী ডা. সাহা বলেন, এই নির্বাচনী কার্যক্রমে বিপুল সংখ্যক লোক সমাগম হয়েছে। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে কত লোক এই নির্বাচনী শোভাযাত্রায় অংশগ্রহণ করেছেন। বিজেপি মনোনীত প্রার্থী জহর চক্রবর্তীকে সামনে রেখে আজ একটি বিশাল মিছিল হয়েছে। বিপুল সংখ্যক মানুষ এখানে এসেছেন এবং আমি নিশ্চিত যে বিজেপি প্রার্থী জহর চক্রবর্তী একজন অত্যন্ত ভদ্র মানুষ এবং তিনি অবশ্যই বিজয়ী হবেন। গত বছর বিজেপি যেভাবে ভোট পেয়েছিল, এবারের ব্যবধানে সেটাও ছাড়িয়ে যাবে।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, সকলকে অবশ্যই সকাল থেকে রাত অবধি জনগণের জন্য কাজ করতে হবে, যেমন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি বলেছিলেন এবং বিজেপি কার্য কর্তাগন সকাল ৬টা থেকে মধ্যরাত ১২টা পর্যন্ত কাজ করেন, যে কারণে দল ফলাফল পাচ্ছে।

তিনি আরো বলেন, আমরা দেশ, রাজ্য ও উন্নয়ন নিয়ে ভাবি, কিন্তু বিরোধীরা শুধু নিজেদের কথা চিন্তা করে।

মুখোমুখি বাইক সংঘর্ষে গুরুতর আহত ৪

নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ৬ এপ্রিল: খোয়াই জেলার তেলিয়ামুড়া মহকুমার চাকমা ঘাট এলাকায় জাতীয় সড়কে দুটি বাইকের মুখোমুখি সংঘর্ষে চারজন গুরুতরভাবে আহত হয়েছেন। সোমবার এই দুর্ঘটনাটি ঘটে টিএসআর ক্যাম্প সংলগ্ন এলাকায়, যা ঘিরে এলাকায় চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে।

জানা গেছে, দ্রুতগতিতে আসা দুটি বাইকের মধ্যে হঠাৎ মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। এতে ঘটনাস্থলেই চারজন মারাত্মকভাবে আহত হন। আহতদের মধ্যে ১৫ বছর বয়সী এক কিশোরীও রয়েছে বলে জানা গেছে।

মুখ্যসচিব জে কে সিনহার সভাপতিত্বে বৈঠক অনুষ্ঠিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৬ এপ্রিল: মুখ্যসচিব জে কে সিনহার সভাপতিত্বে আজ ২০২৬ সালের ”ন্যাশনাল সাধনা সপ্তাহ” (২ এপ্রিল থেকে ৮ এপ্রিল ২০২৬) উপলক্ষ্যে আয়োজিত পর্যবেক্ষণ সভা এবং সেরা কর্মসম্পাদকদের সংবর্ধনা জ্ঞাপন অনুষ্ঠান সচিবালয়ের ২ নং কনফারেন্স হলে অনুষ্ঠিত হয়। সভায় রাজ্য পুলিশের মহানির্দেশক অনুরাগ সহ বিভিন্ন দপ্তরের প্রধান সচিব, সচিব এবং অধিকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন।

সভার প্রথমেই অতিরিক্ত সচিব সমিত রায় চৌধুরী কর্মযোগী মিশনের লক্ষ্য সহ সাধনা সপ্তাহের উদ্দেশ্য ও কর্ম পরিকল্পনা নিয়ে বিস্তারিত তথ্য সভায় তুলে ধরেন। উল্লেখ্য, ডিপার্টমেন্ট অফ পার্সোনাল এন্ড ট্রেনিং এর ক্যাপাসিটি বিল্ডিং কমিশন এবং কর্মযোগী ভারতের সহযোগিতায় ভারতব্যাপী এই সাধনা সপ্তাহ আয়োজন করা হচ্ছে। যার লক্ষ্য প্রশাসনের মধ্যে ধারাবাহিক শিক্ষা ও দক্ষতা উন্নয়নকে আরও জোরদার করা। সভায় অতিরিক্ত সচিব জানান, আইগট (জ্ঞওদ্রষ্ঠ) কর্মযোগী প্ল্যাটফর্মে কর্মচারিদের নির্দেশিত লার্নিং কোর্স সম্পন্ন করার জন্য উৎসাহিত করার কথা বলা হয়েছে। বিশেষ করে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা সংক্রান্ত দক্ষতা অর্জনের ওপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। পাশাপাশি, বহুভাষিক কোর্সের সুবিধা গ্রহণ করে কর্মীদের নিজেদের পছন্দের ভাষায় প্রশিক্ষণ সম্পন্ন করার সুযোগ রয়েছে। তিনি এই বিষয়ে আরও বিস্তারিত তথ্য তুলে ধরেন।

সভায় মুখ্যসচিব বলেন, রাজ্য সরকার প্রশাসনিক ব্যবস্থাকে আরও গতিশীল, স্বচ্ছ ও জনমুখী করার লক্ষ্যে কাজ করে চলছে। কর্মযোগী ”সাধনা সপ্তাহ উদযাপন” সেই প্রচেষ্টাকে আরও শক্তিশালী করার একটি বিরাট সুযোগ। এই উদ্যোগের মাধ্যমে কর্মীদের মধ্যে ধারাবাহিক শেখার সংস্কৃতি গড়ে উঠবে এবং পরিবর্তিত প্রযুক্তি নির্ভর সময়ে নিজেদের আরও দক্ষ করে তোলার পথ সুগম হবে বলে তিনি আশা প্রকাশ করেন। এই প্রসঙ্গে তিনি শিক্ষা দপ্তর, স্বরাষ্ট্র দপ্তর, তথ্য ও প্রযুক্তি দপ্তর ইত্যাদি বিভিন্ন দপ্তরের ক্যাপাসিটি বিল্ডিং-এর বিরাট সম্ভাবনার কথা উল্লেখ করেন। তিনি বলেন, আইগট কর্মযোগী প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে জ্ঞান আহরণেরও এক বিরাট সুযোগ তৈরী হয়েছে। এই প্ল্যাটফর্ম শুধু শেখারই সুযোগ দেয়না, বরং নিজেকে ক্রমাগতভাবে সমৃদ্ধ ও দক্ষ করে তোলার বহু পথও উন্মুক্ত করে। আমরা যদি এই সুযোগকে সঠিকভাবে কাজে লাগাতে পারি, তাহলে ত্রিপুরার প্রশাসনিক কাঠামো আরও শক্তিশালী ও আধুনিক হয়ে উঠবে বলে মুখ্যসচিব আশা প্রকাশ করেন। তিনি সবাইকে এই বিষয়ে শেখার মনোভাব নিয়ে এগিয়ে আসার আহ্বান জানান। উল্লেখ্য, সভা শেষে মুখ্যসচিব জে. কে. সিনহা বিভিন্ন দপ্তরের আধিকারিকদের হাতে কর্মযোগী সাধনা সপ্তাহ উপলক্ষ্যে দক্ষতার সঙ্গে বিভিন্ন কোর্স সম্পাদন করায় তাদের হাতে শংসাপত্র তুলে দেন।

স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক ও মুদ্রক সন্দীপ বিশ্বাস কর্তৃক রেণ্বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস, আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল. এন. বাড়ী রোড, আগরতলা, ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক - সন্দীপ বিশ্বাস।
Printed by the Owner, Publisher and Printer Sandeep Biswas from Rainbow Printing Works, Agartala and Published from Jagaran Office, L.N. Bari Road. Agartala, Tripura. Editor- Sandeep Biswas

8th-6th page -2022 darpan print.pmd 2
07-04-2026, 01:27